বাংলাপিডিএফ.নেট

শুভম

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

পশ্চিমের আদর্শ চরিত্র স্যাম রেডলিন।
টেক্সাসে জন্মেনি সে, বরং খেয়ালের বশে এসে
আটকা পড়ে গেছে। জড়িয়ে গেছে রোয়েনা ক্রকেট ও
টাম্বলিং-সি র‍্যাঞ্চের সঙ্গে। সামান্য পাঞ্চার হিসাবে
শুরু, কিন্তু দক্ষতা দিয়ে জয় করে নিয়েছে সবার মন।
বন্ধু হিসাবে পেয়েছে দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ ড্যান বেণ্ডার,
বেন ডেগনার ও এমেট পেকারকে।
স্যামের জন্যে প্রাণও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ওরা। আর স্যাম?
ওর হাতে গড়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু ওর অনন্য নেতৃত্বের
কারণেই কাউন্টির সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ
হিসাবে নাম কিনেছে টাম্বলিং-সি। চার ডজন
কাউহ্যাণ্ডকে সামাল দিতে দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়
না বটে, কিন্তু কুচক্রী ও ধুরন্ধর শত্রুদের শায়েস্তা
করতে সামর্থ্যের শীর্ষে উঠতে হয়!
স্যাম রেডলিন ও টাম্বলিং-সি-কে নিয়ে চারটি ভিন্ন
স্বাদের উপন্যাসিকা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

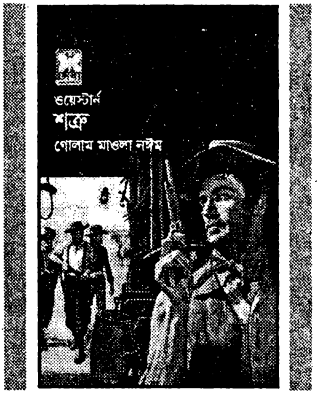

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8342-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/sheboofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

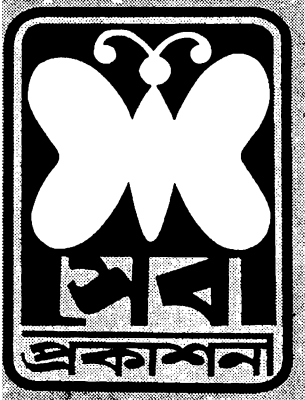

আটাশি টাকা

SHATRU
A Collection of Western Novellas
By: Golam Mawla Naeem

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সূচি

রক্ষা	৫
শত্রু	৩৭
প্রত্যয়	৯০
টেক্সাসে রাউণ্ড-আপ	১৯৯

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

ওয়েস্টার্ন

শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ব্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমান, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপোক্ত, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মণ্ডল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক। **আবু মাহ্‌দী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্ **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি।

রক্ষা

পাহাড়ি ঢাল ধরে রোয়ানকে চালনা করল স্যাম রেডলিন। ঢালের নীচে কটনউডের ছায়ায় একটা ঝর্না রয়েছে। দুমড়ানো-মোচড়ানো ধূসর হ্যাট চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে নীচের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির দিকে তাকাল ও।

ঝর্নার কাছে সাদা-মুখো প্রায় চারশো গরু চরছে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এক রাইডার। ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপেছে লোকটা, স্যাডলের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা একটা রাইফেল রয়েছে তার হাতে। সেকেণ্ড কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যামের দিকে, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল।

লোকটা সুঠামদেহী। চওড়া গর্দান। লালচে ঘন চুল লুটাচ্ছে ঘাড়ে, বোঝা যায় বহুদিন নাপিতের কাছে যাওয়া হয়নি। ছোট ছোট নীল চোখে সতর্ক চাহনি।

'তুমি আবার কে?' জানতে চাইল লোকটা, গলায় কর্তৃত্বের সুর। 'কোথায় যাচ্ছ, অ্যাঁ?'

রাশ টেনে রোয়ানকে থামাল স্যাম। লাল-চুলোর কর্কশ কণ্ঠে ত্যক্ত বোধ করেছে। জবাবে কঠিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, আচমকা ঝর্নার পাড়ে উইলো ঝোপের আড়ালে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়তে নিরস্ত হলো। আলোয় সামান্য ঝিকিয়ে উঠেছে রাইফেলের ব্যারেল! 'এদিক দিয়ে যাচ্ছি,' শেষে শান্ত স্বরে

বলল ও। 'কেন?'

'কোন্ দিক থেকে এসেছ?' সন্দিহান দেখাচ্ছে রাইডারকে। 'কী জানো, এদিকে রাসলার বা ধান্ধাবাজের অভাব নেই।'

স্মিত হাসল স্যাম। 'আমি এর কোনটাই নই,' আমুদে কণ্ঠে বলল ও। 'অ্যারিজোনা থেকে এসেছি। ভাবলাম উত্তরে এলে হয়তো ভাগ্য ফেরাতে পারব।'

'তুমি তা হলে ভবঘুরে?' হলুদ নোংরা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'কাজ খুঁজছ?'

'পছন্দ হলে করতেও পারি,' গরুর পালের উপর দৃষ্টি বুলাল স্যাম। 'এটা তোমাদের র‍্যাঞ্চ?'

'না। গরুর পাল নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা। ওয়াইওমিং থেকে পাল কিনেছে বস্। ...চাইলে কাজে লেগে যেতে পারো। চল্লিশ ডলার আর খাওয়া। যদি ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকো, তা হলে বোনাস পাবে।'

'অফারটা মন্দ নয়,' মন্তব্য করল স্যাম। 'কত দূরে যাবে তোমরা?'

'ধরো...আরও একশো মাইল,' সামান্য ইতস্তত করল লোকটা। 'চলো, বসের সঙ্গে কথা বলবে। প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম আমাদের, দু'একজন না-হলে চলছে না।'

ঢাল ধরে কটনউড আর উইলোর সারির দিকে এগোল ওরা।

চিন্তিত দৃষ্টিতে গরুর পালের দিকে তাকাল স্যাম। সব গরুই হৃষ্টপুষ্ট। ওয়াইওমিং এখান থেকে অনেক দূরের পথ তো বটেই, ট্রেইলও জঘন্য রকম খারাপ—শেষ পঁচাত্তর মাইল রীতিমতো নরক—পশ্চিমের সবচেয়ে উষর প্রান্তর, প্রায় মরুভূমি বলা চলে। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসবার পর গরুগুলোর কাহিল দশা হওয়ার কথা। এটা ঠিক যে এই তৃণভূমিতে হয়তো

কয়েক দিন আছে; বিশ্রাম, সতেজ ঘাস আর পর্যাপ্ত পানি পেয়েছে, কিন্তু তারপরও এত হৃষ্টপুষ্ট থাকবার কথা নয়।

লোকটা কি তা হলে মিছে বলল?

নির্ঘাত!

উইলোর আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক। কালো পোশাক পরনে। এখন তার হাতে রাইফেল নেই, কিন্তু স্যাম একশো ভাগ নিশ্চিত এ লোকই আড়ালে ছিল, এবং একটু আগে রাইফেলে ওকে নিশানাও করেছে। যা সতর্ক, এদের উপর চড়াও হলে কপালে খারাবি আছে রাসলার বা ইণ্ডিয়ানদের, ভাবল ও।

'বস্,' বলল লাল-চুলো। 'অ্যারিজোনার ওদিক থেকে এসেছে ও। ভবঘুরে। কাজ খুঁজছে। আমার মনে হয় ওকে কাজে লাগাতে পারব আমরা। সামনের চল্লিশ মাইল ইণ্ডিয়ান এলাকা। লোক বেশি থাকলে আমাদেরই লাভ।'

কালো চোখ লোকটার, নির্লিপ্ত চাহনি, মুখ নির্বিকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যামকে মাপল সে, এক হাতে আনমনে গোঁফের কোণ চুলকাল।

'আমার নাম মিশেল,' কিছুটা তীক্ষ্ণ তার কণ্ঠ। 'মার্ক মিশেল। হ্যাঁ, বাড়তি লোক হলে উপকার হবে। কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'টেক্সাস থেকে,' বলল স্যাম। 'সান্তা ফে থেকে অ্যারিজোনা হয়ে এখানে এসেছি।' সরঞ্জাম বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল ও।

মিশেলকে মোটেও সুদর্শন বলা যাবে না। কঠিন, রুক্ষ চেহারা; চোখে সাপের মতো ঠাণ্ডা চাহনি। স্যাম নিশ্চিত, প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটের নীচে একটা পিস্তল বহন করছে সে।

'ওকে কাজ বুঝিয়ে দাও, রেড,' লাল-চুলো কাউহ্যাণ্ডকে নির্দেশ দিল সে। 'অন্যদের মতো একই শর্তে কাজ করবে ও। পরিষ্কার?'

'বুঝেছি,' সহাস্যে বলল রেড। 'হ্যাঁ, একই শর্তে।'

ঘুরে উইলোর আড়ালে হারিয়ে গেল মিশেল। একটু দূরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে, ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।

স্যামের দিকে ফিরল রেড। 'আমার নাম রেড টেরেল। কী নামে ডাকব তোমাকে?'

'স্যাম। স্যাম রেডলিন। আচ্ছা, খাবার দেয়া হবে কখন?'

'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চলো। কাজ শুরু করবার আগে বরং পেটকে শান্তি দেয়া যাক!' বলে উইলোর দিকে এগোল টেরেল।

অনুসরণ করল স্যাম। ভুরু কুঁচকে আছে ওর। কী যেন একটা ঘাপলা আছে এখানে, ঠিক মেলাতে পারছে না। এমন নয় যে সন্দেহবাতিক ও, বরং এটা ওর দৈব অনুভূতি। জিনিসটা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, কিন্তু খুব কমই সফল হয়।

ঘাসের খোঁজে গরু সাধারণত চলবার মধ্যে থাকে। সেক্ষেত্রে যেখানে ভাল ঘাস আছে, সেখানেই সরে যায় গরুর দল। কিন্তু এখানে তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই। মাত্রই মরুভূমির মতো একটা জায়গা পেরিয়ে এসেছে এরা, রেড টেরেলের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, এবং এখানে যে সতেজ ও সবুজ ঘাস রয়েছে, শত মাইলের মধ্যে এমন আর পাওয়া যাবে না। পানির অভাবও নেই। সেক্ষেত্রে অযথাই গরুর পালের কাছাকাছি থাকছে না রেড? মার্ক মিশেলেরও রাইফেল হাতে উইলোর আড়ালে থাকবার প্রয়োজন পড়ে না।

কাছাকাছি ইণ্ডিয়ান এলাকা রয়েছে, এটা সত্যি। এখান থেকে উত্তরে থাউজেণ্ড স্প্রিং উপত্যকায় পিউতে যোদ্ধারা রেইড করছে বলে গুজব ছড়িয়েছে। ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে দোষ দেয়া যাবে না এদেরকে। সতর্ক থাকাই উচিত। বোধহয় অযথা সন্দেহ করছে এদের।

আগুনের পাশে বসে ছিল দু'জন রাইডার। নতুন একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল তারা। একজন গাট্টাগোট্টা শরীরের, টাক মাথার লোক। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। অন্যজন তরুণ, চেহারায় ছেলেমানুষির ছাপ রয়ে গেছে এখনও। বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি তার চোখে, স্যামের উদ্দেশে হাসল।

'এ হচ্ছে টেকো বেন ডেগনার,' পরিচয় করিয়ে দিল রেড টেরেল। 'রান্না করা ছাড়াও রাতে পাহারা দেয়। আর ছেলেটার নাম এমেট পেকার। এম, বেন···এ হচ্ছে স্যাম রেডলিন।'

ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কূক, এত চমকে গেছে যে হাত থেকে প্রায় খসে পড়ল ফ্রাইং প্যান। বিহ্বল চোখে তাকে দেখল রেড ও পেকার। ধীরে ধীরে পাশ ফিরল কূক, চোখের কোণ দিয়ে দেখল স্যামকে, মুখ নির্বিকার।

'হাউডি,' বলল সে, তারপর ঘুরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বগল ভরে বেশ কিছু কাঠ জোগাড় করে আনল পেকার, আগুনে যোগ করল কয়েকটা ডাল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে কূকের দিকে, কিন্তু নিজের কাজে ব্যস্ত টেকো লোকটা।

খাওয়া শেষে তাজা একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল মিশেল, স্যাডলে চেপে ক্যাম্পের এক কিনারে চলে গেল। দ্রুত তাকে অনুসরণ করল রেড টেরেল, নিচু স্বরে আলাপ করল দু'জন; ওরা কেউই শুনতে পেল না। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঢুলতে

শুরু করেছে পেকার। এদিকে আগুনের দিকে তাকিয়ে খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে টেকো কূক। মাঝে মধ্যে বস্ আর রেডের দিকে তাকাচ্ছে সে, কিন্তু মুখ আগের মতোই নির্বিকার, কী ভাবছে দেখে বোঝা গেল না।

বড়সড় একটা ডাল তুলে নিয়ে আগুনে যোগ করল সে, তারপর স্যামের দিকে ফিরল। 'লিঙ্কন সিটি থেকে এসেছ তুমি?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে। 'এক রেডলিনকে চিনতাম। ছটফটে স্বভাবের মানুষ। ডেভিড শিয়ারের হয়ে রাইড করত।'

'হতে পারে,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম। 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

পোড়খাওয়া দুই চোখে ওকে নিরীখ করল কূক। 'অ্যানিমাস থেকে। কার্লি বিলের সঙ্গে রাইড করেছি কিছুদিন, তবে এখন আর গরু চুরি করি না। ওদের সঙ্গে থেকে অযথাই বদনাম কামিয়েছি।'

বসের সঙ্গে কথা শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে এল রেড টেরেল। চিন্তিত দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের এখানে ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। রাতে গরুর পাল পাহারা দিতে আপত্তি নেই তো?'

'বেশ,' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল স্যাম। 'আজ অবশ্য বেশি রাইড করিনি। অযথা বসে থাকবার কী দরকার! কোথাও যখন যাচ্ছি না, তখন কাজ করাই ভাল।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল রেড। 'ঠিকই বলেছ।'

স্যাডলে চেপে গরুর পালের দিকে এগোল স্যাম রেডলিন। মনে মনে বেশ চিন্তিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোথাও কোন ঝামেলা নেই, তবুও খুঁতখুঁতে ভাবটা যাচ্ছে না। বড়সড় একটা

ভজকট আছে কোথাও। আনমনে মাথা নাড়ল ও। টেকো কূক রাসলিং ছেড়ে দিক বা না-দিক, কিন্তু তার কথায় স্পষ্ট যে এখানে এমন কিছু ঘটছে যা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না।

ধীর গতিতে পুরো পালের চারপাশে চক্কর কাটল স্যাম, দল থেকে একটু আলাদা হয়ে গেছে এমন গরুগুলোকে দলের মধ্যে ফিরে যেতে বাধ্য করল। প্রচুর ঘাস, দীর্ঘ ও সতেজ। পানি তো আছেই। কয়েকদিন থাকবার জন্যে এরচেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না।

সন্ধ্যার একটু পরপরই একটা ধারণা উঁকি দিল ওর মাথায়। একটা বলদকে পাল থেকে আলাদা করে, ল্যাসো ছুঁড়ে আটকে ফেলল। গাছের সঙ্গে বেঁধে শুইয়ে দিল বলদকে, তারপর সরু কাঠি দিয়ে ওটার খুরের তলা খুঁচিয়ে পরখ করল। মিনিট কয়েক খুঁটিয়ে দেখবার পর ছেড়ে দিল বলদটাকে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল ওটা, তারপর এক ছুটে চলে গেল পালের কাছে।

ফের স্যাডলে চাপল স্যাম, মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। মিথ্যে বলেছে রেড। মরুভূমির মতো ওই জায়গা অ্যালকালিতে ভরা। সত্যি সত্যি পাড়ি দিয়ে এলে বলদটার খুরে অ্যালকালির কণা লেগে থাকত, কিংবা পায়ের পশমের সঙ্গেও লেগে থাকত। গরুর পাল যেখান থেকেই এসে থাকুক, অন্তত লবণাক্ত মরুভূমি পাড়ি দেয়নি। জায়গাটা বিস্তীর্ণ, ছাইয়ের মতো নরম আবর্জনার স্তর পড়ে আছে মাটির উপর–প্রায় হাঁটু সমান গভীর। মরুভূমি নয়, বরং পালটা সাধারণ জমি পেরিয়ে এসেছে, তারমানে উত্তর দিক থেকে এসেছে।

চারশো হৃষ্টপুষ্ট গরু। ভাল দামে বিকোবে।

ভোরে ক্যাম্পের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল স্যাম।

কাছাকাছি যেতে দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে এমেট পেকার। তরুণকে চিনতে পেরে ঘোড়ার রাশ টানল স্যাম, অপেক্ষায় থাকল।

'কোন অসুবিধা হয়নি তো?' প্রসন্ন সুরে জানতে চাইল তরুণ। স্যাম মাথা নাড়তে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কফি পেলে হয়তো খুশি হবে তুমি।' ডান হাতের কাপটা বাড়িয়ে ধরল সে, নিজের জন্যে অন্য হাতে একটা কাপ রয়েছে।

স্যাডল ছাড়ল স্যাম, রোয়ানকে গ্রাউণ্ড-হিচ করে সানন্দে কফিতে চুমুক দিল। 'ভালই তো কফি তৈরি করো তুমি!' আন্তরিক প্রশংসা করল ও, দু'বার চুমুক দেয়ার পর তরুণের দিকে ফিরল। 'পালের সঙ্গে কতদিন আছ তোমরা–তুমি আর বেন?'

'মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার মতো আমরাও ঠিক এখানে যোগ দিয়েছি। গতকাল। নীলগিরি থেকে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছে ছিল অরিগনে যাব। মিশেল আর রেড দু'দিন আগে থেকে এখানে আছে। বলল চাইলে ওদের সাহায্য করতে পারি। দু'জন পাঞ্চার ছিল ওদের, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে মণ্টানার দিকে চলে গেছে ওরা।'

'মণ্টানায় কখনও পাঞ্চিং করেছ?'

'নাহ্। আসলে কখনও মণ্টানায় যাইনি আমি।'

পেকারকে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে যেতে দেখল স্যাম। রোয়ানে চেপে ফিরতি পথ ধরল ও। হেঁটে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। মনে মনে এমেট আর বেনের দেয়া তথ্য উল্টেপাল্টে দেখছে। মনে হয় না কেউ মিথ্যে বলেছে। যুক্তি আছে ওদের কথায়। কূক নিজেই স্বীকার করেছে অ্যানিমাস থেকে এসেছে। এম কখনও মণ্টানায় যায়নি। দক্ষিণের মানুষ বলে মনে হয়েছে

তাকে। এদিকে ফোরম্যান রেড টেরেল বলেছে ওয়াইওমিং থেকে এসেছে। বিশাল একটা ঘোড়ায় চড়ে সে, গড়পড়তার চেয়ে পুরু ও শণের তৈরি ল্যারিয়েট বহন করে; দুটোই মণ্টানার কাউহ্যাণ্ডদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

নির্বিঘ্নে রাত পার করে পরদিন সকালের আলো ফুটে উঠছে, এসময় গুলির শব্দ শুনতে পেল স্যাম। পুরো পালের চারপাশে চক্কর দেয়া শেষে তখন উইলো সারির দিকে ফিরে আসছিল ও, আচমকা তীক্ষ্ণ শব্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল ভোরের নীরবতা।

মাত্র একটা শট। তারপর আগের মতোই নীরবতা নেমে এল।

স্পার দাবাল স্যাম। উইলো সারির ফাঁক গলে ক্যাম্পের দিকে ছুটল রোয়ান।

আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রেড টেরেল, হাতে পিস্তল, তার দৃষ্টি দূরের অন্ধকারের দিকে।

ব্ল্যাঙ্কেটের উপর বসে আছে এমেট, কাঁচা ঘুম থেকে ওঠায় হতভম্ব। এদিকে কম্বল না-ছাড়লেও কূকের হাতে রাইফেল চলে এসেছে।

'গুলির শব্দ হলো কোথায়?' জানতে চাইল স্যাম।

'পাহাড়ের ওদিকে,' বলল রেড টেরেল। 'মাইল খানেক দূরে হবে।'

'কিন্তু শব্দ শুনে তো মনে হলো আরও কাছে,' মন্তব্য করল এমেট। 'কসম খেয়ে বলতে পারব, বনের ওপাশ থেকে এসেছে গুলির আওয়াজ।'

'আমি বলছি পাহাড়ের ওদিকে!' খেঁকিয়ে উঠল ফোরম্যান, ঝটিতি স্যামের দিকে ফিরল সে। 'গরুর পাল ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমি বরং ফিরে যাই।'

'দাঁড়াও,' ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এমেট পেকার। 'তুমি বিশ্রাম নাও, সারা রাত ডিউটি করেছ। আমি তোমার জায়গায় যাচ্ছি।'

'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রওনা দেব আমরা,' ঘোষণা করল টেরেল। 'তোমরা দু'জন ড্রাইভ করবে। স্যাম বরং পালের কাছে থাকুক।'

রোয়ানটাকে ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল স্যাম, পালের কাছে ফিরে এল। দিনের আলো এখনও ফোটেনি ভাল করে, তবে দ্রুত ফিকে হয়ে আসছে আবছা অন্ধকার। গাছপালার ফাঁকে ক্যাম্পের জ্বলন্ত আগুনের শিখা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

গরুগুলো চুপচাপ রয়েছে, কোনটাই অস্থির নয়। গুলির শব্দে ভড়কে গিয়েছিল কয়েকটা, কিন্তু পরপরই নীরবতা নেমে আসায় শান্ত হয়ে গেছে। বেশিরভাগ শুয়ে জাবর কাটছে। পলকের জন্যে উইলো সারির দিকে তাকাল স্যাম, তারপর পাহাড়ের দিকে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

পাইন আর জুনিপার ঝোপ এড়িয়ে এগিয়ে চলল ও। সামনে দীর্ঘ গাছের সারি। ধূসর আলো ফুটে উঠেছে, তবে গাছের ছায়া এখনও বিদায় নেয়নি বলে মাটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে না।

স্যাম জানে কী খুঁজছে। পাহাড়ের ওই ক্যাম্পে যদি কোন লোক থেকে থাকে, তা হলে একটা ঘোড়াও আছে। এমনও হতে পারে, গুলিটা হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তবে যাই হোক, গুলি হওয়ার পর এমন কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি বা শব্দ শুনতে পায়নি। রোয়ানের কান খাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেয়েছে এমন কোন নমুনা দেখা গেল

না ওটার মধ্যে।

মাঞ্জানিটার গুচ্ছ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, এসময় একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও—মাটিতে খুর ঠুকেছে। হাত বাড়িয়ে রোয়ানের নাক চেপে ধরল স্যাম, পাছে যাতে ওটা কোন শব্দ করে বসে, তারপর স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে গ্রাউণ্ড-হিচ করল। সন্তর্পণে, সতর্কতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে এগোল ও।

কিছুদূর এগিয়ে এক চিলতে খোলা জায়গায় ঘোড়াটাকে দেখতে পেল স্যাম। কালো স্ট্যালিয়ন। দারুণ শক্তিশালী। অন্তত ষোলো হাত উঁচু হবে। রুপোর ঝালর দেয়া স্যাডল ওটার পিঠে। স্ক্যাবার্ডে পয়েন্ট সেভেন-থ্রি উইনচেস্টার। স্যাডল ব্যাগ দুটো ঘরে তৈরি।

স্ট্যালিয়নকে এড়িয়ে বনভূমির ওপাশে চলে এল স্যাম। গাছের গাঢ় পটভূমির বিপরীতে দাঁড়িয়ে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, প্রতিটি আড়াল বিশেষ ভাবে দেখছে। মাটির উপর দৃষ্টি ওর, যেহেতু পড়ে থাকা একটা লাশ বা শরীর খুঁজছে। একটু পর গাঢ় কাঠামোটা দেখতে পেল। ত্রিশ হাত দূরে এক ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে। নিথর। কোন নড়াচড়া নেই।

চারদিকে তাকাল স্যাম, কান পেতে শব্দ শুনল; ঝাড়া তিন মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর কেউ আসছে না নিশ্চিত হওয়ার পর সতর্ক পায়ে এগোল লোকটার দিকে। হতভাগ্যের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পরখ করল। মারা গেছে লোকটা।

সদ্য যুবক বলা চলে। পরিপাটি, দামী কালো স্যুট পরনে। হোলস্টারে একটা পিস্তল, কিন্তু ওটা বের করা হয়নি। রাইফেল স্ক্যাবার্ডেই রয়ে গেছে। আলতো হাতে যুবকের শরীর গড়িয়ে দিল স্যাম, চিৎ হলো লাশটা। যুবকের মুখ আরও চিন্তিত করে তুলল ওকে। বাজি ধরে বলতে পারবে এ লোক পশ্চিমে সদ্য এসেছে। আনাড়ি। অন্য সবার মতো রোদপোড়া চামড়া নয়,

চেহারায় কাঠিন্যও আসেনি।

যুবকের কোটের ভিতরে একটা ওয়ালেট পেল ও। উপরে সোনার অক্ষরে *জর্ডান ক্রকেট* নাম লেখা। ভিতরে বেশ কিছু কাগজের সঙ্গে নোট রয়েছে–কয়েক হাজার ডলার হবে।

সহসা ক্ষীণ পদশব্দ কানে এল ওর। লাশের সঙ্গে পাওয়া ওয়ালেট নিজের পকেটে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যাম। পাশ ফিরতে দেখল বনভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে রেড টেরেল।

'মারা গেছে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'চেনো নাকি?'

বিড়ালের মতো সতর্ক ও ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এল টেরেল। সামনে এসে লাশ দেখল কয়েক মুহূর্ত, শেষে শ্রাগ করল। 'নাহ্, জীবনেও দেখিনি একে!' স্যামের দিকে তাকাল সে, শুয়োরের মতো কুঁতকুঁতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ বদলে গেল চাহনি। 'তুমিই ওকে মেরেছ?'

'আমি?' মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল বোধ করল স্যাম। 'আজকের আগে তো একে কখনও দেখিইনি!'

'কুকর্মটা তোমারও হতে পারে,' সন্দিহান সুরে বলল ফোরম্যান। 'আশপাশে দেখবার মতো কেউ ছিল না।'

'তোমার বেলায়ও একই কথা খাটে।'

'কিন্তু আমার অ্যালিবাই আছে,' হঠাৎ হাসল রেড টেরেল। 'যাক্‌গে, কে ওকে খুন করেছে তাতে কী যায়-আসে আমাদের? হয়তো ইন্‌জুনদের কাজ। ওর পকেটে কিছু পেয়েছ?'

'দেখবার সময় পেলাম কই?' সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিল স্যাম। মনে মনে ভাবছে ফোরম্যান কখন এসেছে, কতটা দেখেছে।

ঝুঁকে পড়ল লাল-চুলো টেরেল, দক্ষ হাতে তল্লাশি করল যুবকের লাশ। ট্রাউজারের ডান পকেটে আরেকটা ওয়ালেট

খুঁজে পেল সে, ওটায় কিছু খুচরো পয়সা ছাড়াও নগদ প্রায় ষাট ডলারের মতো রয়েছে।

'কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই,' সিধে হয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্যামকে নির্দেশ দিল সে। 'কেউ জানতে না-চাইলে ওর কথা কাউকে বলবার দরকার নেই। আর···ওয়ালেটটা আপাতত আমার কাছে থাক, ওর আত্মীয়-স্বজনদের কেউ যদি দাবি করে, ফেরত দিয়ে দেব।' নিজের পকেটে সব টাকা ঢোকাল সে। 'ওকে গোর দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ।' দৃষ্টি নামিয়ে লাশের দিকে তাকাল স্যাম। এত সুদর্শন যুবকের কবর হওয়ার মতো জায়গা নয় এটা, কিন্তু কিছু করবার নেই ওর। বুনো পশ্চিমের আনাচে-কানাচে এমন কত অচেনা ও দুর্ভাগা মানুষ শুয়ে আছে!

'আচ্ছা, ওর তো একটা ঘোড়া থাকবার কথা! ঘোড়া ছাড়া নিশ্চয়ই এখানে আসেনি? আমি বরং এই ফাঁকে একটা চক্কর দিই, ঘোড়াটাকে পেয়েও যেতে পারি।'

'কাজটা আমার উপর ছেড়ে দাও,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম। 'তুমি তো টাকা পেয়েছ। ঘোড়াটা না হয় আমার ভাগে থাকুক। তা ছাড়া, এরইমধ্যে ওটাকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

ইতস্তত করল টেরেল, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, মুহূর্তের জন্যে হিংস্র ও রুক্ষ হয়ে উঠল মুখ। নির্বিকার মুখে তাকে দেখছে স্যাম, অপেক্ষায় রয়েছে। অন্তস্তলে টের পাচ্ছে, আগে বা পরে যখনই হোক, একটা শো-ডাউন হতে বাধ্য; সেক্ষেত্রে, যত আগে ঘটবে ব্যাপারটা, ততই স্বস্তিকর হবে ওর জন্যে।

শ্রাগ করল টেরেল, ঘুরে ফিরতি পথ ধরতে গিয়েও ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল। 'ঘোড়াটা কি বিশাল? কালো রঙের?'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল স্যাম। 'তুমি তা হলে ওটাকে

আগেও দেখেছ?'

শক্ত হয়ে গেল ফোরম্যানের চোয়াল। 'ঠিক তা নয়। ক'দিন আগে বড়সড় কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করতে দেখেছি এক লোককে। হয়তো সেই লোকই।' আর না-দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল সে।

যুবকের লাশ কাঁধে তুলে শুকনো একটা ড্রতে নিয়ে এল স্যাম, মাটি চাপিয়ে দিল। 'কবর বলা যাবে না এটাকে, বন্ধু,' মৃদু স্বরে বিড়বিড় করল ও। 'সুযোগ পেলে ফিরে আসব আমি, তখন ভাল করে কবর তৈরি করব।' কাজ শেষে ফিরতি পথে এগোল ও, মৃদু স্বরে যোগ করল: 'এবং ফিরে আসব যখন, *অ্যামিগো*, শান্তিতে ঘুমাতে পারবে তুমি।'

কালো ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল স্যাম, পকেট থেকে চামড়ার ওয়ালেট বের করে খুলল ওটা। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, হাত বের করে আনতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। তাড়া তাড়া নোট! সবক'টা হাজার ডলারের।

দ্রুত গুনল ও। পঞ্চাশটা! নতুন ঝকঝকে নোট। দুটো চিঠি রয়েছে, বাকি যা আছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম চিঠিটা খুলল ও, মেয়েলি হাতের লেখা। ছোট্ট, কিন্তু বক্তব্যপূর্ণ চিঠি।

ফোর্ট ম্যালকে যাচ্ছি আমরা। টাকা নিয়ে চলে এসো ওখানে। ভাল একটা র‍্যাঞ্চের খোঁজ পেয়েছে ড্যান। বাবার মৃত্যুর পর মার্ককে ছাড়া আদৌ এতদূর আসতে পারতাম কি-না জানি না, কিন্তু সবসময়ই আমাকে সাহায্য করেছে ও, উপদেশ দিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দু'জন লোক চাক আর স্ট্যান জোন্স গরুর পাল নিয়ে পশ্চিমে রওনা দিয়েছে। আশা করি

শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে ওরা।

রোয়েনা

ওয়ালেট শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে কালো স্ট্যালিয়নের স্যাডলে চাপল স্যাম। বেশ শান্ত ঘোড়া, কোনরকম ওজর-আপত্তি ছাড়াই স্যামকে মেনে নিল। প্রথমে নিজের ঘোড়ার কাছে এল, তারপর রোয়ানকে লীড করে ক্যাম্পে পৌঁছল ও।

অসন্তুষ্ট চাহনিতে ওকে দেখল রেড টেরেল। স্ট্যালিয়নের উপর চোখ পড়তে যুগপৎ লোভ আর ঈর্ষা ফুটে উঠল চোখের তারায়। রান্নার কাজ থামিয়ে কূকও উঠে দাঁড়িয়েছে, কিছুটা সরু হয়ে গেল তার চোখ, কিন্তু মুখ নির্বিকার থাকল। গরুর পাল খেদিয়ে ট্রেইলে জড়ো করতে ব্যস্ত এমেট পেকার।

স্যাডলে চেপে এমেটের সঙ্গে যোগ দিল রেড, এদিকে নাস্তার পাট চুকাতে বসে পড়ল স্যাম। দু'বার খাওয়া থামিয়ে কূকের দিকে তাকাল ও। 'একটা কথা বলো তো,' নিচু স্বরে জানতে চাইল। 'গুলির শব্দ শুনে যখন ঘুম ভাঙল তোমার, রেডকে ঠিক কোথায় দেখেছ?'

'রেডকে?' বিশাল হাত দুটো কোমরে রেখে পাল্টা জানতে চাইল কূক। 'উঁহুঁ, ওকে তো দেখতেই পাইনি। ক্যাম্পে ছিল না সে···আমি অন্তত দেখিনি। সেকেণ্ড কয়েক পর চারপাশে তাকিয়ে বনের কিনারায় দেখি ওকে। হয়তো প্রথম থেকে ওখানে ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় পরেই এসেছে।'

পাহাড়ের দিকে ইশারা করল স্যাম। 'ওখানে গিয়ে এক লোকের লাশ পেয়েছি। সম্ভবত গাছের আড়াল থেকে আমাদের উপর নজর রাখছিল সে। ভদ্রগোছের লোক। গরুচোর নয়।'

'তোমার ধারণা কেউ গরু চুরি করছে?' সতর্ক সুরে জানতে চাইল কূক, ক্যাম্পের মালপত্র ছুঁড়ে দিল ওয়্যাগনের মেঝেতে।

'তোমার কী মনে হয়?'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হবে?'

'আমার ধারণাটা শুনবে? মুখে যাই বলুক, লাভের বখরা কাউকে দেয়ার ইচ্ছে ওদের আছে বলে মনে হয় না। অনেক ব্যাপারেই আমরা কিছু জানি না।'

'ঠিকই বলেছ,' ওয়্যাগনে উঠে পড়ল কূক।

শূন্য কফির কাপ ওয়্যাগনের পাটাতনে রাখল স্যাম।

'চোখ-কান খোলা রেখো, বাছা,' মৃদু স্বরে পরামর্শ দিল টেকো বেন ডেগনার। 'আমিও তাই করব।'

'সবসময় একটা অস্ত্র হাতের কাছে রাখা আরও বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' সহাস্যে একমত হলো স্যাম।

কালো স্ট্যালিয়নকে ওয়্যাগনের সঙ্গে বেঁধে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল ও। গরুর পালের পিছু নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে এগোল ওয়্যাগন। রোয়ানে চেপে অনুসরণ করল স্যাম, মনে দুশ্চিন্তা।

ওয়ালেটে পাওয়া চিঠির কথা মনে পড়ল ওর। দু'জন বিশ্বস্ত লোকের কথা বলা হয়েছে। চাক আর স্ট্যান জোন্স। স্প্রেডের প্রতি বিশ্বস্ত বা অন্তঃপ্রাণ লোক কখনোই গরুর পাল ফেলে চলে যায় না। মন্টানা দূরে থাক, কোথাও যাওয়ার কথা নয় চাক বা জোন্সের। সেক্ষেত্রে, কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে? এখন কোথায় আছে ওরা?

তোয়ানা রেঞ্জের একটা পাসের দিকে মোড় নিল ট্রেইল। ধীর গতিতে এগোচ্ছে গরুর পাল, পাইলট ক্রীকের সতেজ ঘাস ছেড়ে যেতে নারাজ। প্রায় খেদিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওগুলোকে। ক্রীকে তেষ্টা মেটাচ্ছে দুটো বলদ, কয়েকবার ওগুলোকে পালের সঙ্গে জড়ো করেছে ওরা, কিন্তু সুযোগ পেলেই সরে পড়ছে।

দুপুরের পর স্যামের পাশে চলে এল এমেট পেকার। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকশো ফুট দূরে আগুয়ান ফোরম্যানের দিকে তাকাল। 'দারুণ ঘোড়া এনেছ,' মন্তব্য করল তরুণ কাউহ্যাণ্ড। 'ধরে নিচ্ছি ঘোড়ার আসল মালিক বেঁচে নেই?'

'হ্যাঁ। নিজ হাতে কবর দিয়েছি ওকে। দূর থেকে রাইফেলের এক গুলিতে কাজ সেরেছে খুনি। কোন সুযোগই পায়নি বেচারা।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে,' অনেকক্ষণ পর বলল এমেট। 'অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারিনি। আমি আর বেন যখন পাইলট ক্রীকে পৌঁছাই, দূরে অস্পষ্ট কী যেন চোখে পড়ল। উত্তরে, মণ্টানা ট্রেইলে কয়েকটা শকুনকে চক্কর কাটতে দেখলাম। সম্ভবত মরা কোন পশু পড়ে ছিল ট্রেইলে।'

'কিংবা মরা কোন মানুষ,' গম্ভীর স্বরে সম্ভাবনা বাতলে দিল স্যাম। 'হয়তো এ গরুগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক বা প্রতিবাদ করেছিল তারা।'

'হয়তো,' একমত হলো তরুণ। 'ঠিকই বলেছ তুমি। কিংবা কোন ক্রু, যাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না বসের। জানোই তো, এমন দীর্ঘ ট্রেইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে কোন পাঞ্চার যদি ফিরে না-আসে, কেউ অবাক হয় না বা প্রশ্ন তোলে না। শত মাইল ড্রাইভ করবার পর বেশিরভাগ হ্যাণ্ড পুরানো আউটফিট ছেড়ে চলে যায়। কেউ ভাগ্য বদলাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়, দক্ষিণে কলোরাডো এলাকায় চলে যায় কেউ। আমি এমনও লোক দেখেছি যে ড্রাইভ শেষে স্রেফ ভবঘুরে বনে যায়।'

ধীর গতিতে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে গরুর পাল।' রাতটা

ফ্লোয়ার লেকে কাটিয়েছে ওরা। পাহাড়ি ঝর্নার পাশে এক চিলতে তৃণভূমি রয়েছে। সকালে ঢালু চড়াই ধরে ক্রমশ উপরে উঠতে শুরু করল। পেকোপ পর্বতশ্রেণীর লাগোয়া পাহাড়ি ঢালে মেহগনি, জুনিপার আর পাইনের বিক্ষিপ্ত বন পেরিয়ে এগিয়ে চলল। হ্যাটের ব্রিম প্রায় চোখের উপর নামিয়ে দিয়েছে স্যাম রেডলিন, ধূসর চোখজোড়া সারাক্ষণ ব্যস্ত–ট্রেইলের আশপাশে প্রতিটি আড়াল খুঁটিয়ে দেখছে, একইসঙ্গে নজর রেখেছে পালের উপর, কোন গরু দলছুট হয়ে পড়লে খেদিয়ে পালে ঢোকাচ্ছে। ক্লান্ত ও, কিন্তু ক্লান্তির চেয়ে মুখে গাম্ভীর্যের ছাপই বেশি চোখে পড়ছে।

পালের একেবারে সামনে রয়েছে রেড টেরেল, এমনকী মিনিট খানেকের জন্যেও অন্য কোথাও যাচ্ছে না। গাট্টাগোট্টা, কর্কশ চেহারার ফোরম্যান বেশ সতর্ক। একবার, দূরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা মাত্র ট্রেইল ছেড়ে দক্ষিণের খোলা প্রান্তর ধরে গরুর পালকে পরিচালনা করল সে, এড়িয়ে গেল আগুয়ান রাইডারদের।

পেকোপের পশ্চিম অংশে সেজ ঝোপে ভরা এক উপত্যকা পেরিয়ে, দূরের নীলচে বেগুনী পাহাড়ের দিকে এগোল গরুর পাল, শেষে হামবোল্ড রেঞ্জে পৌঁছল। স্নো ওঅটর লেকের ধারে রাতের জন্যে থামল ওরা।

ঘোড়া ছুটিয়ে পালের শেষ দিকে চলে এল রেড টেরেল। 'এখানে থামব আমরা,' জানাল সে। 'পর্যাপ্ত ঘাস-পানি আছে, বিশ্রামের ফাঁকে যত ইচ্ছে খেয়ে নিক ওরা। বেশি খাটিয়ে ওদের স্বাস্থ্য খারাপ করতে চাই না।'

'ম্যালক জায়গাটা কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল স্যাম।

ঝটিতি ওর দিকে ফিরল রেড টেরেল, স্যামের চোখে চোখ রাখল। 'এ-ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ম্যালকের ধারে-কাছেও

যাচ্ছি না আমরা।' স্যামকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল নিজের পথে।

পিছনে, চিন্তিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল স্যাম। ওর পকেটে রাখা চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানে না ফোরম্যান, জানবার কথাও নয় তার। কিন্তু মাত্র দুটো বাক্যে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে সে।

গরুর পাল ফোর্ট ম্যালকে পৌঁছানোর অপেক্ষায় রয়েছে রোয়েনা নামে একটা মেয়ে। সম্ভবত মেয়েটির সঙ্গে রয়েছে মার্ক মিশেল। হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী বন্ধু হিসাবে, অথচ গোপনে সে-ই মেয়েটির গরু চুরি করেছে!

স্যামের পকেটে আরও একটা জিনিস আছে–এই এলাকার ম্যাপ। রওনা দেয়ার আগে এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। ওটায় ফোর্ট ম্যালকের অবস্থান দেখেছে। হামবোল্ড মাউন্টেন থেকে বড়জোর দশ মাইল দূরে। বেশিদিন হয়নি তৈরি হয়েছে ফোর্টটা।

আচমকা ত্বরিত সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও।

ঘোড়া ঘুরিয়ে চাক ওয়্যাগনের কাছে চলে এল স্যাম, দেখল জোয়াল থেকে ঘোড়াগুলোকে মুক্তি দিচ্ছে কূক বেন ডেগনার। প্রায় সবক'টা গরু ক্রীকের কিনারে চলে গেছে তেষ্টা মেটানোর জন্যে, কাছাকাছি স্যাডলে বসে সিগারেট রোল করছে এমেট পেকার।

'বেন, কিছুক্ষণের জন্যে থাকছি না আমি,' ওয়্যাগনের পাশে ঘোড়া থামিয়ে বলল ও। 'একটা আইডিয়া এল মাথায়। সতর্ক থেকো। আমার ধারণা ব্যাপারটা এখানেই ঘটবে!'

মাথা ঝাঁকাল কূক। 'তুমিও যাচ্ছ নাকি? রেড বলল ফিরতে নাকি দু'একদিন দেরি হবে ওর···কাল রাতে বা পরদিন ফিরবে। ও ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকবার নির্দেশ দিয়ে

গেল। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ফোর্ট ম্যালকে। স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

সন্ধ্যার পরপরই ম্যালকে পৌঁছল স্যাম রেডলিন। ফোর্টের ঠিক বাইরে সাধারণ নাগরিকদের আবাসিক এলাকা। শহর না-বলে বরং ফোর্টের অংশ বলা উচিত। ধূলিময় রাস্তার দু'পাশে বড়জোর এক ডজন বাড়ি আর শ্যাক।

স্যালুনের সামনে স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে স্ট্যালিয়নের লাগাম বাঁধল ও। বোর্ডওঅকে পা রেখেছে, এসময় ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সুঠামদেহী এক যুবক।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, যেন পিছন থেকে চেপে ধরেছে কেউ। নড়া দূরে থাক, সামান্য চোখের পলকও পড়ছে না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালো স্ট্যালিয়নের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর, ধীরে ধীরে স্যামের দিকে ফিরল সে, মুখ শক্ত হয়ে গেছে। 'ওটা তোমার ঘোড়া, পার্ডনার?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল যুবক।

স্যাম অনুভব করল কোথাও একটা ঘাপলা আছে। পেটে এক ধরনের শীতল অস্বস্তি টের পাচ্ছে। লোকটার শান্ত কণ্ঠে কী এক প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জের সুর রয়েছে। সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করল ও। এ-লোক বিপজ্জনক মানুষ। 'ওটায় চড়ে এসেছি,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম।

'পেলে কোথায় ঘোড়াটা?' জানতে চাইল আগন্তুক, এক পা পাশে সরে গেছে।

'উত্তর দেয়ার আগে,' যথাসম্ভব শান্ত ও মার্জিত স্বরে বলল স্যাম। 'দয়া করে তোমার পরিচয় আর জিজ্ঞাসার কারণটা বলবে আমাকে?'

কঠিন হয়ে গেল যুবকের চাহনি। কালো চোখের গভীরে চ্যালেঞ্জ ফুটল। 'আমার নাম ড্যান বেণ্ডার,' নির্লিপ্ত সুরে বলল সে। 'যদ্দূর জানি ওই ঘোড়ার মালিক হচ্ছে আমার এক বন্ধু।'

'তুমিই তা হলে ড্যান,' স্বস্তির সুরে বলল স্যাম। 'মার্ক মিশেল নামে কাউকে চেনো?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল ড্যান বেণ্ডারের মুখ। 'চিনি। তুমি ওর বন্ধু?'

'না,' চিন্তিত স্বরে বলল স্যাম। 'বলতে পারবে কোথায় গেলে রোয়েনা ক্রকেটকে পাব?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে। ওখানেই বলব সবকিছু।'

ড্যানকে অনুসরণ করে এগোল স্যাম, কালো স্ট্যালিয়নকে হাঁটিয়ে এগোচ্ছে। ওর পাশে হাঁটছে যুবক, নিজের বাম পাশ রেখেছে স্যামের দিকে, যাতে প্রয়োজনে ঘুরেই ড্র করতে পারে। দারুণ সতর্ক মানুষ, আনমনে ভাবল স্যাম। ওকে বিশ্বাস করছে না। অবশ্য বিশ্বাস করবার কথাও নয়।

যুবকের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল স্যাম। 'তুমি দেখছি খুব সতর্ক মানুষ, ড্যান। তবে আমরা একই পক্ষে আছি।'

সামান্য ভাবান্তরও দেখা গেল না যুবকের মুখে। 'একই পক্ষের কি-না সেটা পরে বিবেচনা করব, আগে শুনি কোথায় বা কীভাবে পেয়েছ ঘোড়াটা।'

ছোট্ট হোটেলের হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ড্যান বেণ্ডারকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকল স্যাম। পিছনে পার্লারে চলে এল। ছোট আরামদায়ক কামরা পর্যাপ্ত আসবাবে পূর্ণ। ডিভানে একটা মেয়ে বসে আছে, ওদেরকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়াল স্যাম, মুখ ব্যাদান হয়ে গেছে। সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছে, অন্তত একে আশা করেনি। বেশ লম্বা মেয়েটা, ছিপছিপে দেহ। সুন্দরী। টানটান, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। শান্ত, মিষ্টি একটা মুখ। নীল চোখ। ঘাড়ের উপর লুটাচ্ছে ঘন

কালো চুল। আনুমানিক বিশ হবে বয়স।

'এ-লোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, ম্যা'ম,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল ড্যান। 'জর্ডানের ঘোড়ায় চড়ে শহরে এসেছে ও।'

ততক্ষণে স্যাম জেনে গেছে প্রায় দুই বছর ধরে ক্রকেটদের টাম্বলিং-সি র‍্যাঞ্চের সেগুণ্ডো হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে ড্যান বেণ্ডার।

'ম্যা'ম, সম্ভবত একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম।

'ওহ্, জর্ডানের খারাপ কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই!' শঙ্কিত স্বরে বলল মেয়েটি। দ্রুত এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কী হয়েছে ওর? দয়া করে বলো আমাকে!'

খানিক ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যামের মুখ। 'ও...ওকে খুন করা হয়েছে, ম্যা'ম! অ্যাম্বুশ।'

সাদা কাগজের মতো রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোয়েনা ক্রকেটের মুখ। এক পা পিছিয়ে গেল, চোখ বিস্ফারিত। দ্রুত পা ফেলে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল ড্যান।

'ম্যা'ম, শান্ত হও,' অনুরোধ করল সে, তারপর কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'এই লোকটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয়তো ওকে খুনই করতে হবে!'

ড্যান বেণ্ডারের নিচু স্বরের বিপজ্জনক হুমকি গ্রাহ্য করল না স্যাম। দ্রুত, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। তবে পালের ব্যাপারে তেমন কিছু বলল না, শুধু ক্রুদের নাম জানাল।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ড্যান। 'সাদা-মুখো চারশো গরুর পাল? রেড টেরেল ওটার সঙ্গে আছে? কিন্তু অন্যরা কারা?'

'বেন ডেগনার আর এমেট পেকার। ভালমানুষ। এমেটের

কাছে শুনেছি আগের দু'জন ক্রু নাকি কাজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ড্যান। 'কেউ একজন মিথ্যা কথা বলছে, ম্যা'ম!'

'তুমি বরং মার্ককে খুঁজে বের করো,' গম্ভীর স্বরে বলল রোয়েনা ক্রকেট। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো ওকে। যে-কোন ব্যাপারে চট করে সমাধান বের করে ফেলতে পারে ও।'

মাথা নাড়ল স্যাম। 'তুমি যদি মার্ক মিশেলের কথা বলে থাকো, ম্যা'ম, তা হলে ওকে না-ডাকলেই ভাল করবে। ও আসলে বেঈমান। গরুর পাল নিজেই মেরে দেয়ার তালে আছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রোয়েনার শরীর, জ্বলে উঠল চোখজোড়া।

'কী বলছ তুমি নিজেও জানো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেয়েটি। 'এত সাহায্য করেছে ও! ড্যান ছাড়া ও-ই আমাদের একমাত্র বন্ধু। শোনো, মিস্টার, মার্ক নয়, বরং তুমিই জর্ডানের ঘোড়ায় চড়ে এসেছ এখানে!'

'সেটা ঠিক, কিন্তু...' আচমকা দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে থেমে গেল স্যাম।

কামরায় পা রাখল মার্ক মিশেল, তার পিঠের সঙ্গে লেগে আছে কর্কশ চেহারার দু'জন লোক।

'রোয়েনা!' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'বাইরে জর্ডানের ঘোড়া দেখলাম!' এবার স্যামকে দেখতে পেল সে, সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের উপর চেপে বসল তার ঠোঁটজোড়া। 'রোয়েনা, এই চান্দুটা আবার কে?'

'চিনতে পারছ না আমাকে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল স্যাম। 'পাইলট ক্রীকে এক টেক্সান রাইডারকে ভাড়া করেছিলে তুমি, আমি সেই লোক। মনে পড়ছে? অন্যদের মতো একই

শর্তে আমার কাজ করবার কথা, এরকম নির্দেশই তুমি দিয়েছ রেড টেরেলকে।'

'মাথা খারাপ! আজকের আগে জীবনেও তোমাকে দেখিনি! আর রেড টেরেলের কথা কী বলব! ও তো জঘন্য আউটল, রাসলার! ওর সঙ্গে আমার আবার কীসের সম্পর্ক?'

'আমি যদি তোমাকে না-ই দেখে থাকি,' শান্ত স্বরে তর্ক করল স্যাম। 'তা হলে কীভাবে জানি তোমার পিস্তলের বাঁটে লং হর্নের মার্কা আছে? আরও জানি তুমি একটা বে ঘোড়ায় রাইড করো, ওটার তিনটা পা সাদা।'

গানবেল্টে আঙুল বাঁধিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান বেণ্ডার। 'তোমার পিস্তলে লং হর্নের মার্কা আমিও দেখেছি, মিশেল। আর ঘোড়ার ব্যাপারে এক রত্তিও মিথ্যে বলেনি রেডলিন।'

'ও আসলে ডাহা মিথ্যুক!' গর্জে উঠল মার্ক মিশেল, শরীর টানটান হয়ে গেছে। 'আজকের আগে কখনও দেখিনি ওকে!'

'আমাকে মিথ্যুক বলছ! বেশ, না-হয় পরেই ফয়সালা করব তোমার সঙ্গে,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'তার আগে বলো, চাক আর স্ট্যান জোন্সের কী হয়েছে!'

মিশেলের দিকে চলে গেল সবার দৃষ্টি। এদিকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার মুখ। 'মণ্টানায় ফিরে গেছে ওরা!' সামান্য ইতস্তত করবার পর বলল সে।

'ওরা এখানে আসছিল, মার্ক,' অধৈর্য স্বরে বলল রোয়েনা ক্রকেট। 'তুমি জানো আমার হয়ে বহু বছর কাজ করেছে ওরা। হঠাৎ এভাবে কোন কিছু না-জানিয়ে চলে যাবে? উঁহুঁ, বিশ্বাস করি না আমি!'

আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল, কঠিন হয়ে গেছে চাহনি। 'আমাকে বিশ্বাস করছ না যখন, বেশ, আপাতত এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না। তোমার মাথা ঠাণ্ডা হোক, সকালে

ফের আলাপ করব!' আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, সঙ্গে আসা লোক দুটো অনুসরণ করল।

'ম্যা'ম, আমার বোধহয় গরুর পালের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত,' রোয়েনা ক্রকেটের মনোযোগ আকর্ষণ করল স্যাম। 'গরুর পাল চুরি করবার চেষ্টা করবে মিশেল। আমার তো মনে হয়, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন সময়ের আগেই দখল নেবে সে!' পকেটে রাখা ওয়ালেট বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল ও। 'নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও আগেই দিইনি। আমি চেয়েছিলাম ভুল লোকের হাতে যেন ওটা তুলে না দিই।'

কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল মেয়েটির চোখে। বেদনায় নীল হয়ে গেছে মুখ। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওয়ালেটে রাখা কড়কড়ে নোটগুলো দেখল, তারপর অশ্রুসজল চোখে স্যামকে দেখল। অস্ফুট স্বরে বলল: 'অযথাই তোমাকে অবিশ্বাস করেছি আমরা!'

'সেটাই স্বাভাবিক ছিল, ম্যা'ম,' বিব্রত স্বরে বলল স্যাম। 'গুনে দেখো। পুরো পঞ্চাশ হাজারই আছে।'

'গুনবার দরকার নেই!'

'আমি তা হলে যাই।'

'আমিও যাব,' ঘোষণা করল ড্যান বেণ্ডার, হাত বাড়িয়ে দিল স্যামের উদ্দেশে। 'তোমাকে স্যালুট, বন্ধু! পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েও যে-লোক লোভ সামলাতে পারে, বিশেষ করে যেখানে দাবি করবার জন্যে কেউ ছিল না, সে অবশ্যই বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্য হয়!'

সিক্রেট পাসের কাছাকাছি পাহাড়ি ঢালে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে অন্ধকার নামছে চরাচরে। ঢেউ খেলানো প্রান্তরে আড়াআড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে স্নো ওঅটরের উদ্দেশে এগোল ওরা। ক্যাম্প থেকে আধ-মাইল দূরে রয়েছে, এসময় রাইফেলের টানা

গর্জন কানে এল।

স্পার দাবাল স্যাম, সেজ ঝোপের পাশ কাটিয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ক্যাম্পের দিকে। সামনে, আবারও গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ওটার সঙ্গে সুর মেলাল আরও দুটো।

ওয়্যাগন দেখে স্ট্যালিয়নের গতি কমাল, ফ্যাকাসে আলোয় হঠাৎ কূকের টাক মাথা দেখতে পেল স্যাম, একই মুহূর্তে রাইফেলে আলোর ঝিলিকও চোখে পড়ল। ওর ঠিক পিছনে রয়েছে ড্যান বেণ্ডার।

'বেন, গুলি কোরো না!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আমি, স্যাম!'

ওয়্যাগনের পাশে উঁচু হলো কূক।

কাছে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল স্যাম। 'কী হয়েছে?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল কূক। 'তুমি যাওয়ার পর একটু চিন্তা-ভাবনা করলাম আমরা। হিসাব মিলিয়ে নিলাম আর কী! অন্ধকার নামবার পর আগুনের পাশে বেডরোল বিছিয়ে জিনিসপত্র আর গাছের পাতা মিলিয়ে দুটো ডামি তৈরি করলাম, দেখে যাতে মনে হয় ঘুমাচ্ছে দু'জন লোক। তারপর ঝোপের পিছনে এসে অপেক্ষায় থাকলাম। মিনিট কয়েক আগে কয়েকজন লোক এল, সমানে গুলি করে ডামি দুটো ফুটো করে ফেলল। একজন এগিয়ে গেল পরখ করবার জন্যে, তো, বাগে পেয়ে ব্যাটাকে ঝেড়ে ফেলেছি।'

হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'এই, বেন! হয়েছে কী? কে এসেছিল? আমাকে দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল কয়েকজন! কারা এরা? ঝটপট তৈরি হও। বস্ আসছে।'

রেড টেরেলের কণ্ঠ। ফোরম্যান যতই শান্ত বা অনুত্তেজিত স্বরে কথা বলুক, চিড়ে ভিজল না। ওয়্যাগনের গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল স্যাম। 'তুমি বরং উধাও হয়ে যাও, ড্যান,' নিচু

স্বরে বলল ও। 'আমাদের আসতে দেখেনি ওরা। সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। বেন, ওদের আসতে বলো। সতর্ক থেকো।'

স্যামরা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক থেকে মৃদু একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমিও আছি। নিজের চোখে সবকিছু দেখতে চাই।'

রোয়েনা ক্রকেট! ওদের অনুসরণ করে শহর থেকে চলে এসেছে মেয়েটা। বরং এই ভাল হলো বোধহয়, আনমনে ভাবল বিস্মিত স্যাম, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি বা সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

'চলো এসো, রেড,' জবাব দিল টেকো কূক। 'আস্তে-ধীরে এসো কিন্তু। ব্যাটাদের দু'একজন ধারে-কাছে থাকতে পারে। ভুল করে তোমাদের কাউকে গুলি করতে চাই না।'

ধীর পায়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল গাট্টাগোট্টা রেড টেরেল। অনুজ্জ্বল আলোয় বিশাল দেহটা প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। তার ঠিক পিছনেই মার্ক মিশেল।

'খুশি হলাম, বেন। ভয় পাচ্ছিলাম গোলাগুলির পর হয়তো পালিয়ে গেছ তোমরা,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল ফোরম্যান। 'এখনই গরুর পাল নিয়ে যাত্রা করব আমরা।'

'এখনই? কোথায় যাব?'

'হামবোল্ডে চেনা একটা জায়গা আছে আমার,' বাতলে দিল মিশেল। 'চোরদের নাকের ডগায় এভাবে গরুর পাল রাখা যাবে না।' চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। 'গুলি করছিল কে?'

'আমরাও তো একই কথা ভাবছি,' গানবেল্টে স্থির হয়ে আছে এমেট পেকারের হাত। পালাক্রমে বস্ আর ফোরম্যানকে দেখছে। 'ভাগ্যিস, ফুটো করে দেয়নি আমাদের! মোক্ষম সময় বেছে নিয়েছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়িনি বলে রক্ষা।'

ওয়্যাগনের নীচে মাথা নিচু করে বসে আছে স্যাম রেডলিন। কী ঘটতে যাচ্ছে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না ওর। দেখতেও পাচ্ছে। ইচ্ছে করে কয়েক কদম বামে সরে গেছে রেড টেরেল। কূক ও তরুণ ক্রুকে ক্রসফায়ারে ফেলে দেবে।

ওয়্যাগনের নীচ থেকে সন্তর্পণে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল স্যাম, সিধে হলো; পদশব্দ শুনে টের পেল ড্যান বেণ্ডারও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

আরও এক পা এগিয়ে আগুনের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করল ও, নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করল। শান্ত স্বরে বলল: 'পিছিয়ে যাও, মিশেল। পালের ব্যাপারে তোমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

'আমিও আছি ওর সঙ্গে,' মনে করিয়ে দিল ড্যান বেণ্ডার। 'পালের দায়িত্ব এখন আমাদের।'

'তুমি আসলে আস্ত বেকুব, মিশেল,' হঠাৎ বলল স্যাম। 'জর্ডান ক্রকেটের পকেটে থাকা টাকার কথা একবারও জিজ্ঞেস করোনি রেডকে। টাকাটা কোথায় রেখেছে ও?'

জ্বলে উঠল মিশেলের চোখ। 'রেড, ওই পঞ্চাশ হাজার পেয়েছ না?'

'পঞ্চাশ হাজার?' নির্জলা বিস্ময় প্রকাশ পেল ফোরম্যানের কণ্ঠে। 'বস্! খোদার কসম! ওই টাকার ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি! মাত্র ষাট ডলার পেয়েছি। যীশুর দোহাই, মিথ্যে বলছি না!' হঠাৎ ক্রোধ আর বিদ্বেষ উথলে উঠল তার কুঁতকুঁতে চোখে। 'ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, বস্, টাকাটা রেডলিনই হাতিয়েছে! আমার আগেই জর্ডানের লাশের কাছে গেছিল সে। খুঁজে দেখো, ওর পকেটেই পাবে!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল মার্ক মিশেল। 'তা হলে হেরে যাইনি আমরা! চলে এসো, বয়েজ!'

পদশব্দ শোনা গেল, সেকেণ্ড কয়েক পর আরও চারজন এসে দাঁড়াল আলোর বৃত্তের মধ্যে। একজন কয়েকটা শুকনো ডাল ছুঁড়ে ফেলল আগুনে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগুন, আলোর বৃত্তের পরিধি বেড়ে গেল।

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি, মিশেল?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল স্যাম রেডলিন। 'পুরো পরিকল্পনাই তোমার, তাই না?'

'তা আর বলতে!' অহঙ্কারী স্বরে স্বীকার করল মিশেল। 'বুদ্ধিটা কেমন? চোস্ত, তাই না? বহুদিন ধরে কামাচ্ছি। বুড়ো ক্রকেট ছিল পুবের মানুষ, ব্যাটা বুঝবে কী করে আমরাই ফায়দা লুটছি? তবে কথায় আছে না চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন? একদিন সত্যি সত্যি ধরা পড়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে খুন করে ফেললাম বুড়োকে। নিষ্কণ্টক হয়ে গেল আমাদের পথ। তারপর, বুঝতেই পারছ রোয়েনার ঘাড়ে চেপে বসলাম। ওরা, পুরো পরিবারই বোকার হদ্দ। পশ্চিমের কিছু বোঝে না, অথচ এখানেই সর্বস্ব লগ্নি করেছে।'

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'তোমরা চারজন ওয়্যাগনের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। এখানে যা কিছু ঘটবে, কেউ নাক গলাবে না। আমার হাতে ডাবল ব্যারেল শটগান আছে, কেউ যদি একটা আঙুলও নাড়ো, স্রেফ ফুটো করে ফেলব!'

একটু পাশে, ওয়্যাগনের ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে রোয়েনা ক্রকেট। টানটান, ঋজু ভঙ্গি; আত্মবিশ্বাস ও জেদ ঠিকরে পড়ছে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। সত্যিকার সাহসী নারীর প্রতিকৃতি। হাতের শটগান এক চুলও নড়ছে না। ওটা নেড়ে চারজনকে তাড়া দিল মেয়েটি।

'তোমার সঙ্গে আমিও আছি, ম্যা'ম,' শান্ত স্বরে ঘোষণা

করল এমেট পেকার। 'একটা সিক্সগান রয়েছে আমার হাতে!'

'কেমন খেল্, বস্?' আমুদে স্বরে জানতে চাইল কূক বেন ডেগনার। "এবার জমবে মজা! মিশেল, জানো কার সঙ্গে কথা বলছ? ও হচ্ছে স্যাম রেডলিন। মাথা খাটাও, কয়েক বছর আগের ঘটনা মনে করো। আগে কখনও নামটা শুনেছ?'

ভুরু কোঁচকাল মার্ক মিশেল।

'স্যাম, ল্যারি হোয়াইট নামে তোমার এক দোস্ত ছিল না? একটা কথা জেনে নাও আমার কাছ থেকে, মার্ক মিশেলের আসল নাম হচ্ছে আইক মিশেল ডিজার।'

'আইক ডিজার!' পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল স্যাম রেডলিনের মুখ। 'ড্যান,' হঠাৎ দারুণ শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে ডাকল ও। 'একটা ফেভার চাইছি তোমার কাছে। ওরা দু'জনই আমার!'

মার্ক মিশেলই তৎপর হলো আগে। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। ল্যারি হোয়াইটের নাম শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। জীবনের শেষ ভুলটা করল সে, কাঁপা হাতে, উত্তেজনা বশে তখনই হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

ভোজবাজির মতো স্যামের হাতে পিস্তল উঠে এল, পরক্ষণে কমলা আগুন উগরে দিল। বুকে গুলির ধাক্কায় টলে উঠল মার্ক মিশেল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটির উপর। আরেকটা গুলি এবার তার মুখ তুবড়ে দিল, গলায় বিঁধল পরেরটা।

রেড টেরেলকে গ্রাহ্যই করছে না স্যাম, ঠাণ্ডা মাথায় বন্ধুর খুনির শরীরে আরও দুটো বুলেট পাঠাল। তারপর একটু পাশ ফিরল ও, পিস্তলের নিশানা স্থির হলো ভুয়া ফোরম্যানের বুক বরাবর।

ফ্যাকাসে মুখে, পিস্তল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেড

টেরেল, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে কোটর থেকে। 'বেজন্মা বেঈমান! কয়োট!' চিৎকার করে গাল বকল সে।

একইসঙ্গে আগুন ওগরাল দু'জনের পিস্তল।

দুলে উঠল টেরেলের পা জোড়া, এদিকে এক পা আগে বাড়ল স্যাম রেডলিন। দূরের টার্গেটে গুলি করবে যেন, সযত্নে ঠাণ্ডা মাথায় পরের গুলি করল। ফের আগে বাড়ল ও, মাটিতে পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ওর দ্বিতীয় পিস্তল। ভারী গুলির ধাক্কায় টলে উঠল টেরেলের গাট্টাগোট্টা দেহ, তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

সারা মুখ রক্তে সয়লাব। চোখের নীচে গভীর গর্ত তৈরি করেছে একটা বুলেট। গড়গড় করে রক্ত বেরোচ্ছে ওটা দিয়ে। কিন্তু এখনও মরেনি সে। মরিয়া চেষ্টায় পিস্তল তুলে আবারও গুলি করল। স্যামের শরীরে বিদ্ধ হলো গুলিটা, দুলে উঠল ও।

দু'পায়ে মাটির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল স্যাম, নেহাত মনের জোর টিকিয়ে রেখেছে ওকে, পিস্তলের নল নিচু করে ফের ট্রিগার টিপল। রেডের কপালে বিঁধল গুলিটা। ধূলিময় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল মুখটা, শরীরে খিঁচুনির সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্সবশত শেষ গুলিটা বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে।

টলমল পায়ে এগোল স্যাম, নিচু হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া হ্যাট তুলে নিল। 'ওর মতো শয়তানের অন্তত এক ডজন গুলির গর্ত শরীরে নিয়ে মরা উচিত,' বিড়বিড় করে বিষোদ্‌গার করল ও। 'অথচ মাত্র তিনটা পেয়েছে!'

দৌড়ে ওর পাশে চলে এল রোয়েনা ক্রকেট। 'ওকে ধরো, ড্যান!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, কিন্তু নিজেই আঁকড়ে ধরল স্যামের বাহু, শঙ্কিত যে-কোন সময়ে পড়ে যাবে স্যাম।

মেয়েটির দিকে ফিরল স্যাম, পরমুহূর্তে অন্ধকার নেমে এল ওর পৃথিবীতে।

ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, তখন সকাল। ওর পাশে বসে আছে রোয়েনা, নীল চোখজোড়ায় দুনিয়ার উদ্বেগ ও শঙ্কা। ঠাণ্ডা এক টুকরো কাপড় স্যামের কপালে বিছিয়ে দিল মেয়েটি, আরেক টুকরো দিয়ে ওর সারা মুখ মুছে দিল পরম যত্নে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, একটুও নড়বে না!' দৃঢ় স্বরে নির্দেশ দিল রোয়েনা। 'প্রচুর রক্ত হারিয়েছ।'

'বেশ, তুমি যেমন বলেছ, ম্যা'ম,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল স্যাম, চেষ্টাকৃত স্মিত হাসি ফুটল মুখে। 'একটুও নড়ব না।'

টেকো বেন ডেগনার ভুরু কোঁচকাল প্রথমে, তারপর মেকী বিতৃষ্ণার সঙ্গে নাক সিটকাল। 'দেখো অবস্থা!' বিস্ফোরিত হলো সে। 'ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সাতটা বুলেট নিয়েছে শরীরে, অথচ সে-ই কি-না একটা মেয়ের সামনে এভাবে ভেড়া বনে গেল!'

শত্রু

রাশ টেনে স্ট্রবেরি রোয়ানকে দাঁড় করাল স্যাম রেডলিন, পাশ ফিরে গরুর পালের দিকে তাকাল। তীব্র রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তায় নোনা ঘাম জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে চোখে। ব্যাণ্ডানা তুলে কোনা দিয়ে চোখ মুছল ও। দুটো বেয়াড়া বলদকে দলে ফিরিয়ে আনতে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে ড্যান বেণ্ডার। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ঢাল ধরে উঠে আসছে এমেট পেকার, স্যামের সঙ্গে মিলিত হবে ঢালের উপর।

অভিজ্ঞ চোখে পুরো পালের উপর দৃষ্টি চালাল স্যাম। কোথাও তেমন বিশৃঙ্খলা নেই। মোটামুটি শান্ত আছে গরুর পাল। কড়া রোদ, পানির তেষ্টা আর ধুলোর অত্যাচারে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়ার দশা গরুগুলোর।

আশার কথা, পথ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা।

স্যামের পাশে পৌঁছে গেল এমেট পেকার। 'ডোরাকাটা বুড়ো বলদটার কথা মনে আছে, স্যাম? এটা ওর এলাকা, অথচ এখন পর্যন্ত ব্যাটার টিকিটিও দেখতে পাইনি।'

'অমন বেয়াড়া বলদের কথা ভুলতে পারে কেউ? কে জানে, হয়তো কোন ক্যানিয়নে লুকিয়ে আছে! তোমরা নিশ্চয়ই সব ক্যানিয়ন খুঁজে দেখোনি এখনও?'

'দেখেছি, মনে হয় না কোনটা বাকি আছে। টেকো আর আমি

নিজে প্রতিটি জায়গায় তালাশ করেছি, কিন্তু ডোরাকাটা বলদের দেখা পাইনি। যাই বলো, ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক।'

'মানছি, অমন বেয়াড়া একটা বলদ হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ কোথাও পড়ে থাকবে না। নিশ্চয়ই কোথাও...' শেষ করল না স্যাম, চিন্তিত দৃষ্টিতে ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'আচ্ছা, আমি চলে যাওয়ার পর...এ ক'দিনে অন্য কোন গরুর অনুপস্থিতি রেঞ্জে চোখে পড়েছে?'

শ্রাগ করল এমেট। 'সাধারণ অবস্থায় যা হয়, গুটি কয়েক গরু হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, অর্থাৎ রেঞ্জ থেকে উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু ওই ডোরাকাটার কথা আলাদা। ওটা যদি রেঞ্জ থেকে ভেগে গিয়ে থাকে, নির্ঘাত সঙ্গে বেশ কিছু সঙ্গী নিয়ে গেছে। এটার যা স্বভাব, একাই চল্লিশ-পঞ্চাশটা গরুর উপর কর্তৃত্ব ফলায়।'

ঢালের উপর ওদের সঙ্গে যোগ দিল টেকো বেন ডেগনার। কাছের এক ক্যানিয়নের দিকে ইশারা করল। 'অদ্ভুত কিছু ছাপ দেখলাম ওদিকে,' জানাল সে। 'বুটের ছাপ। লোকটা স্যাডলে ছিল না, অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়ে আসেনি।'

'চলো, দেখে আসি একনজর,' তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল স্যাম। 'এমন রুক্ষ এলাকায় ঘোড়া ছাড়া? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ধরে রোয়ানকে চালনা করল ও, ঢাল থেকে নেমে যাবে। ওকে অনুসরণ করল দুই ক্রু, টেকো ডেগনার আর এমেট পেকার।

ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছল ওরা। জায়গাটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা, ভিতরটা সঙ্কীর্ণ। খসে পড়া পাথর আর ঝোপঝাড়ে ভরা, পেঁচানো সরু ট্রেইল চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ঠিক পাশে ক্ষীণ ধারায় বইছে নদী; আদপে নদী না-বলে সর্পিল ঝর্নাধারা বা ওঅশ বলাই শ্রেয়। মাইল খানেক দূরে, অপেক্ষাকৃত নিচুতে, বালিময় উপত্যকায় শেষ

হয়েছে স্রোতধারা।

বালির বুক চিরে চলে যাওয়া স্পষ্ট ট্র্যাক নিরীখ করল টেকো ডেগনার, ইশারা করল স্যামের উদ্দেশে।

'কিছুটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে,' বলল স্যাম। 'ঘরে তৈরি বিশেষ বুট বা অমন কিছু লোকটার পায়ে। বুট বলা যাবে না, তবে বুটের কাজই চালিয়ে নিচ্ছে এতে। আর রক্তের শুকনো দাগ? ভাবছি তা ওর রক্ত না কোন পশুর?' রোয়ানকে লীড করে ঝর্নার মৃত্যুস্থলে পৌঁছে গেল স্যাম, শুকনো হয়ে গেছে ওঅশ, এক ফোঁটা পানিও বইছে না।

মিনিট কয়েক ঘুরে-ফিরে সব ট্র্যাক নিরীখ করল ও। তারপর মাথা ঝাঁকাল আনমনে, মৃদু স্বরে ঘোষণা করল: 'আহত হয়েছে লোকটা। আগের ছাপগুলোর মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে: লম্বা লম্বা কদম ফেলেছে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর। ধরে নেয়া যায় দীর্ঘদেহী মানুষ। কিন্তু এখান থেকে সামনে চলে যাওয়া ট্র্যাক দেখো। প্রতি কদমের দূরত্ব কমে গেছে, মাঝে মধ্যে বালির উপর ঘষটে বা লেপ্টে গেছে বুটের কিনারা। সম্ভবত টলছিল সে। বিশ গজের মধ্যে দু'বার থেমেছে এবং প্রতিবার কোন একটা কিছুর সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'লোকটাকে অনুসরণ করব?' অনুমোদনের সুরে জানতে চাইল টেকো, দৃষ্টি স্তূপাকারে পড়ে থাকা বোল্ডার ও ঝোপের সারিতে। 'যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখবার কোন কারণ থাকে লোকটার, ওকে খুঁজে পেতে যথেষ্ট ঝামেলা হবে।'

'ঝামেলা হোক বা না-হোক, এমনিতে ওকে অনুসরণ করব। টেকো, তুমি বরং ছেলেদের কাছে গিয়ে সাহায্য করো ওদের। ড্যান আর টেনেসিকে বোলো এখানে আছি আমরা। এম আমার সঙ্গে থাকছে। আশা করছি লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারব। মনে হচ্ছে গুরুতর আহত হয়েছে সে, সেক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য

পেলে খুশিই হবে।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে আরও একশো গজের মতো এগোল ওরা। বন্ধুর, দুর্গম ট্রেইল। অসংখ্য খানাখন্দে ভরা, বোল্ডার আর ঝোপঝাড় তো আছেই।

ব্যাণ্ডানা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল এমেট পেকার। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আহত হলেও ট্রেইল লুকানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছে লোকটা। দুই জায়গায় মাটিতে পড়া রক্তও মুছে ফেলেছে।'

থেমে সামনের পথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল স্যাম। পানির ক্ষীণ ধারা চলে গেছে বোল্ডারের পাশ দিয়ে, খাট্টো আকৃতির শুষ্ক প্রিকলি পিয়ার ঢেকে রেখেছে ট্রেইলের এক পাশ; অন্য পাশে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল। মন খুঁতখুঁত করছে। স্যাম প্রায় নিশ্চিত একটা ঘাপলা আছে কোথাও।

কয়েক মাস হয়ে গেল এলাকায় ঘোরাফেরা করেছে, স্যামের ধারণা ছিল ভালই চিনে নিয়েছে এ রেঞ্জ; কিন্তু জানে যে আদপে নানা বৈচিত্র্যে ভরা গোলকধাঁধার মতো বিস্তীর্ণ রেঞ্জের সবটা কোন মানুষের পক্ষে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। কেউ বোধহয় এমন অদ্ভুত ট্র্যাকও দেখেনি কখনও।

স্পষ্টত, আহত হয়েছে মানুষটা। এবং এ অবস্থায় নিজের ছাপ লুকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্ব দেয়নি। এর মানে একটাই: লোকটা আশঙ্কা করছিল কেউ তাকে অনুসরণ করবে এবং তারা নিশ্চিত ভাবেই তার শত্রু।

সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিতে পারছে না স্যাম, বরং ওর মনে হচ্ছে আদপে তাই ঘটেছে। সামনের এবড়োখেবড়ো অঞ্চল নিরীখ করবার ফাঁকে মনে মনে ভাবল দুর্ভাগা, আহত লোকটি ওর চেনা কি-না। সম্পূর্ণ অপরিচিত, বেসিনে আসা আগন্তুক, না চেনা কেউ? পরিচিত প্রতিটি মানুষের মুখ স্মরণ করল স্যাম, কিন্তু খাপে খাপ মেলাতে পারল না। যে-কেউ হতে পারে।

লোকটার শত্রুই বা কারা?

এগিয়ে চলল ওরা। ট্রেইল আরও দুর্গম হয়ে পড়েছে এখন। ক্যানিয়নের ভিতরে বলে বাতাস চলাচল নেই, গুমট গরমে সিদ্ধ হওয়ার দশা। আচমকা পাথুরে জমির শুরুতে ট্র্যাক ভাগ হয়ে গেল, এবং বিস্ময়কর ব্যাপার মূল ক্যানিয়নও দুই অংশে বিভক্ত হয়েছে।

'ল্যাঠায় পড়ে গেলাম দেখছি!' সন্দিগ্ধ স্বরে বলল এমেট। 'চামড়ায় তৈরি ওই জুতার ছাপ পাথুরে জমিতে পড়বে না বললে চলে। আবার ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল ধরে কোথাও যাওয়ারও জায়গা নেই।'

ডান দিকের ছাপ ধরে এগোল ওরা, কিন্তু বিফল হতে হলো। ঢালু পাথুরে জমির কোলে শেষ হয়ে গেছে ছাপ, যেটা ধরে উঠতে গেলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা অমানুষিক খাটতে হবে। আর বাম দিকে, খাড়া ক্লিফের পাদদেশে স্তূপীকৃত বোল্ডার ও পাথরখণ্ডের কাছে শেষ হয়েছে লোকটার ট্র্যাক।

'নিশ্চয়ই একই পথ ধরে, ছাপের উপর ছাপ ফেলে ঝোপের কাছে ফিরে গেছে লোকটা,' মতামত জানাল এমেট। 'কিংবা কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে।'

শ্রাগ করল স্যাম। 'চলো, ফিরে যাই। লোকটা চায় না কেউ ওকে খুঁজে পাক, কিন্তু ওর যা অবস্থা হয়তো কারও শুশ্রূষা ছাড়াই মারা পড়বে।'

ইচ্ছে করে জোরে জোরে কথাগুলো বলেছে স্যাম। ক্ষীণ আশা ছিল লোকটা যদি ধারে-কাছে থাকে এবং ওদের কথা যদি শুনে থাকে, হয়তো সাড়া দেবে।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গরুর পালের সঙ্গে যোগ দেবে।

তৃণভূমি পেরিয়ে যখন বাঙ্কহাউসের সামনে পৌঁছল ওরা, রোয়েনা ক্রকেট তখন সিঁড়ির গোড়ায় অধীর অপেক্ষায় রয়েছে।

মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালো ফ্রক-কোট পরা এক লোক। ছিপছিপে দেহ তার, সরু মুখ। তীক্ষ্ণ ও সন্দিহান দৃষ্টিতে স্যামকে দেখছে, দশ হাত দূরে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত টাম্বলিং-সি ফোরম্যানের উপর লেপ্টে থাকল তার দৃষ্টি, শেষে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'স্যাম, ও হচ্ছে শেন মেহন,' পরিচয় করিয়ে দিল রোয়েনা। 'গরু কিনছে মি. মেহন। তোমার আনা গরুগুলো দেখবার ইচ্ছে ওর। পছন্দ হলে হয়তো নিয়ে নেবে।'

'হাউডি,' শুভেচ্ছা জানাল স্যাম, বরাবরের মতো নির্লিপ্ত ওর কণ্ঠ। সেকেণ্ড খানেকের পর্যবেক্ষণে নিরীখ করল আগন্তুককে। শেন মেহনের ঘোড়া তো বটেই, উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারও নজর এড়াল না।

বাঙ্কহাউসের সিঁড়িতে বসা আরও দু'জনকে দেখতে পেল স্যাম। দু'জনকে বিপরীত চরিত্রের বলা চলে। একজনকে প্রায় দৈত্য বলা চলে, গায়ে চেক শার্ট। অন্যজন ছিপছিপে, লাল-চুলো; হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ভাবে একটা রাইফেল ফেলে রেখেছে।

'প্রায় এক হাজার গরু কিনবার ইচ্ছে আছে,' জানাল শেন মেহন। 'শুনলাম তোমাদের এখানে ভাল গরু পাওয়া যাবে।'

'মাংসের জন্যে?'

'না। মূলত প্রজননের জন্যে দরকার, তবে মাংসের জন্যেও কিছু কিনব বলে ভাবছি। র‍্যাঞ্চিং করব। জনসনের র‍্যাঞ্চের পাশে একটা জায়গা পছন্দ করেছি আমরা।'

'কিছু ব্রিডিং স্টক আছে আমাদের,' জানাল স্যাম, পরক্ষণে

নিজেকে সংশোধন করল। 'সঠিক করে বললে...আসলে মিস্ ক্রকেটের। আমি স্রেফ ওর ফোরম্যান।'

'তাই?' ঘাড় ফিরিয়ে রোয়েনার দিকে তাকাল মেহন, চোখে আগ্রহ ঝরে পড়ছে। ক্ষীণ হাসল সে। 'মিস্, না বিধবা?'

'মিস্। ভাই আর আমি মিলে র‍্যাঞ্চটা গড়েছি। তবে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে র‍্যাঞ্চ খাড়া করবার আগেই ভাইটা আমার মারা পড়েছে।'

'একা কোন মেয়ের জন্যে একটা র‍্যাঞ্চ চালানো সত্যি কঠিন, তাই না?' সহানুভূতির সুরে বলল মেহন।

'মিস্ ক্রকেট বরং উল্টোটা প্রমাণ করেছে, এ পর্যন্ত দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছে সবকিছু,' ঠাণ্ডা সুরে বলল স্যাম, আগন্তুকের অতি আগ্রহ পছন্দ করতে পারছে না। গরু কিনতে এসে অযথা মালিকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত আগ্রহের কী আছে? 'তা ছাড়া, ও একাও নয় এখানে।'

স্যাম রেডলিনের অসন্তোষ নজর এড়ায়নি রোয়েনার। 'মি. মেহন, এক প্রস্থ কফি হলে কেমন হয়? এই ফাঁকে ব্যবসা নিয়েও আলাপ করা যাবে।'

শেন মেহনকে নিয়ে রোয়েনা র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন। ঘোড়ার কাছে চলে গেল প্রথমে, তারপর ওটার লাগাম হাতে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল। ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড খেপে গেছে এবং কেউ তা খেয়াল করলেও পরোয়া করে না।

লাল-চুলো ছিপছিপে দেহের লোকটা ওকে এগিয়ে যেতে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'ব্যাপার কী, দোস্ত, সামান্যতেই খেপে যাচ্ছ যে?' তির্যক সুরে জানতে চাইল সে, চোখে বিদ্রূপ। 'তোমার মেয়েমানুষকে কেউ চুরি করে ফেলল নাকি?'

থমকে দাঁড়াল স্যাম, ধীরে ধীরে ফিরল লোকটার দিকে।

বিপদের গন্ধ পেয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল টেকো ডেগনার, দ্রুত সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে। বাঙ্কহাউসের কোনার দিকে সরে গেছে সে, ফলে ত্রিভুজাকৃতির একটা কাল্পনিক ক্ষেত্র তৈরি করল, যার চূড়ায় রয়েছে শেন মেহনের দুই রাইডার আর দুই কোণে স্যাম ও বেন ডেগনার।

'মিস্ ক্রকেট আমার বস্,' শীতল সুরে বলল স্যাম। 'এবং পরিপূর্ণ একজন লেডি ও। আবোল-তাবোল কিছু ভেবে বোসো না।'

'ভালই তো!' শব্দ করে হাসল লাল-চুলো, কুৎসিত শোনাল শব্দটা। 'হয়েছে কী, আমার বস্ হচ্ছে লেডি-কিলার! চাইলে যে-কোন মেয়েকে পেতে পারে সে, এবং কীভাবে মেয়েদের সামাল দিতে হয় বা পটাতে হয় সেটাও খুব ভাল জানে।'

কথা বলতে বলতে সঙ্গীর দিকে ফিরল সে। 'এমন সুন্দর র‍্যাঞ্চে ফোরম্যান হিসাবে কাজ করেছ, হাচ? মনে হয় নতুন একটা কাজ পেলে মন্দ হবে না।'

হেঁটে বাঙ্কহাউসে ঢুকে পড়ল স্যাম, লাল-চুলো বা তার সঙ্গীকে পাত্তা দিতে নারাজ। শরীর যত প্রকাণ্ড হোক বা যতই জিভ চালাক, এদের কেউই তেমন বিপজ্জনক নয়।

ভিতরে ঢুকে দেখল জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এমেট পেকার। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল সে, তারপর ফের জানালা দিয়ে অদ্ভুত জোড়ার উপর নজর রাখল।

'ওদের ভাব-গতিক ভাল ঠেকছে না,' টিনের তৈরি ওঅশ বেসিনে গরম পানি ঢালবার সময় মন্তব্য করল এমেট। 'এখানে আসবার পর থেকেই ছোঁক ছোঁক করছে! ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছে থাকলে একটুও অবাক হব না।'

'কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল স্যাম।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না এমেট, বেসিন ধুচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল স্যাম। অস্বীকার করা যাবে না শেন মেহনের দুই সঙ্গীর আচরণ মোটেই স্বাভাবিক নয়। চিন্তিত দৃষ্টিতে বাড়ির দিকে তাকাল ও, মনটা অশান্ত হয়ে উঠল। আড়ষ্ট ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল। অন্য কেউ বুঝতে না-পারুক, কিন্তু স্যাম ঠিকই মেহনের ধাত বুঝে নিয়েছে। তুখোড় বলন আর পরিপাটি চলনে আসল চেহারা আড়াল করে ফেলেছে লোকটা, কদর্য রূপ অপ্রকাশিত থেকে যায়; একই কারণে কর্কশ ও নিষ্ঠুরতা মেশানো চেহারা সত্ত্বেও তাকে সুদর্শন বলে মনে হতে পারে কোন মেয়ের কাছে।

বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির এক কোণে ওদের র‍্যাঞ্চ হাউস। তিনদিকে দিগন্তের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত, মাইলকে মাইল জুড়ে সবুজ তৃণভূমি। এখানে-ওখানে দু'একটা খাটো টিলা বা পর্বত আছে বটে, তবে কোনটাই তেমন উঁচু নয়। পাহাড়ের কোল জুড়ে জন্ম নিয়েছে ঘন পাইন ও অ্যাসপেনের বন।

বিশাল তৃণভূমি, সতেজ ঘাস ও নিরন্তর পানির জোগান থাকায় সার্বিক বিচারে সমৃদ্ধ বাথানে রূপান্তরিত হয়েছে টাম্বলিং-সি। অথচ শুরুতে জায়গাটা এমন ছিল না। রেঞ্জের বেশিরভাগ জায়গা ছিল রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো। টাম্বলিং-সি রাইডারদের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম এবং সর্বোপরি স্যাম রেডলিনের নিষ্ঠার কারণে আজ রেঞ্জের যে-কোন অংশে চোখ জুড়ানো সবুজ প্রান্তর চোখে পড়ে।

র‍্যাঞ্চ হাউস ছাড়িয়ে দূরে ক্ষীণ আলো চোখে পড়ছে, সন্ধ্যার উন্মেষে বাতিটাকে নিষ্প্রভ ও হলদেটে দেখাচ্ছে। কাছের শহর ম্যানারহাউসের ক্যালভিন'স স্টোর ওটা। জনসনের বার-জে র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে পরের জমিতে বাথান গড়েছে স্কট ক্যালভিন।

আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল স্যাম রেডলিন। শিগ্‌গিরই কথা বলবে ক্যালভিনের সঙ্গে। ম্যানারহাউসে গিয়েই কথা বলবে।

যথারীতি সাপার পরিবেশন করা হলো। ততক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিয়েছে কাজ শেষে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে আসা পাঞ্চাররা, একে একে সবাই ডাইনিংরুমে এসে বসল।

নীরবে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিচ্ছে ওরা। ডাইনিংরুম আজ অন্য যে-কোন দিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি নীরব, অস্বস্তিকর আবহের কারণ তিনজন বহিরাগত; শুধু রোয়েনা আর মেহন টানা গল্প করে যাচ্ছে। টেবিলের এক প্রান্তে মুখোমুখি বসেছে দু'জন, মাঝে মধ্যে একে অন্যের কথায় হেসে উঠছে।

শেন মেহনের উল্টোদিকে বসেছে স্যাম। নির্লিপ্ত মুখে খেয়ে যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত একবারের জন্যেও মুখ খোলেনি। টেকো বেন, এমেট বা টেনেসিও চুপচাপ রয়েছে। শুধু সাইলাচ হাচের পাশে বসা রেড ব্যারন মাঝে মধ্যে দু'একটা সরেস মন্তব্য করছে। টেবিলের ও-প্রান্তে বসেছে ছিপছিপে দেহের ড্যান বেণ্ডার, নীরবে খেয়ে চলেছে বটে, কিন্তু কোন কিছু ওর অগোচরে নেই, নিস্পৃহ চাহনিতে সবই লক্ষ করছে।

সাপার শেষে বাইরে বেরিয়ে এল স্যাম, ওর পিছু পিছু এল ড্যান। ফকফকে জোছনায় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। প্রেয়ারির অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে।

'ঘটনা কী?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ড্যান। 'এত চুপচাপ কেন সবাই? কখনও তো এমন কিছু ঘটেনি!'

খুলে বলল স্যাম। 'মেহন হয়তো সত্যিই গরু ব্যবসায়ী,' শেষে যোগ করল। 'কিন্তু ওর দুই সঙ্গীকে কোন ভাবে পাঞ্চার বলা যাবে না। লোক চিনতে যদি ভুল না হয় আমার, তা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায় লাল-চুলো চালু পিস্তলবাজ। আর সাইলাচ হাচ সম্ভবত আউটল ট্রেইলের বাসিন্দা, এখন না-হলেও কোন না কোন সময় ছিল।' করালের দিকে এগোল ও। 'শহরে যাব। এদিকে কী ঘটে খেয়াল রেখো, কেমন?'

'রাখব,' স্যামকে আশ্বস্ত করল সেগুণ্ডো। 'ব্যারন বা হাচ না-হয় খারাপই, কিন্তু শেন মেহনকেও খুব সুবিধার মনে হলো না।' হুইস্কির নেশা বা মেয়েমানুষের সঙ্গের প্রতি আকর্ষণ নেই ফোরম্যানের, খুব ভাল করে জানে ড্যান, তাই বুঝতে পারল এমন অসময়ে শহরে যাওয়ার নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে স্যাম রেডলিনের। কৌতূহল প্রকাশ করল না ও, জানে একসময় স্যাম নিজেই মুখ খুলবে।

ম্যানারহাউসে পৌঁছে স্যাম রেডলিন দেখল ততক্ষণে ক্যালভিন'স স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে, তবে এ নিয়ে ভাবল না। স্কট ক্যালভিনকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানা আছে ওর। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে পার্শ্ববর্তী স্যালুনের সামনের হিচিং রেইলে বাঁধল, তারপর পোর্চে উঠে এল। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

পলকের দৃষ্টিতে ভিতরটা দেখে নিল স্যাম। বারের ওপাশে গ্লাস মুছছে বারকীপ নেইল ব্রাউন। এপাশে, ক্যালভিনের সঙ্গে বসে পোকার খেলছে জেফরি ডারহ্যাম, লনি সিমন্স আর অচেনা এক লোক। ছিপছিপে দেহ লোকটার, বেশ দীর্ঘকায়।

অচেনা আরও দু'জন বারে ড্রিঙ্ক করছে, দরজা খুলবার শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকাল স্যামের দিকে।

'হাউডি, স্যাম! টাম্বলিং-সিতে কেমন যাচ্ছে তোমাদের?'

টাম্বলিং-সি নামটা কানে যাওয়া মাত্র ঝট করে আবার ফিরে তাকাল দুই আগন্তুক, ত্বরিত অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জরিপ করে নিল স্যামকে।

স্কট ক্যালভিনের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাতে উদ্যত হয়েও শেষ মুহূর্তে কী মনে করে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল স্যাম, মন খুঁতখুঁত করছে কেন যেন। সতর্কঘণ্টী বাজছে মাথায়। কারণ জানে না। তবে অবচেতন মনের তাগিদ অনুসরণ করে কখনও ঠকেনি বলে

সেটাকে আমলে নিয়েছে স্যাম, তাই ক্যালভিনের প্রতি আগ্রহ না-দেখিয়ে বারের দিকে এগিয়ে গেল।

'ভালই,' বারকীপের প্রশ্নের উত্তরে জানাল ও। 'ঝোপঝাড় থেকে বেশ কয়েকটা গরু রাউণ্ড-আপ করলাম আজ। রেঞ্জের যা অবস্থা, কাঁটা ঝোপঝাড় থেকে গরু তাড়িয়ে বের করা খুব কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে! ব্রাশপপার হলে অবশ্য সমস্যা হতো না, কিন্তু আমি ওতে অভ্যস্ত নই, বরং খোলা জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

বারের পিছনে বড়সড় আয়না রয়েছে, উল্টো না-ফিরেই প্রায় পুরো কামরা দেখতে পাচ্ছে স্যাম। গলায় হুইস্কি ঢালবার সময় অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই আগন্তুককে একনজর দেখে নিল ও। 'শুনেছি নিউটন কান্ট্রি ছাড়িয়ে অঞ্চলটা রেঞ্জ হিসাবে ভাল। যদি ওখানেও কাঁটা ঝোপঝাড় থাকে, তা হলে সত্যি কপালে খারাবি আছে। ভাবছি ওদিকে একবার ঢুঁ মারব, পথ ভুলে চলে যাওয়া কিছু গরু থাকতে পারে।'

হাতের তাসের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বারের দিকে তাকাল স্কট ক্যালভিন। খাটো মানুষ সে, তবে সুদর্শন। ঘন নীল চোখে পরিষ্কার চাহনি।

'ঘরপোড়া কিছু মানুষ যেমন থাকে, ঘরছাড়া গরুও থাকে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়; খাটতে পারলে এসব বেওয়ারিশ গরু ধরেই দিব্যি ভাগ্য ফেরানো সম্ভব। তবে ওই এলাকা বেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে; মরুভূমি হতে বেশি সময় লাগবে না। বালির বিস্তার বাড়ছে, ঝর্না শুকিয়ে যাচ্ছে। মরুভূমি ক্রমে তৃণভূমিকে গ্রাস করছে। পশ্চিমে যদি যেতে থাকো, শত মাইল গেলেও হয়তো এক ফোঁটা পানি পাবে না! এই তো সেদিন...' তাস তুলে নিয়ে শাফল শুরু করল ক্যালভিন, দ্রুত চলছে হাত। 'দুই-তিন সপ্তাহ আগের কথা, হঠাৎ হাজির হলো কয়োট টাইসন। মরু এলাকা ছেড়ে এসে যেন জানে বেঁচেছে! তুখোড় জুয়াড়ির কাছে র‍্যাঞ্চ খুইয়ে এতটুকু

দুঃখ করেনি, বরং যার কাছে হেরে গিয়েছিল, প্রাণ খুলে হেসেছে তার উদ্দেশে। একটা ঘোষণাও দিয়ে এসেছে আগাম: বড়জোর কয়েক মাস টিকবে লোকটা, তারপর র‍্যাঞ্চ ছেড়ে কোন্ দিকে ছুটবে সেই দিশাও পাবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যালভিনের কথা শুনছে বারে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো। কী একটা বলতে মুখ খুলল একজন, কিন্তু অন্যজন তার কাঁধে হাত রাখতে নিরস্ত হলো।

'র‍্যাঞ্চটা কে জিতে নিয়েছিল?' জানতে চাইল স্যাম। 'কয়োট টাইসন কিছু বলেছে?'

'তা তো বলেছেই!' তাস বাঁটতে শুরু করল স্কট ক্যালভিন। 'চাল-চুলোহীন এক ভবঘুরে, তবে তাসে হাত খুব ভাল। রীতিমতো জাদু জানে। নাম হচ্ছে...'

'বেশি কথা বলো তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল বারে দাঁড়ানো দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটা, তাসের টেবিলের দিকে পা বাড়িয়েছে। 'খুব যে লেকচার দিচ্ছ, নিউটন কাণ্ট্রি সম্পর্কে আসলে কতটা জানো, শুনি?'

আচমকা আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ক্যালভিন, কল্পনাও করেনি কোনরকম উস্কানি বা প্ররোচনা ছাড়া এভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে। চেয়ারে বসেই পাশ ফিরল ও, পালাক্রমে দুই আগন্তুককে দেখছে।

টেবিলের উপর রাখা হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল স্যাম রেডলিন।

'ব্যাপার কী?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ক্যালভিন, সমীহ বা ভয় কোনটাই নেই কণ্ঠে, স্রেফ সতর্ক। দুই আগন্তুককে দেখে মনে হয় না মাতাল, কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছে বিপদে পড়েছে। মহা বিপদ। এ গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। 'আমি কী বলেছি? নাহ্, তোমাদেরকে কিছু বলিনি।

নিউটন কান্ট্রি সম্পর্কে একে বলছিলাম।'

'মিথ্যুক!' পিস্তলের বাঁটের দিকে চলে গেছে লোকটার হাত, চোখে আগুন। 'তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক! ওই এলাকা কখনোই শুকিয়ে যায়নি, বা যাবে না। দশ বছর আগে যেমন ছিল এখনও বিলকুল তাই আছে!'

জেদী মানুষ ক্যালভিন, নাকে-মুখে চুনকালি দিয়ে পিছু হটতে অভ্যস্ত নয়; বরং ভাঙবে, তবু মচকাবে না। বিলক্ষণ বুঝতে পারছে এরা আসলে ডুয়েলে লড়তে বাধ্য করতে চাইছে ওকে, উস্কে দিয়ে ডুয়েলের অজুহাতে মুখটা বন্ধ করবে। কিন্তু সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি বা মতপার্থক্যের পরিণতিতে বেঘোরে মারা পড়তে চায় না সে।

'মিছে বলিনি আমি,' শীতল সুরে জবাব দিল ক্যালভিন। 'নিউটন কান্ট্রি এলাকায় দশ বছর ছিলাম। একেবারে শুরুতে, সাদা মানুষ যখন প্রথম পা রাখে সেখানে, তাদের সঙ্গে আমিও শামিল ছিলাম। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশেছি, চলাফেরা করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। না, বন্ধুরা, বুঝে-শুনে বলেছি কথাটা। আমার কথায় ভুল নেই।'

'তা হলে আমি মিছে বলেছি?' পিস্তলের বাঁটের উপর হাত চলে গেছে দীর্ঘদেহী লোকটার, ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পাচ্ছে। 'আমি মিথ্যুক, তাই না?'

এরচেয়ে ভয়ঙ্কর, চরম বা দুঃসহ পরিস্থিতি আর হতে পারে না। বেকুব বনে গেছে স্কট ক্যালভিন; এতক্ষণ যতই দৃঢ় দেখাক, চরম সময়ের নৈকট্য আর কঠিন বাস্তবতা তাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কী করবে, বুঝতে পারছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পিস্তলে হাত দিলে নির্ঘাত মরতে হবে, বেপরোয়া এ মানুষটার সঙ্গে যে পারবে না তা একরকম নিশ্চিত, কারণ একে আগেই পিস্তলে হাত দিয়ে বসেছে লোকটা এবং উপরন্তু, সে একজন

গানম্যান। আবার পিস্তল না-তুললেও যে বাঁচবে, তার নিশ্চয়তা নেই। যে-কোন মুহূর্তে ড্র করতে পারে লোকটা। আর না-করলে নিশ্চয়ই ওর গায়ে কাপুরুষের তকমা বসিয়ে দেবে!

একেবারে মোক্ষম সময়ে সক্রিয় হলো স্যাম রেডলিন। ঝড় বয়ে গেল যেন, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ঝড়। বিদ্যুদ্বেগে বোতলটা ছুঁড়ে মারল স্যাম, বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে দ্বিতীয় লোকটার উদ্দেশে ছুটল কাঁচের বোতল। পরক্ষণে চেয়ারে বসেই আধ-পাক ঘুরল স্যাম, ডান হাতের থাবায় খামচে ধরল লম্বুর বেল্ট। প্রচণ্ড টানে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল বিশালদেহী, দুই পাক খেয়ে স্থির হলো টলমল শরীর—পলকের জন্যে, তারপর পিছন থেকে স্যামের ধাক্কায় ধেয়ে গেল সঙ্গীর দিকে। দ্বিতীয় লোকটা তখন উড়ে আসা বোতল এড়াতে মরিয়া চেষ্টায় পাশে সরে গেছে, লম্বু ঠিক তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। ভোঁতা শব্দে সংঘর্ষ হলো দুই বন্ধুর। ককিয়ে উঠল দু'জনেই।

তাল সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল লম্বু, কিন্তু সফল হলো না। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। তবে সামলে নিতেও দেরি করল না। উঠে দাঁড়াল যখন, প্রচণ্ড রাগে শরীর কাঁপছে তার। ছোবল মারল হোলস্টারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল জায়গায়। স্যাম রেডলিনের হাতে উদ্যত পিস্তল! কলজে হিম হয়ে গেল তার। জাদু জানে নাকি? চোখের পলকে পিস্তল চলে এল, নাকি আগে থেকে ছিল হাতে? ভেল্কি দেখানো কি একেই বলে?

'আমার আর ওর মধ্যে কথা হচ্ছিল,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম, সামান্য উত্তেজনাও নেই কণ্ঠে। 'একেবারে ব্যক্তিগত আলাপ। এ শহরে অন্যের ব্যাপারে আমরা নাক গলাই না। বুঝেছ?'

'হঠাৎ ওকে আমার দিকে ঠেলে না-দিলে এত বড় বড় কথা বলতে পারতে না!'

পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল স্যাম রেডলিন। 'নাও,

এবার সমান সুযোগ পেয়ে গেলে।'

দুই দোস্ত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, স্যাম রেডলিনের মুখোমুখি। দু'জনই প্রস্তুত, পিস্তলের উপর স্থির হয়ে আছে হাতের তালু। যে কোন মুহূর্তে ড্র করবে। চোখে খুনের নেশা, বুকে বুনো ইচ্ছের তোলপাড় চলছে–এ ব্যাটাকে শুইয়ে দিতে পারলে কেল্লাফতে! কিন্তু লোকটার পাথুরে নির্লিপ্ত মুখ বা দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গি মোটেও স্বস্তি দিচ্ছে না মনে। পিস্তলে যে-ভেল্কি দেখিয়েছে একটু আগে, নির্ঘাত সেয়ানা মাল। আর যাই হোক, এর সঙ্গে ডুয়েল লড়া যাবে না। স্রেফ খুন হয়ে যাবে!

লোক দু'জন ওরা, কিন্তু আগে কার শরীরে ঢুকবে প্রথম গুলি? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্বিতীয়জন হয়তো একটা গুলি করবার সুযোগ পেতেও পারে, যদিও লোকটার ত্বরিত রিফ্লেক্স, পিস্তলের মুন্সিয়ানা বা অনায়াস দক্ষতা বিবেচনা করলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নিজে মরতে হলেও ওদের ছাড়বে না–দু'জনেই মরবে স্যাম রেডলিনের হাতে।

বেশি সাহস দেখিয়ে কবরে যাওয়ার মানে হয় না, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ওরা। 'আমরা ঝামেলা চাই না,' দ্রুত বলে উঠল খাটো লোকটা। 'স্রেফ গলা ভেজাতে শহরে এসেছি। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।'

'গলা ভেজানো যেহেতু হয়ে গেছে, এবার নিজের পথে চলে যাও,' বলল স্যাম। 'একটা পরামর্শ দিই, তোমাদের ব্যাপার নয় এমন কোন আলাপের দিকে আর মনোযোগ দিয়ো না কখনও।'

'গুল্লি মারি!' রেগে-মেগে বলতে চেয়েছিল লম্বু, কিন্তু হঠাৎ নিরস্ত হলো। দ্রুত পা বাড়াল দরজার দিকে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বারের কাছে চলে এল স্যাম রেডলিন। 'ধন্যবাদ, ক্যালভিন। খুব জরুরি একটা তথ্য দিয়েছ আমাকে।'

'কিছুই তো বুঝলাম না,' স্কট ক্যালভিনের ধন্দ এখনও কাটেনি। 'ব্যাটারা এমন খেপে গেল কেন?'

'তুমি যে-জুয়াড়ির কথা বললে, নিশ্চয়ই লোকটার নাম শেন মেহন?'

নির্জলা বিস্ময় ফুটল ক্যালভিনের মুখে, চোখ বিস্ফারিত। 'কী করে জানলে তুমি!?'

ক্যালভিনের সঙ্গে খেলছিল দীর্ঘদেহী এক আগন্তুক, এবার মুখ তুলে সরাসরি স্যামের দিকে তাকাল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই টেক্সাসের স্যাম রেডলিন?'

'হ্যাঁ। কেন জানতে চাইছ?'

মৃদু হাসল লোকটা। 'যেখানে গেছ, চিহ্ন ফেলে এসেছ। সুদূর টেক্সাস থেকে এখান পর্যন্ত···সব জায়গায় তোমার নাম ছড়িয়ে গেছে! বিশেষ করে ম্যারাভিলাস ক্যানিয়নের আউটফিটের সঙ্গে তোমার টক্কর দেয়ার ঘটনা তো সবার মুখে মুখে।'

টাম্বলিং-সিতে ফিরে যাওয়ার পথে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করল স্যাম রেডলিন। কে জানে, পথে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে দুই আগন্তুক। আগ বাড়িয়ে ঝামেলা করতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছে ওরা। স্বভাবে পরিষ্কার, অপমান তো ভুলবেই না, বরং প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে থাকবে। মনে মনে নিশ্চয়ই স্যামের পিণ্ডি চটকাচ্ছে, এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেবে। এ ধরনের মানুষের কাছে স্বার্থসিদ্ধিই বড় কথা, ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নেই বলে অ্যাম্বুশ বা অন্য যে-কোন অন্যায্য পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

স্বস্তির বিষয়: স্যামের আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হলো। ট্রেইলে এমন কোন চিহ্ন নেই যা ওকে নতুন করে সন্দিহান করে তুলবে। দুই আগন্তুক বোধহয় সত্যি নিজের পথে চলে গেছে। দু'জনের মধ্যে খাটো লোকটা–হ্যাগার্ডই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান।

শহর ছাড়বার আগে তাদের নাম জানতে পেরেছে স্যাম।

হ্যাগার্ড নামটা পরিচিত। ফেরারী এক হ্যাগার্ডের কথা শুনেছে ও। বছর দুই আগে ওভালদে শহরে ফাঁসির দড়িতে চড়ানো হয়েছিল তাকে, কিন্তু কীভাবে যেন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় লোকটা। এও শোনা যায়, হ্যাগার্ড পরে গাঁট বাঁধে ফুলটন নামে আরেক ফেরারীর সঙ্গে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আনমনে ভাবল স্যাম, স্যালুনে যার অতি আগ্রহে আরেকটু হলে মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিল স্কট ক্যালভিন, সেই লম্বু লোকটার হোলস্টারে 'এফ' অক্ষর খোদাই করা দেখেছে স্যাম। ওটার বিশেষত্ব হচ্ছে, ব্র্যাণ্ডিং রড দিয়ে মার্কা বসানো হয়েছে। সচরাচর এমন করে না কেউ, অন্তত স্যাম দেখেনি। কেউ তো মুখিয়ে নেই লম্বুর পিস্তল বা হোলস্টার চুরি করতে, তা হলে অযথা কেন অক্ষর খোদাই করে রাখবে? স্রেফ হামবড়া ভাব, আর কিছু নয়।

শেন মেহনের মতলবটা কী? কোন্ ধান্ধায় এখানে এসেছে, খোদা মালুম! কিন্তু একটা ব্যাপার দিবালোকের মতো পরিষ্কার: স্যালুনের দুই বেয়াড়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে মেহনের। অজ্ঞাত কোন কারণে ওরা চায়নি মেহনের নাম উচ্চারিত হোক, আর এও স্পষ্ট নিউটন কাট্রির ওপাশের রেঞ্জ সম্পর্কে কাউকে জানতে দিতে চায় না।

কেন?

মেহন সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই কারও। পোকার খেলে একটা র‍্যাঞ্চ জিতে নিয়েছিল, এটাই হচ্ছে বড় খবর। পদ্ধতিটা ন্যায্য ছিল কি-না এ নিয়ে দ্বিমত বা নানা মত থাকতে পারে, তবে স্কট ক্যালভিন পরোক্ষ ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছে: সম্ভবত হাত সাফাই করে র‍্যাঞ্চটা বাগিয়েছে মেহন। পরে অবশ্য ঠক খেয়েছে, দখল নিতে গিয়ে দেখেছে আগেই র‍্যাঞ্চ গিলে খেয়েছে মরুভূমি।

এক হিসাবে বলা যায়, ঝামেলা ছাড়া আদপে কিছু জিততে পারেনি সে।

এরপর কী ঘটেছিল?

শেন মেহনের মতো মানুষের উচিত ছিল ব্যাপারটা হজম করে ফেলা, সব বাদ দিয়ে নতুন ভাবে অন্য কোথাও শুরু করতে পারত; এক কথায় নিজের চরকায় তেল দিয়ে ভাগ্যোন্বয়নে মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করেনি সে, তারমানে কোন একটা মতলব এঁটেছে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যারন ও হাচ যেমন, হ্যাগার্ড আর ফুলটনকেও মেহনের পালের লোক বলে মনে হচ্ছে। গরু কিনবার খায়েশ প্রকাশ করেছে মেহন, কিন্তু বাস্তব বোধহয় ভিন্ন। গরু ব্যবসা এ ধরনের লোককে মানায় না, সৎ পথে টাকা খরচ করে ভাগ্য বদলাতে যাবে না; বরং গরু চুরি করবে, কারণ এটাই তাদের স্বভাব এবং এতে লোভনীয় মুনাফার সুযোগ রয়েছে।

একটা ব্যাপার অবশ্য নিশ্চিত হয়ে গেছে। আশু বিপদ বা ঝামেলার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। ক্রুদের বলে দিতে হবে সবসময়ের জন্যে তৈরি ও সতর্ক থাকতে। আজ রাতে শহরে যা ঘটে গেল, তাতে বোধহয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে, বিপদ বা ঝামেলা এগিয়ে এলে মোটেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না; বরং সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে স্যাম রেডলিনের কাছে।

কিন্তু রোয়েনার ব্যাপারটা কী? মেহনের ভালমানুষী রূপে পটে গেছে, না স্রেফ নগদ ব্যবসার স্বার্থে ভদ্র ও নমনীয় আচরণ করছে? মেহন সম্পর্কে ওর সন্দেহের কথা রোয়েনাকে বলা কি ঠিক হবে?

টাম্বলিং-সি ফোরম্যান যখন ব্র্যাঞ্চ-সীমানায় ঢুকল, তখনই একটা রাইফেল গর্জে উঠল। আচমকা মাথায় প্রচণ্ড আঘাত টের পেল স্যাম; ব্যস, আর কিছু নয়। গুলির শব্দ শুনতে পেল যখন,

সে-মুহূর্তে স্যাডল থেকে খসে পড়ছে ওর দেহ।

মাথায় চাপ অনুভব করছে ও, যেন দুই কপাল বরাবর শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে ধরেছে কেউ। খুলির ভিতরটা শূন্য মনে হচ্ছে, ক্রমে অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ছে। প্রাণপণ চেষ্টায় চেতনা ধরে রাখতে চাইল স্যাম। চোখের পাতা যেন এক মণ ভারী, কোনরকমেই খুলে রাখতে পারছে না!

ভারের বিরুদ্ধে জয়ী হলো শেষ পর্যন্ত, চোখ মেলে তাকাল স্যাম রেডলিন। কিন্তু ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি, যেন কুয়াশা নেমে এসেছে চারপাশে। আবছা অন্ধকারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ও। বাতাস ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে।

মাথার ভিতর দপদপে অনুভূতি হচ্ছে, ভোঁতা যন্ত্রণা রয়ে গেছে খুলির পিছন দিকটায়। তবে ক্রমে সচেতনতা ফিরে পাচ্ছে ও। অনুমান করল কোন গুহা বা খনির টানেলের মধ্যে আছে এখন। সতর্কতার সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিল। বালির উপর খড়ের গদি, আর তার উপর শুয়ে আছে স্যাম। কীভাবে এল এখানে জানে না, বুঝতেও পারছে না। আনুমানিক বিশ গজ দূরে ক্ষুদ্র আলোর উৎস। কাছেই, দেয়ালে গাঁথা পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ওর গানবেল্ট; ঠিক নীচে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা।

আলোর উৎস ঢাকা পড়ে গেল, কেউ একজন হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকল। এক লোক। আঁজলা ভরে আনা কাঠ গুহার এক পাশে নামিয়ে রাখল সে, তারপর কোণে রাখা লণ্ঠন জ্বালিয়ে স্যামের দিকে ফিরল।

'শেষ পর্যন্ত তা হলে চেতনা ফিরল?' হালকা চালে জানতে চাইল সে। 'আমি তো ভেবেছি তোমার জ্ঞান কখনোই ফিরবে না!'

বয়স্ক মানুষ, দীর্ঘদেহী। ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স, তবে

জরাগ্রস্ত নয়, বরং চলাফেরার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। নীল চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। সব চুল পেকে ধবধবে সাদা। হঠাৎ তার পায়ের জুতার উপর দৃষ্টি পড়তে চিনতে পারল স্যাম রেডলিন। একেই ক্যানিয়নে ট্র্যাক করেছিল ওরা!

'তুমি কে?' সরাসরি জানতে চাইল ও।

মৃদু হেসে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল লোকটা। 'নামটা হচ্ছে মার্ভ বেমিস। হার্ভে টাইসনের হয়ে কাজ করেছি বহুদিন। জানো তো, টাইসনের র‍্যাঞ্চটা কোথায় ছিল? নিউটন কাণ্ট্রিতে।'

'সেদিন ক্যানিয়নে তোমাকেই ট্রেইল করেছিলাম আমরা। গতকালের ঘটনা বোধহয়...যদি ঠিক মনে করে থাকি।'

'ঠিকই ধরেছ, আমাকে ট্রেইল করেছ, তবে ঘটনা গতকালের নয়। পাক্কা দুই সপ্তাহ এখানে পড়ে ছিলে তুমি, বেশিরভাগ সময় প্রলাপ বকেছ। আমি সত্যি মনে করেছি এই ঘোর কেটে বোধহয় কখনোই স্বাভাবিক হতে পারবে না।'

'দুই সপ্তাহ!?' উঠে বসতে চাইল স্যাম, কিন্তু চরম বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল শরীরে সামান্য শক্তিও নেই, অথর্ব মনে হচ্ছে নিজেকে, অথচ এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না। অগত্যা ইস্তফা দিল। খড়ের তৈরি বিছানায় এলিয়ে দিল শরীর। দুই সপ্তাহ! অসম্ভব, হতেই পারে না! 'যাহ্, এদ্দিনে নিশ্চয়ই র‍্যাঞ্চের ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আমি মারা পড়েছি। আমাকে এখানে নিয়ে এলে কীভাবে? গুলি করেছিল কে, তুমি জানো?'

'অত অস্থির হচ্ছ কেন? ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবে,' স্মিত হেসে বলল সে। 'আগে বাসন-কোসন ধুয়ে খাবার তৈরি করতে হবে, আপাতত এটাই প্রধান দায়িত্ব। কাজের ফাঁকে না-হয় খুলে বলা যাবে।' বেসিনে পানি ঢেলে নিজের হাত-মুখ ভাল করে ধুল সে, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত-মুখ

মুছতে মুছতে বলল: 'তুমি গুলি খেয়েছ, সত্যি, তবে গুলিটা কে করেছে আমার জানা নেই। অনুমান করতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত জানি না। মেহনের দুই গরুচোর কাউহ্যাণ্ড বস্তায় ভরে তোমাকে ক্যানিয়নে এনে একটা ওঅশে ফেলে প্রথমে, তারপর দু'জনে মিলে তোমাকে বালি-চাপা দিয়ে তার উপর ডালপালা ফেলে চলে গেছে। ওরা নিশ্চিত ছিল তুমি খতম হয়ে গেছ, তাই একটা লাশের সৎকারের জন্যে বাড়তি দায়িত্ব বা যত্ন করবার দরকার মনে করেনি, বরং গা-ছাড়া ভাবে দায়িত্ব পালন করে চলে গিয়েছিল। কোনরকমে মাটি চাপা দিয়েছে।

'কাছাকাছি ছিলাম আমি, গুলির শব্দে কৌতূহলী হয়ে উঠি। আমার চোখের সামনে মেহনের দুই স্যাঙাৎ কবর দিল তোমাকে; আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম কাকে কবরে শোওয়াল ওরা, তাই বিবেকের তাড়না বাদ দিয়ে কবর খুঁড়ে লাশের পরিচয় জানতে চাইলাম। বালির কবর খুঁড়ে দেখি তুমি বেঁচে আছ। এমন তাজ্জব কাণ্ড আর দেখিনি! জীবন্ত একজন মানুষকে এভাবে কবর দেয় কেউ? আশ্চর্য! যাই হোক, খুশি মনে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম। তবে কাজটা করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে, যা ওজন তোমার! বাপ রে, আমার বুড়ো হাড় ভেঙে পড়বার দশা হয়েছিল!'

'আমাকে যখন গুলি করে, তখন কি তুমি ওদের অনুসরণ করছিলে?'

'না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তখন র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর নজর রাখছি, কফি চুরির ধান্ধায় ছিলাম! হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মিনিট দুয়েক পর দেখলাম নীচের ট্রেইল ধরে একটা বস্তায় ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন লোক। মেহনের ওই দুই স্যাঙাৎকে চিনতাম তো, গুলির শব্দের পর ভারী একটা কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে···দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে সমস্যা হলো না।

বুঝলাম কাউকে খুন করেছে ওরা। কফি চুরির ধান্ধা বাদ দিয়ে তখন ড্রাই-গাল্‌শ হওয়া লোকটার পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে পড়লাম। ওই মুহূর্তে যা করণীয় ছিল, ওদের অনুসরণ করলাম।'

পাইপ ধরাল বেমিস। 'এই দুই সপ্তাহে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তোমার বন্ধু ড্যান বেণ্ডার বরখাস্ত হয়েছে। একই নিয়তি হয়েছে পেকার আর টেকো ওই লোকটার। ডাস্টি ব্যারনের সঙ্গে লাগতে গিয়ে কপাল পুড়েছে টেনেসির, ডুয়েলে মারা পড়েছে ও। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছিল ব্যারন, তারপর টেনেসিকে ড্র-তে হারিয়ে দিয়েছে। অবিশ্বাস্য রকম ক্ষিপ্র সে! এদিকে রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে মেহন, এ মুহূর্তে সে-ই ওই র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে। র‍্যাঞ্চ হাউসে গেলে দেখবে সারাক্ষণই মেহনের মারকুটে দু'চারজন বন্দুকবাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

খড়ের তৈরি বালিশে মাথা এলিয়ে দিল স্যাম, ক্লান্ত বোধ করছে। ড্যান বেণ্ডার বরখাস্ত হয়েছে! খবরটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। সঙ্গত কারণও আছে। সি-বার আউটফিটে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও পুরানো ক্রু হচ্ছে ড্যান, রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে শুরু থেকে আছে। মণ্টানা থেকে ভাইয়ের সঙ্গে যখন প্রথম পশ্চিমে আসে রোয়েনা, তখনও স্প্রেডের সঙ্গে ছিল ড্যান।

পাইলট রেঞ্জে যখন গরুর পাল নিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল রোয়েনা, তখন আউটফিটে যোগ দেয় স্যাম রেডলিন। তারপর কত বিপদ, ঝামেলা আর দুর্ভোগ গেছে...কিন্তু অবিচল দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে, নিখাদ আন্তরিকতার সঙ্গে সব সামাল দিয়েছে ড্যান। পাশে পেয়েছে স্যাম, ডেগনার, এমেট ও টেনেসি সহ বহু ক্রুকে। পাঁচজনে অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে গেছে ওরা। সবার মিলিত চেষ্টায় ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে টাম্বলিং-সি।

ব্র্যাণ্ডের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতিদানে বরখাস্ত হলো ড্যান! শুধু তাই নয়, একরকম খেদিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে।

আর···টেনেসি খুন হয়েছে!

রোয়েনা ক্রকেট আসলে কেমন মানুষ? সবচেয়ে পুরানো ও বিশ্বস্ত সব ক্রুকে বাদ দিয়ে এক ঝাঁক রাসলারকে জায়গা দিয়েছে নিজের র‍্যাঞ্চে, জুয়াড়ি এক চালবাজকে তাদের বস্ বানিয়েছে। বিশ্বাস করবার মতো নয়, কিন্তু না-করেও পারছে না স্যাম; বরং এখন বিব্রত বোধ করছে মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা অনুভব করছিল বলে। মনে করেছিল রোয়েনাই ওর কাঙ্ক্ষিত নারী, মনের মানুষ হবে। এতদিনে হয়তো রোয়েনাকে বিয়েই করে ফেলত, স্রেফ আর্থিক অনটনের কারণে সাহস করেনি; মুখ ফুটে মনের কথা জানায়নি। সমৃদ্ধ একটা র‍্যাঞ্চের মালিক, বিপরীতে নিজস্ব বলতে কিছু নেই ওর, বরং রুটি-রুজির জন্যে ওই র‍্যাঞ্চের উপর নির্ভরশীল; কপর্দকহীন ক্রুকে কীভাবে বিয়ে করবে রোয়েনা?

এখন মনে হচ্ছে, বোকার মতো মেয়েটিকে নিজের মনে দেবীর আসনে বসিয়েছে ও, মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছে। নির্ভরযোগ্য ও একান্ত অনুগত ক্রুদের প্রতি এমন অবিচার যে মালিক করতে পারে, তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, তার অধীনে কিংবা তার জন্যে কাজ করতেও স্যামের প্রবল আপত্তি আছে।

'ভাগ্যিস, খুলিটা বেশ শক্ত তোমার,' বেমিসের কণ্ঠে ভাবনা টুটে গেল স্যামের। 'নইলে এতক্ষণে কবরে পচে যেতে! ঠিক চোখের উপর এসে লেগেছিল বুলেট, কিন্তু চামড়া কেটে পিছলে বেরিয়ে গেছে। খুলির হাড় ছড়ে গেছে ওই জায়গায়। সাময়িক কঙ্কাশনে আক্রান্ত হয়েছিলে। লক্ষণগুলো জানি আমি। আর বেশ রক্ত হারিয়েছ···এ ছাড়া বলতে গেলে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি তোমার।'

'এখান থেকে বেরোতে হবে,' বলল স্যাম, তলে তলে অস্থির বোধ করছে। 'রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে ওর কাছে। এভাবে বলা নেই, কওয়া নেই,

এত বিশ্বস্ত ক্রুদের...'

'উঁহুঁ, আগে বরং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নাও,' বাধা দিল বেমিস। 'রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে দেখা করবে? কী লাভ হবে! আদপে ওর কাছে ভিড়তেই পারবে না। মেহনকে ডিঙিয়ে যেতে হবে। সারাক্ষণই মেয়েটার সঙ্গে থাকে মেহন, হাত ধরাধরি করেও হাঁটতে দেখেছি। সবাই দেখেছে, সারাক্ষণই একসঙ্গে থাকে ওরা। সব ক্রুকে যদি বরখাস্ত করে থাকে, নিশ্চিত থাকতে পারো পুরানো ফোরম্যানকে দেখে খুশি হবে না ও।'

অযৌক্তিক কিছু বলেনি বুড়ো। এমন বিশ্বস্ত ক্রুদের যে বিদায় করে দিতে পারে, তার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ হবে?

'এসবের সঙ্গে তোমার ভূমিকা বা অবস্থান কী?'

বেকন ফালি ফালি করে একটা ফ্রাইং প্যানে রাখল মার্ভ বেমিস। 'আগেই বলেছি, টাইসনের হয়ে রাইড করতাম আমি। পোকারে ঠকিয়ে টাইসনের র‍্যাঞ্চ জিতে নেয় মেহন, কিন্তু র‍্যাঞ্চ হারিয়ে একরকম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে টাইসন। কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি।

'এদিকে আসল ঘটনা টের পেয়ে খেপে যায় মেহন। বাথানে গিয়ে টের পায় ওই র‍্যাঞ্চের আদৌ কোন ভবিষ্যৎ নেই, পুরো জমি বালিতে ভরা। মরুভূমি ক্রমে গ্রাস করছে।

'বহুদিন ধরে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, মনে মনে ভেবেছি যদি সম্ভব হয় কোথাও গিয়ে এক টুকরো জমি কিনব। কিন্তু শেন মেহনের এক ক্রু টাকাটা দেখে ফেলে, ব্যাটা ভেবেছিল র‍্যাঞ্চের টাকা মেরে জমিয়েছি। এক্ষেত্রে যা হওয়ার কথা, লড়াই বাধল। শরীরে বেশ ক'টা গুলি নিয়েও পালিয়ে আসতে পারলাম, তবে দুটোকে চিরতরে জব্দ করে দিয়েছি! মেহন লোক লেলিয়ে দিল আমার পিছনে। ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম, ক্যানিয়নে লুকানো সবচেয়ে নিরাপদ মনে হলো।'

সারা দিন গুহায় বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল স্যাম রেডলিন, মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করেছে; নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু করণীয় খুঁজে পায়নি। রোয়েনা ক্রকেট যদি স্বেচ্ছায় শেন মেহনের সঙ্গে গাঁট বেধে থাকে, কী করবার আছে ওর বা অন্য ক্রুদের? আদপে করণীয় একটাই: সম্ভব হলে চলনসই একটা ঘোড়া জোগাড় করে তার পিঠে চেপে তল্লাট ত্যাগ করতে পারে। এবং সবকিছু ভুলে যেতে পারে। তাতেই বোধহয় সবার জন্যে মঙ্গল হবে।

কিন্তু মন মানছে না। এভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেবে? কক্ষণো না! আপাত দৃষ্টিতে যাই মনে হোক, রোয়েনা ক্রকেটের ভূমিকাও রহস্যজনক মনে হচ্ছে। যতটা চিনেছে, এমন আপসে শেন মেহনের কর্তৃত্ব মেনে নেবে না রোয়েনা; প্রশ্নই আসে না। রোয়েনার মতো দৃঢ়চেতা মেয়ে কমই দেখেছে স্যাম, এমনকী পুরুষদের চেয়েও বেশি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী ও। সুবিবেচক বলে মন থেকে রোয়েনাকে সমীহ ও সম্মান করে সব ক্রু; মালিক হিসাবে ভালওবাসে।

দক্ষ এক দল ক্রুর নিরন্তর নির্দেশনা ও সহযোগিতার কারণে মানুষ চিনতে শিখেছে মেয়েটি, শেন মেহনের মতো চালবাজকে চিনতে ভুল করবার কথা নয়–অন্তত তাই মনে করে স্যাম। ওর বদ্ধমূল ধারণা, কোথাও একটা কিন্তু আছে। যত অসম্ভবই হোক, কোন ভাবে হয়তো রোয়েনাকে বাধ্য করেছে মেহন। সম্ভবত ভয় দেখিয়ে।

তারমানে···রোয়েনার ওকেই এখন বেশি দরকার–যখন মহা বিপদে আছে। এ অবস্থায়, স্রেফ সন্দেহ আর অভিমানের বশে চলে যাওয়া মোটেও ঠিক হবে না। অন্তত সন্দেহ নিরসন করতে হবে।

যাই ঘটুক, অন্য কোথাও যাওয়া হবে না। বরং একা হলেও

মেহন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে ও। ড্যান বেঞ্জারদের সঙ্গে যে সম্পর্ক, স্যাম হলফ করে বলতে পারবে তারাও সংগঠিত হচ্ছে, মওকা পেলে শেন মেহনকে ঠিক চেপে ধরবে। স্রেফ সুযোগের অপেক্ষায় আছে। স্যাম যেমন রোয়েনাকে চেনে, ড্যান বা ডেগনারও ঠিক বুঝতে পারবে যে অদৃশ্য কোন কলকাঠি নেড়ে বা গায়ের জোরে রোয়েনাকে কব্জা করেছে মেহন।

সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরল মার্ভ বেমিস। মুখ দেখেই স্যাম বুঝল খবর নিয়ে এসেছে বুড়ো, বলবার জন্যে উসখুস করছে।

'খবর শুনেছ? ওই মেহন হচ্ছে গভীর জলের মাছ!' জিজ্ঞেস করবার আগেই বলতে শুরু করল বেমিস। 'শুধু টাম্বলিং-সি নয়, পুরো এলাকা নিজের আয়ত্তে নেয়ার ধান্ধায় আছে। গত রাতে ম্যানারহাউসে গিয়েছিল স্কট ক্যালভিনের খোঁজে, কিন্তু পায়নি। স্কটের এক বন্ধু আছে না, যার সঙ্গে সবসময়ই পোকার খেলে সে? দু'জনই লাপাত্তা হয়ে গেছে, কেউ কোন খোঁজ দিতে পারছে না।

'জেফরি ডারহ্যামের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় মেহন, পরিণতিতে ডুয়েলে তাকে খুন করেছে। লোকের কাছে শুনলাম পিস্তলে বিদ্যুৎ গতি মেহনের, চোখের পলকে ড্র করে। এরপর ডাস্টি ব্যারন ও সাইলাচ হাচ মিলে আচ্ছামতো পিটিয়েছে লনি সিমন্সকে। মেহন সব লোকের সামনে ঘোষণা দিয়েছে এখন থেকে ও-ই টাম্বলিং-সির বস্ এবং শিগ্‌গিরই রোয়েনা ক্রকেটকে বিয়ে করবে। এও বলেছে ওকে বা ওর বাহিনীকে নিয়ে সমালোচনা বরদাশত করবে না। ও ধরেই নিয়েছে শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সম্ভবত হয়েছেও। আমার তো মনে হয়, ক্যালভিন, সিমন্স বা ডারহ্যাম না-থাকায় কারও হিম্মত নেই মেহনকে চ্যালেঞ্জ করবার। না জানি কত বছর মেহনের ভূত এলাকার ঘাড়ে চেপে থাকে!'

মেহনকে বিয়ে করবে রোয়েনা! বুকে তীক্ষ্ণ চাপ অনুভব করল স্যাম রেডলিন। সহসা উপলব্ধি করল মেয়েটিকে কী গভীর ভাবে ভালবাসে ও! মাত্র টের পেলেও স্যাম বুঝতে পারছে এখন নয়, বরং এ ভালবাসা বহুদিনের। অবচেতন মনে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, সেই মেয়ে বিয়ে করবে মেহনের মতো জোচ্চোর ও চালবাজকে?

'ড্যান বেণ্ডারের কোন খবর জানো?' নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল স্যাম।

'শুনেছি ক্রুদের নিয়ে নিউটন এলাকার দিকে চলে গেছে সে।'

ভোরে জাগল স্যাম রেডলিন। বেডরোল ছেড়ে উঠবার সময় টের পেল মাথা ব্যথা থাকলেও আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছে, অন্তত মনের দিক থেকে। তবে সুস্থ না-থাকলেও বেরোতে হবে। বসে থাকবার মতো সময় নেই। কাজ দেখাতে হবে। দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতায় যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পেরেছে, আর ওর নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যের কারণে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করেছে।

হাত-মুখ ধুয়ে অস্ত্র নিয়ে বসল স্যাম। সাফ-সুতরো করে তেল মালিশ করল। সবশেষে কার্তুজ ভরল। নীরবে ওর প্রস্তুতি দেখল মার্ভ বেমিস, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে স্যাম বুটজোড়া পায়ে গলানোর আগে কিছু বলল না।

'যদি ঝামেলা পাকাতে না-চাও,' পরামর্শ দিল বুড়ো। 'তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তোমার জন্যে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছি। নীচে প্রিকলি পিয়ারের পিছনে যে খোলা জায়গা আছে, ওখানে পাবে ঘোড়াটা।'

'ঘোড়া? বলো কী! এরচেয়ে বড় সুখবর আর হতে পারে না! ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না। অনেক ঋণ জমা

হয়ে গেছে তোমার কাছে। কে জানে, কখনও শোধ দিতে পারব কি-না! যাক্‌গে, ভাবছি র‍্যাঞ্চে ঢুঁ মেরে আসব। যে যাই বলুক, শেন মেহনের এ খেলাটা মোটেও সাচ্চা মনে হচ্ছে না আমার কাছে, কোথাও একটা বড় ঘাপলা আছে।'

'আমার কাছেও মনে হয়নি,' স্বীকার করল বুড়ো, গুহার দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল। 'সকালের দিকে মেয়েটাকে দেখলাম। বেশ কাছ থেকে। ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম, আমার পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা। দেখে মোটেও মনে হয়নি সুখে আছে রোয়েনা। মেহনের সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু হবু বর হিসাবে যেন মোটেও সহ্য করতে পারছিল না। যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে ইচ্ছে না-থাকলেও মেহনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হয়েছে মিস্ ক্রকেট।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম। 'ওই মেয়েকে যদ্দূর চিনি, পরিস্থিতির বদল হওয়া মাত্র ফুঁসে উঠবে। বেশ, তোমার কথামতো রাতেই বের হব।'

'আমিও যাব!' উত্তেজিত স্বরে ঘোষণা করল বেমিস, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। 'তোমার মতো, আমারও গুলি খেতে ভাল লাগে না! কিছু দেনা-পাওনা রয়ে গেছে মেহনদের সঙ্গে, এ সুযোগে হিসাব মিলিয়ে নেয়া দরকার। উঁহুঁ,' স্যামকে আপত্তি করতে দেখে হাত তুলে বাধা দিল। 'দেখো, বাপু, এ লড়াই প্রথম থেকে আমার, এমনকী তুমি মেহনদের দেখবার আগে থেকেই!'

'তুমি স্বেচ্ছায় গুলি খেতে চাইলে আমার কী!' শ্রাগ করে বলল স্যাম। 'তবে সাহায্য যদি করতেই চাও, অন্য ভাবে করো। স্রেফ ঢুঁ মারব টাম্বলিং-সি র‍্যাঞ্চে, মারপিট করব না, তাই সঙ্গে তোমার না-গেলেও চলবে। তুমি বরং এরচেয়েও বড় উপকার করতে পারো। নিউটন এলাকা যেহেতু ভাল করে চেনো, ওখানে

গিয়ে ড্যান বেণ্ডারকে খুঁজে বের করো। আমি বেঁচে আছি শুনলেই ছুটে আসবে ওরা। মেহনের সঙ্গে যখন শো-ডাউন হবে, সবার সাহায্য লাগবে আমার। তবে সাবধান করে দিয়ো, বুলেট ছোঁড়াছুঁড়ির পাগলা পার্টি হবে ওটা!'

'তথাস্তু!'

নাস্তার পর বেরিয়ে গেল বুড়ো। গুহায় একাই রইল স্যাম। পরিস্থিতি খানিক হলেও পরিষ্কার হয়ে এসেছে এখন। তবে আশা জাগানিয়া নয়। টাম্বলিং-সি তো বটেই, খোদ শহরেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে শেন মেহন।

তবে লোকটার প্রশংসা করতেই হবে। ত্বরিত চাল দিয়েছে। প্রতিপক্ষ কিছুই টের পায়নি। প্রায় সফলও হয়েছে বলা চলে। একটুর জন্যে আটকে আছে এখন। টাম্বলিং-সিতে গিয়ে উঠেছে সে, স্যাম রেডলিনকে ড্রাই-গাল্‌শ করিয়েছে, রোয়েনা ক্রকেটের সব পুরানো ক্রুকে খেদিয়ে নিজের পছন্দের লোক বসিয়েছে, নিজেই হয়ে গেছে বস্। সবশেষে ম্যানারহাউসে গিয়ে সম্ভাব্য দুই শত্রুকে একরকম সরিয়ে দিয়েছে–ডারহ্যাম খুন হয়েছে, আর লনি সিমন্স বেদম মার খেয়ে বিরোধিতা করবার সাহস খুইয়েছে।

শহর থেকে কেউ যদি রুখে দাঁড়াত, নিঃসন্দেহে সেই দলের নেতৃত্বে থাকত ডারহ্যাম আর সিমন্স। টেনেসিও খুন হয়েছে, তবে শহরে অচেনা ছিল সে; টাম্বলিং-সির নিরীহ ক্রু হিসাবে জানত সবাই, তাই তার পক্ষে ক্ষুব্ধ জনগণকে সংগঠিত করবার সুযোগ ছিল না। একই ভাবে, টেনেসির খুনের ঘটনা টাম্বলিং-সির দুই ক্রুর অভ্যন্তরীণ কলহের পরিণতি হিসাবে গণ্য হবে।

পরিকল্পনা সার্থকে চরম মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে মেহন। কুশলী ও চৌকস লোক সে। ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। স্বার্থের জন্যে চরম নিষ্ঠুরতা দেখাতে কার্পণ্য করেনি। ঠাণ্ডা মাথায় খুনও করেছে। দৃশ্যত, রোয়েনা ক্রকেটের সায় না-থাকলেও নিজেকে

এলাকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হিসাবে উপস্থাপন করবার খায়েশ দেখিয়েছে। টাম্বলিং-সিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, লোকে মনে করবে সবই রোয়েনার খায়েশ–ফোরম্যান স্রেফ ওর ইচ্ছে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

ডারহ্যামের মৃত্যু আর ক্যালভিনের নিখোঁজে সম্ভবত কিছুই করবে না শহরবাসী। মেহনকে প্রতিরোধ করবার হিম্মত আদপে কারও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এতে কাঁরোই ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা নেই; বরং মেহনের বিরোধিতায় বীরত্ব দেখিয়ে বেঘোরে মারা পড়বে। জুয়াড়ি যে অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক, ইতোমধ্যে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

তাই, সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, সবকিছু শেন মেহনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। টাম্বলিং-সি এবং শহর, সবই। শুধু দুটো ব্যাপারে শতভাগ সাফল্য দেখাতে পারেনি সে: মার্ভ বেমিসকে খুন করতে পারেনি এবং স্যাম রেডলিনকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করলেও আদপে পরপারে পাঠাতে পারেনি।

সন্ধ্যার পর গুহা থেকে বেরোল স্যাম, নীচে ঝোপের পিছনে থাকা খোলা জায়গায় এল। একটা বাকস্কিন ঘোড়া বাঁধা রয়েছে এক উইলোর গুঁড়ির সঙ্গে। ঘোড়াটা অচেনা, অবশ্য পরোয়াও করে না ও। এখন একটা যেন-তেন ঘোড়া পেলেই হলো।

একটু পর বরং বাকস্কিনের পিঠে চড়ে চমৎকৃতই হলো। বেশ শক্তিশালী, তেজী ও ট্রেইলপ্রেমী ঘোড়া। কিছু ঘোড়া সবসময় ছুটতে উন্মুখ হয়ে থাকে। এও তাই।

টাম্বলিং-সির উদ্দেশে যাত্রা করল স্যাম। যতটা সম্ভব আড়াল ব্যবহার করছে, খোলা জায়গায় যাচ্ছে না বললে চলে; এমনকী, আলো-আঁধারি পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও। আধ-খানা চাঁদ রয়েছে আকাশে, ভাসমান ও ছুটন্ত মেঘের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে কখনও কখনও। ঝুঁকি নিতে নারাজ স্যাম, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এরপর

আর কারও হাতে ড্রাই-গাল্‌শ হতে চায় না। ন্যাড়া কয়বার বেলতলায় যায়?

সকালে, নাস্তার পরপরই বেরিয়ে গেছে মার্ভ বেমিস, নিউটন এলাকায় গিয়ে খুঁজে বের করবে ড্যান বেণ্ডারদের। বরখাস্ত ক্রুদের পাশে পেলে কৃতার্থ বোধ করবে স্যাম। এ মুহূর্তে ওর কাছে তাদের গুরুত্ব বা উপযোগিতা এমনকী রোয়েনা ক্রকেটের চেয়েও বেশি। এমেট পেকার ও টেকো বেন ডেগনার খুবই বিশ্বস্ত ও দক্ষ কাউহ্যাণ্ড, ব্র্যাণ্ডের প্রতি অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ; প্রয়োজনে লড়াই করতেও পিছ-পা হবে না, কিন্তু মারকুটে বা বিপজ্জনক বলা যাবে না ওদের। তবে ড্যান বেণ্ডারের কথা আলাদা। নিতান্ত সাধারণ, রঙজ্বলা চেহারা বা ছিপছিপে দেহ দেখে বুঝবার উপায় নেই সময়ে কতটা দুর্ধর্ষ ও বিপজ্জনক হতে পারে এ তরুণ। জীবনে ড্যান বেণ্ডারের চেয়ে ফাস্টগান আর কাউকে দেখেনি স্যাম।

'ড্যান সঙ্গে থাকলে কুছ পরোয়া নেহি,' বিড়বিড় করল ও, বাকস্কিনকে শোনাচ্ছে। 'এক কুড়ি সৈন্যকেও সামাল দিতে পারব!'

টাম্বলিং-সি র‍্যাঞ্চ হাউসের মাইল খানেক দূরে ঝর্নার কিনারে থামল স্যাম, ঝোপের আড়ালে বাকস্কিনকে রেখে সন্তর্পণে হাঁটা দিল। খুব সতর্ক ও, চোখ-কান খোলা। ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।

টাম্বলিং-সির প্রাণকেন্দ্রে এলেও, আদপে নির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা বা পরিকল্পনা নেই ওর। থাকবে কোত্থেকে? আগে তো পরিস্থিতি জানতে হবে; প্রতিপক্ষের অবস্থান, সামর্থ্য ও দুর্বলতা, লক্ষ্য বা খুঁটিনাটি নানা তথ্য জানা হলে তারপর ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা করবে।

আপাতত পরিস্থিতি দেখতে বা বুঝতে আগ্রহী স্যাম। সম্ভব

হলে রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে কথা বলবে, কিংবা শেন মেহনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারলে, পরিস্থিতি অনুযায়ী তখন ব্যবস্থা নেবে।

দূর থেকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত জানালা দেখতে পেল স্যাম। বাড়ির কাছাকাছি এসে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে ও, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ঠায় পড়ে থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করল। ভুল করা যাবে না, চরম খেসারত দিতে হতে পারে। সামান্য ভুলে সবকিছু ভেস্তে যেতে পারে।

চোখে না-দেখলেও স্যাম জানে আশপাশে কেউ আছে, বেমিসের কাছে শুনেছে র‍্যাঞ্চ হাউসে সর্বক্ষণ পাহারায় থাকে কেউ না কেউ। র‍্যাঞ্চ হাউস ফাঁকা রেখে বিপদ আমন্ত্রণ করবার বান্দা নয় শেন মেহন, বরং খুবই সেয়ানা লোক। এত বড় ভুল কিছুতেই করবে না।

হঠাৎ বাঙ্কহাউসের সিঁড়িতে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন চোখে পড়ল। দৃশ্যত, মাত্রই ওর দিকে ফিরেছে লোকটা। নিজের অজান্তে কি কোন শব্দ করে ফেলেছে ও? ভাবল স্যাম।

ঝাড়া চার মিনিট ঠায় পড়ে থাকল ও, কোনরকম অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। যেমন ছিল, তেমনই আছে সব। নিবিষ্ট মনে সিগারেট ফুঁকছে বাঙ্কহাউসের সামনের গার্ড। স্যামের উপস্থিতি টের পায়নি, নইলে ঠিকই সক্রিয় হতো—অন্তত সিগারেট ফেলে সতর্ক হয়ে যেত, কিংবা সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটা কিছু করত।

ভালই হলো, নিশ্চিত হওয়া গেছে যে অন্তত একজন রয়েছে পাহারায়। আরও লোক থাকলে অবাক হবে না স্যাম।

সন্তর্পণে বামে সরতে শুরু করল ও, একটু একটু করে গার্ডের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মিনিট কয়েক পর প্রায় ত্রিশ ফুট সরে আসল, গার্ড আর নিজের মাঝখানে বাড়ির আড়াল পেয়ে

গেছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দেয়ালের কাছে চলে এল, আলোকিত জানালার কাছে পৌঁছে গেছে। স্যাম খেয়াল করল জানালার শার্সি খানিকটা তুলে দেয়া। সম্ভবত উষ্ণ রাত্রির কারণে বাতাস চলাচলের জন্যে শার্সি তুলে দিয়েছে কেউ। খানিক আরও তুলে দিল ও, নিঃশব্দে।

কামরার ভিতরে দৃষ্টি পড়তে শেন মেহনকে দেখতে পেল ও, ডাইনিংরুমের টেবিলে বসে সলিটেয়ার খেলছে। পিস্তল পরিষ্কার করছে রেড ব্যারন, টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসের খেলা দেখছে গ্রেগরি ফুলটন, হাতে সিগারেট।

'একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার স্বপ্ন বহুদিন ধরে দেখেছি,' প্রফুল্ল কণ্ঠে বলছে মেহন, শুনতে পেল স্যাম রেডলিন। 'এবার পেয়ে গেছি সেই র‍্যাঞ্চ। যেন-তেন র‍্যাঞ্চও নয়, দিব্যি রাজার হালে দিন কাটানো যাবে এখানে। তা হলে অযথা ঘোরাঘুরি করা কেন? র‍্যাঞ্চের মালিক অবশ্য আগেও হয়েছি, কিন্তু নিউটন রেঞ্জে হতচ্ছাড়া টাইসনের জমি যদি বালির সাগর হয়, আমার কী করা? বাধ্য হয়ে চলে এলাম। আর এসেই সোনার জমি পেয়ে গেলাম! চিন্তা করা যায়? সারা জীবন ধরে যার স্বপ্ন দেখেছি, তারচেয়েও সমৃদ্ধ একটা র‍্যাঞ্চ আসতে না আসতে পেয়ে গেলাম! সবকিছু যেন তৈরি ছিল...'

'ত্বরিত কারিশমা দেখিয়েছ তুমি, বস্,' প্রশংসার সুরে বলল ফুলটন। 'তবে কিছুটা হলেও ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছ। বিশেষ করে রেডলিনের ব্যাপারে, যখন ওকে পেড়ে ফেললাম আমি আর হ্যাগার্ড। এখানে এসে এ পর্যন্ত যা শুনেছি, রেডলিন চালু লোক ছিল, হাবিজাবি বলে ওকে বুঝ দেয়া যেত না।'

শ্রাগ করল মেহন। 'লোকে তো কত কিছুই বলে, সব কি আর সত্যি হয়? কারও সম্পর্কে যত কথা চালু হয়, আদপে তার অর্ধেক হয়তো সত্যি, বাকিটা স্রেফ লোকের বাড়িয়ে বলা।

যাক্‌গে, রেডলিন হয়তো পিস্তলে চালু ছিল, কিন্তু মগজটা ওর মোটেই চালু ছিল না, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর এ ধরনের খেলায় ঘিলু বা মগজ চালু না-হলে জেতা যায় না।'

থেমে ব্যারনের দিকে ফিরল সে। 'জানো তো, লনি সিমন্সের স্প্রেডটা কোথায়? হর্সটেইল ক্রীকের দক্ষিণে আর আমাদের সীমানা ঘেঁষে। মন্দ নয় জায়গাটা। হাজার একর জমি, পানি বা ঘাসের অভাব নেই। একেবারে শহরের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে। এর মানে বুঝতে পারছ? কেউ যদি টাম্বলিং-সি ও লেযি-এস-এর দখল নিতে পারে, প্রায় পুরো এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

'সিমন্স এখন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। আপাতত কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে, রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত। বিয়ের পর যখন এই র‍্যাঞ্চে আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সিমন্সকে চেপে ধরব। ওর ক্রুদের খেদিয়ে দেব, গরু সরিয়ে ফেলব; বাধ্য হয়ে, একসময় র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে পালাতে কূল পাবে না সিমন্স। যদ্দূর বুঝতে পারছি, পুরো ব্যাপারটা ঘটাতে এক মাসের বেশি সময় লাগবে না।'

পিস্তলের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে তাকাল রেড ব্যারন। 'হুম, বুঝলাম। তুমি দু'দুটো র‍্যাঞ্চ পাচ্ছ, কিন্তু আমরা কী পাব?'

স্মিত হাসল মেহন। 'তোমরা যেহেতু র‍্যাঞ্চ চাও না, অথচ এ ব্যাপারে আমার খুব দুর্বলতা রয়েছে; অগত্যা, র‍্যাঞ্চ আমারই থাকবে। কুছ পরোয়া নেহি, সুখবর আছে একটা! গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, এ র‍্যাঞ্চেই নগদ অন্তত দশ হাজার ডলার রয়েছে রোয়েনার কাছে। ওটা না-হয়,' মুহূর্ত কয়েক, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রেড ব্যারনকে দেখল ও। 'তোমরাই ভাগ করে নিয়ো। আমার তো মনে হয় কে কত বা কীভাবে নেবে, ঠিক করে নিতে সমস্যা হবে না।'

উজ্জ্বল হলো রেড ব্যারনের চাহনি, বসের কথার অন্তর্নিহিত

তাৎপর্য ঠিকই ধরতে পেরেছে। চকিত চাহনিতে গ্রেগরি ফুলটনকে দেখল স্যাম, কিন্তু দারুণ নির্বিকার ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কুখ্যাত ঘোড়াচোরকে–অন্য দু'জনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় খেয়াল করেনি সে, কিংবা ধরতেই পারেনি। স্যাম হলফ করে বলতে পারবে, ব্যারনের সিক্স-শ্যুটারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে ভাগাভাগির। আর সবশেষে, নিজেই পুরোটার মালিক হবে মেহন। ব্যারনকে দিয়ে ফুলটনকে খসাবে, তারপর অন্য কাউকে দিয়ে ব্যারনের গতি করবে…শেষ সাক্ষীকে সে নিজেই সরিয়ে দেবে। ব্যস, ভাগ নেয়ার মতো কেউ আর থাকবে না…

টাকা ছিটালে ফুলটন বা ব্যারনের মতো লোকের অভাব হয় না কখনও। সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার পর, নতুন লোক নিয়োগ দেবে সে…এমনকী চাইলে ভালমানুষও সেজে যেতে পারে।

জানালার নীচে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে আছে স্যাম, চোখ সহ কপালটা শুধু জানালার নীচের শার্সি পেরিয়েছে, তাই ভিতর থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। আলোকিত কামরা থেকে বাইরের অন্ধকারে ওকে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়।

মাথায় দুঃসাহস উঁকি দিচ্ছে স্যামের। ভাবছে এ মুহূর্তে শেন মেহনকে চেপে ধরবে কি-না। সন্দেহাতীত ভাবে পিস্তলে ক্ষিপ্র সে। একা তাকে সামাল দিতে এতটুকু দ্বিধাও করবে না স্যাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। ব্যারন বা ফুলটনও যে চরম নিষ্ঠুর ও বিপজ্জনক লোক, তাও প্রমাণিত হয়েছে–বিশেষ করে, নিজেদের অনুকূলে যখন পরিস্থিতি। উঁহুঁ, তিনজনের বিরুদ্ধে ও একা সুবিধা করতে পারবে না। তা ছাড়া, চরম সৌভাগ্য নিয়ে যদি এ তিনজনকে হতাহত করতে সক্ষমও হয়, বাঙ্কহাউসে নিশ্চয়ই গার্ড ছাড়াও দু'একজন আছে; বিশেষ করে সাইলাচ হাচ আর হ্যাগার্ডের চেহারা যেহেতু দেখতে পায়নি। এর মানে ধারে-কাছে কোথাও আছে তারা। এ ছাড়াও অন্তত দশজন ক্রু রয়েছে

শেন মেহনের। নাম জানা নেই বলে তাদের সম্পর্কে জানে না স্যাম, কিন্তু যে-কেউ বিপজ্জনক হতে পারে।

দূরে খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমে কাছিয়ে আসছে। শক্ত কাদার তৈরি ট্রেইলে জোরাল শোনাল খুরের শব্দ।

'দেখো তো, কে এল!' ফুলটনের উদ্দেশে বলল মেহন, কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ক্ষীণ ছাপ। এ মুহূর্তে কাউকে আশা করছে না।

'অযথা চিন্তা করছ, বস্, বুন আছে পাহারায়। বাঙ্কহাউসে অন্যরাও আছে, সবাই সতর্ক। যেমন নির্দেশ দিয়েছ। যে-ই এসে থাকুক, দেখছি।' দ্রুত পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফুলটন।

মিনিট দুই পর ঠেলে কামরায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো এক লোককে। ছুটে আসায় ও উত্তেজনার কারণে হাঁপাচ্ছে আগন্তুক। তাকে চিনতে পারল স্যাম। ক্যালভিন ও সিমন্সের সঙ্গে নিয়মিতই পোকার খেলেছে এই লোক।

'তুমি শেন মেহন?' জানতে চাইল আগন্তুক। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। মিস্ ক্রকেটের নামে স্টেশনে একটা এক্সপ্রেস প্যাকেজ এসেছে। চাইলে কাল যে-কোন সময়ে নিজে গিয়ে ওটা তুলে নিতে পারবে মিস্।'

মাথা ঝাঁকাল মেহন। এত রাতে খবর দেয়ার নেপথ্যের কারণ সন্ধানে সন্দিহান হয়ে উঠেছে মন, কিন্তু চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কচলাকচলি করতে গেলে রোয়েনা জেনে যেতে পারে, বরং একে ভালয়-ভালয় বিদায় দেয়াই শ্রেয়। 'বেশ, মিস্ ক্রকেটকে জানিয়ে দেব। এতক্ষণে বোধহয় শুয়ে পড়েছে ও, নইলে খবরটা এখনই দেয়া যেত। যাক্‌গে, মনে হয় না জরুরি কিছু। তাই সকালে দেব, কী বলো?'

'বেশ।'

'এক মিনিট! কষ্ট করে যখন এদ্দূর এসেছই,' স্মিত হেসে জানতে চাইল মেহন। 'সঙ্গে করে প্যাকেজটা নিয়ে এলে না

কেন? এই, রেড, ওকে হুইস্কি দাও।'

'নিশ্চয়ই, বস্!' দ্রুত ঘরের কোণে চলে গেল ব্যারন, কাঠের তৈরি তাক থেকে বোতল ও গ্লাস নামাল দ্রুত হাতে।

'মি. মেহন, তোমার বোধহয় ধারণা নেই, এক্সপ্রেস প্যাকেজ খুব গোপনীয় জিনিস। চাইলে যে-কাউকে ডেলিভারি দেয়া যায় না, কিংবা যে-কেউ নিতেও পারে না। শুধু প্রাপক, সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করবার পর অফিস থেকে তা ডেলিভারি নিতে পারে। এটাই নিয়ম।'

'জিনিসটা কেমন, কোন ধারণা দিতে পারবে?' আলাপী সুরে জানতে চাইল মেহন।

'সম্ভবত টাকা বা ওরকম কিছু হতে পারে,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল আগন্তুক। 'ওয়াইওমিং-এর কোন সম্পত্তি থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ বোধহয়।'

'ঠিক আছে, সকাল হলেই মিস্ ক্রকেটকে জানাব খবরটা,' কথা দিল মেহন।

হুইস্কি শেষ করে বেরিয়ে গেল আগন্তুক, শহর পর্যন্ত অনেক পথ বলে দেরি করবে না। মেহনের পক্ষ থেকে পাওয়া সাপারের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল, ক্ষীণ হতে হতে একসময় আর শোনা গেল না।

'আরও টাকার গন্ধ পেলাম যেন?' দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে ফুলটনের হাসি। 'দারুণ ব্যাপার, বস্! শহরে গিয়ে টাকাটা তুলে আনবে মিস্ ক্রকেট আর ওটা কেড়ে নিয়ে ভাগ করব সবাই!'

পিস্তল সাফ-সুতরো প্রায় শেষ রেড ব্যারনের, নরম একটা কাপড় দিয়ে বহুল ব্যবহৃত জিনিসটা মুছল সে। 'ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে মোটেই সহজ মনে হচ্ছে না,' হঠাৎ বলল সে। 'এর মধ্যে ঘাপলা থাকতে পারে। কেন যেন মনে হচ্ছে এখান থেকে

আমাদের বের করা এবং মেয়েটাকে শহরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে একটা চাল দেয়া হয়েছে।'

শ্রাগ করল মেহন। 'মনে হয় না তেমন কিছু, তবুও তর্কের খাতিরে ধরা যাক, যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে? ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, আমাদের সঙ্গে টক্কর দেয়ার সাহস বা হিম্মত ওই শহরে কারও আছে? নেই। যদি থাকেও, অত চিন্তার কী আছে? খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে আগে ফুলটনকে পাঠিয়ে দেব, কোন ঘাপলা যদি ওর চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবে আমাদের। সতর্ক হয়ে যাব।' দুই সঙ্গীকে একনজর করে দেখল সে, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে দু'জনকেই। 'তা হলে ওই কথাই স্থির হলো: কাল বের হব আমরা।'

নেহাত ঢুঁ মারতে এসেছিল স্যাম রেডলিন, ওর উদ্দেশ্য পুরো সফল হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে। প্রত্যাশার চেয়েও বেশি খবর পেয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে গেছে।

এখানে থেকে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ানোর কোন মানে হয় না। অগত্যা ফিরতি পথে রওনা দিল ও। যেমন সতর্কতার সঙ্গে এসেছিল, একই ভাবে ফিরে চলল।

ঘণ্টা খানেক পর এক পাহাড়ি ঢালে ক্যাম্প করল স্যাম। সঙ্গে আনা মামুলি খাবার খেয়ে, বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক উঁচুতে অবস্থানের কারণে নীচের তৃণভূমির বড়সড় অংশ ওর চোখে পড়ছে, বিশেষ করে টাম্বলিং-সিতে ঢুকবার ট্রেইল। কেউ ঢুকলে বা বেরোলে ওর চোখে পড়বেই।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল কাল শনিবার। পে-ডে। কয়েক বছর ধরে এ র‍্যাঞ্চ চালিয়েছে বলে স্যাম জানে শহরে গিয়ে পাঞ্চারদের পাওনা মেটাবে রোয়েনা। রাতটা শহরে কাটিয়ে দেবে। র‍্যাঞ্চে ফিরবে না। এ পর্যন্ত কখনও ফেরেনি। শেন মেহন ওকে বাধ্য না-

করলে, কিংবা কোন জরুরি ব্যাপার না-থাকলে কাল রাতে শহরে পাওয়া যাবে টাম্বলিং-সি মালিককে।

সকালে হালকা নাস্তা সেরে নিয়ে ঘোড়াকে তৈরি করে ফেলল স্যাম, নজর রাখল ট্রেইলের উপর। খোলা প্রেয়ারির ঠাণ্ডার মধ্যে রাত কাটিয়েছে বলে গা ম্যাজম্যাজ করছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে সব মাংসপেশি। হাত-পা নেড়েচেড়ে খিল ছাড়ানোর প্রয়াস পেল ও।

টাম্বলিং-সি র‍্যাঞ্চ হাউস চোখে পড়ছে। সূর্যের প্রথম রশ্মিতে ঝলমল করছে জানালার কাঁচ, কিছু আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসে করালে চলে গেল সাইলাচ হাচ, ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়া ধরতে শুরু করল। রোয়েনার বাদামি মেয়ার, মেহনের দৈত্যাকার গ্রে আর নিজের ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাল সে।

শহরে কী ঘটতে পারে, আঁচ করতে চাইল স্যাম রেডলিন। রেড ব্যারনের মতো ওরও তীব্র সন্দেহ, এক্সপ্রেস প্যাকেজের ব্যাপারটা আসলে কৌশল। ভাঁওতা। ছোট্ট, মামুলি শহরে এমন সার্ভিস অস্বাভাবিক ব্যাপার। শহরের মূল রাস্তার দু'পাশে নয়টা দালান আর কয়েক ডজন বাড়ি…এ নিয়ে শহর।

স্যালুনের পাশে এক্সপ্রেস অ্যাণ্ড স্টেজ অফিস। রাস্তার উল্টো দিকে ক্যালভিন'স স্টোর।

যা-ই ঘটুক, বিপদের মধ্যে থাকবে রোয়েনা। মেহন নির্ঘাত সঙ্গে থাকবে, ওদের ঘিরে থাকবে অন্য ক্রুরা। শো-ডাউন হলে, নিশ্চিত ভাবে রোয়েনার গায়ে গুলি লাগতে পারে।

তরুণ ওই রাইডারের ভূমিকা বা অবস্থান কী? যুবকের শুধু নামটাই জানে স্যাম–স্টিভ–অথচ ওর সম্পর্কে সে অনেক কিছুই জানে। বিশেষ করে ম্যারাভিলাস ক্যানিয়নে স্যামের প্রাণপণ লড়াইয়ের খবর ফলাও করে বলেছে সে। দেখতে বা আচরণে মনে হতে পারে চাল-চুলোহীন, কিন্তু স্যামের সন্দেহ আদপে তা

নয়। ভবঘুরে মানুষের মুখে বুদ্ধিদীপ্ত অভিব্যক্তি বা চাহনিতে তীক্ষ্ণতা থাকে না। কে জানে, হয়তো স্টিভই এক্সপ্রেস প্যাকেজের চাল দিয়েছে; কিন্তু তা কতটা ফলপ্রসূ হয় তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান স্যাম। মেহনরা যে-ধরনের মানুষ, উল্টো উস্কানি পেয়ে যাবে। শত্রুর উপর হামলে পড়বে এ সুযোগে। প্যাকেজের টোপ দেখিয়ে সবাইকে শহরে আনবার নেপথ্যে আসলে কী চায় স্টিভ?

ম্যানারহাউসে এমন কেউ নেই যে পিস্তলে শেন মেহন বা রেড ব্যারনের সমকক্ষ হতে পারে। দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে শুধু বুকের পাটা নয়, দক্ষতাও লাগে।

নাচার হলে ক্যালভিন হয়তো পিস্তল ধরত, যদি থাকত সে, কিন্তু শুধু সাহসই আছে তার, পেশাদার বন্দুকবাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অপরিহার্য দক্ষতা নেই। এক্ষেত্রে শুধু সাহসে হয় না।

সূর্য উঠবার ঘণ্টা খানেক পর নিজের গেল্ডিং-এর পিঠে চেপে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল গ্রেগরি ফুলটন। নিরাপদ আড়াল থেকে তাকে যেতে দেখল স্যাম রেডলিন, ভাবছে এরপর কী ঘটতে পারে। ইতিকর্তব্য স্থির করেছে ও, খুব নির্ভরযোগ্য না-হলেও চলনসই একটা পরিকল্পনা দাঁড় করিয়েছে, যদিও তাতে অনেক কিন্তু বা অনিশ্চয়তা রয়েছে। চুপিসারে শহরে গিয়ে ঢুকবে স্যাম, সুযোগ বুঝে খুন করবে মেহনকে। সম্ভব হলে রেড ব্যারনকেও পরপারে পাঠিয়ে দেবে।

ম্যানারহাউসের আইন হচ্ছে বুড়ো এড জয়েস। সত্তর বয়সে পেনশনের পরিবর্তে মার্শালের চাকরি পেয়েছে। ভালমানুষ, কিন্তু জরাক্রান্ত। শহরের কিনারে একটা বাড়ি আছে তার, কিছু জমিও রয়েছে। পরিবার বলতে আছে কয়েক বছরের ছোট স্ত্রী। কঠোর পরিশ্রমী লোক। নিরীহ ও নির্বিরোধী।

ম্যানারহাউস আগাগোড়া মামুলি এক শহর। ট্রেইল ড্রাইভের

রুট থেকে দূরে থাকায়, কিংবা খনি আবিষ্কৃত না-হওয়ায় শহরে এসবের উত্তাপ লাগেনি কখনও। বেয়াড়া কাউবয়, ভবঘুরে বা ধান্ধাবাজ লোক এখানে কদাচিৎ দেখা যায়। শুরু থেকে নিশ্চিন্তে দায়িত্ব পালন করে এসেছে জয়েস, বলতে গেলে উল্লেখযোগ্য কোন মুসিবতে পড়তে হয়নি তাকে। বিপদ হতে পারে এমন কেউ এখানে নেইও। জেল হাউস ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র একদিন, তাও বহুদিন আগে–শহরের গোড়াপত্তনের সময়। ঘটনাটা খুব কম অধিবাসী মনে করতে পারবে। পে-ডের রাতে সামান্য বেয়াড়া বা মাতাল পাঞ্চারকে হৈ-হল্লা না-করতে বা বাড়ি গিয়ে লম্বা ঘুমের মাধ্যমে মাতলামি নিরসন করতে বলবার মধ্যে এড জয়েসের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকে, এর বেশি কিছু তাকে করতে হয় না বললে চলে।

এ মুহূর্তে ফাঁপরে পড়ে গেছে স্যাম। বরাবর শান্তিপ্রিয় লোক ও, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এখন এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছে যেখানে ন্যায়, আইন বা সভ্য সমাজের সাধারণ রীতি-নীতি খুনে কিছু মানুষের লিপ্সা ও প্রতিহিংসার জন্যে হারিয়ে যেতে বসেছে। আইনের পরোয়া করে না এরা। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে দ্বিধা করে না। শহরের প্রভাবশালী একজন অধিবাসী খুন হয়েছে, অন্যজন চরম অপদস্থ হয়েছে। সদম্ভে নিজ সামর্থ্যের ঘোষণা দিয়েছে এরা–প্রয়োজনে এরচেয়েও ঢের কঠোর বা নিষ্ঠুর হতে পারে। রোয়েনা ক্রকেটকে বিয়ে করবে মেহন, টাম্বলিং-সি গ্রাস করবে–তাতে কে কী মনে করল, চিন্তা করতে বয়ে গেছে ওদের।

উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পর–যদি মেহন সত্যি টাম্বলিং-সি গ্রাস করতে পারে–এলাকায় শান্তি আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই বললে চলে। কেউ যদি মনে করে তাতে সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটবে, সে আসলে চরম বোকা। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, স্যাম রেডলিনের কাছে এখন এর চিকিৎসা একটাই–অসুস্থ অঙ্গ কেটে ফেলা।

কিন্তু স্যাম এও জানে বাস্তবে কাজটা অত সহজ হবে না। এরা নিঃসন্দেহে দুর্ধর্ষ ও খুনে বন্দুকবাজ। এক শেন মেহনকে নিকেশ করা যেখানে কঠিন হবে, তায় ব্যারনের মতো মারকুটে ও হিংস্র পিস্তলবাজ রয়েছে। তবে স্যাম জানে, যেভাবে হোক, এমনকী বিনিময়ে যদি ও নিজে খুনও হয়ে যায়, এদেরকে শেষ করে দিতে হবে। মেহন আর ব্যারনই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এরা না-থাকলে, হাচ বা ফুলটনকে সামাল দিতে পারবে শহরবাসী।

তা ছাড়া, ড্যান বেণ্ডারও রয়েছে। মেহন আর ব্যারনকে যদি খুন করতে পারে ও, তা হলে অন্যদেরকে হটিয়ে দিতে পারবে ড্যান। এ সামর্থ্য সাবেক টাম্বলিং-সি সেগুণ্ডোর আছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পর বাকস্কিনের পিঠে চড়ে ম্যানারহাউসের ট্রেইল ধরল ও। শহর কয়েক মাইল দূরে, তাই তাড়াহুড়ো করছে না। আধ-মাইল এসেছে, এসময় সামনের ট্রেইলে কয়েকশো গজ দূরে তিন রাইডারকে দেখতে পেল। পাশাপাশি এগোচ্ছে রোয়েনা আর মেহন, খানিকটা পিছিয়ে রেড ব্যারন।

একটা সোরেল ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাচ্ছে সাইলাচ হাচ, তবে ভিন্ন ট্রেইল ধরেছে। বোঝাই যাচ্ছে, মেহন চালু লোক। কোনরকম ঝুঁকি নিচ্ছে না। গ্রেগ ফুলটনকে যদি অন্য কোন পথে শহরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে, মোটেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ম্যানারহাউসে প্যাকেজ তুলতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে ধরে নিয়েই যাচ্ছে সে, সেজন্যে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখছে না। মারকুটে ক্রুদের নানা ট্রেইল ধরে উপস্থিত করবে শহরে।

সকালের সূর্যের নীচে উষ্ণ ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে শহরের ধূলিময় মূল রাস্তা। এক্সপ্রেস অফিসের পোর্চের সিঁড়িতে রোদ পোহাচ্ছে স্টিভ। যথারীতি বারের পিছনে রয়েছে নেইল ব্রাউন, উদ্বিগ্ন চাহনি হানছে দরজা ও জানালার দিকে। উসখুস করছে তলে তলে, আসন্ন বিপদের আভাস যেমন পায় বুনো পশু; চাপা উদ্বেগে অস্থির

বোধ করছে। সে জানে, ঝামেলা সন্নিকটে।

ক্যালভিনের স্টোর বন্ধ। দিনের এ সময়ে যা অস্বাভাবিক। মুখ তুলে স্টিভের দিকে চাইল ব্রাউন, কপালে ভাঁজ পড়েছে। মন খুঁতখুঁত করছে তার। স্টিভের মতিগতি ভাল লাগছে না। কখনও যা করে না সে, আজ জোড়া পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে। পিস্তলে মোটেই চালু নয় সে, কিন্তু পেশাদার বন্দুকবাজের ঢঙে নিচু করে পিস্তল ঝুলিয়েছে। কে জানে, হয়তো নিজের মরণ ডেকে আনছে!

পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে গ্লাস মুছছিল ব্রাউন, কাজ শেষ হতে সব গ্লাস বারের নীচের ট্রে-তে নামিয়ে রাখল। নার্ভাস ভঙ্গিতে গ্রেগরি ফুলটনের দিকে চোরা চাহনি হানল বারকীপ, মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করছে। আর জায়গা পেল না এরা, ওর এখানে এসে জুটেছে! হতচ্ছাড়া স্যালুন কি আর নেই শহরে? যত ঝামেলা সব ঘটবে ওর চোখের সামনে!

ড্রিঙ্ক শেষ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ফুলটন। বিল মেটানোর ঝামেলায় গেল না, বয়েই গেছে যেন! দরজার কাছে গিয়ে মূল রাস্তায় দৃষ্টি বুলাল সে, তারপর রাস্তায় নেমে গেল। চারপাশ বড্ড বেশি নীরব! তবে ভিতরে ভিতরে সত্যি উদ্বিগ্ন বোধ করছে বিশালদেহী।

পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে বোর্ডওঅক ধরে নাপিতের দোকানের দিকে এগোল এক লোক, স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজা বন্ধ করবার শব্দটা বেশ জোরাল শোনাল। গলির মুখে ক্যালভিন'স স্টোরের কাছে খিঁচে দৌড় মারল একটা মুরগি, কক্ কক্ করে উঠল কী নিয়ে যেন। এই মাত্র ক্যালভিন'স স্টোরের পিছনে ঘোড়া থামিয়েছে সাইলাচ হাচ, দেখতে পেল ফুলটন। সাই-এর হাতে রাইফেল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে, স্টিভের উরুতে বাঁধা জোড়া পিস্তলগুলো দেখল।

আচমকা চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল ফুটলন, হাঁক ছাড়ল

নেইল ব্রাউনের উদ্দেশে। 'বারের নীচে রাখা তোমার শটগানটা জলদি দিয়ে দাও!'

'কী?' ভড়কে গেছে ব্রাউন। 'কিন্তু আমার কাছে তো...'

'মিছে বলে লাভ হবে না! শটগানটা চাই আমার! এক্ষুণি!'

সাহসী হওয়ার চিন্তা পলকের জন্যে উঁকি দিল ব্রাউনের মাথায়, চট করে শটগান বের করে যদি কাভার করে ফুলটনকে? চাইলে গুলিও করতে পারে, তাই না? কিন্তু সাহসে কুলাল না। দৈত্যাকার মানুষটা যমের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে বারকীপের মনে। অগত্যা...শটগান বের করে বারের উপর তুলে দিল সে।

শটগান নিয়ে পা টিপে টিপে জানালার কাছে চলে গেল গ্রেগ ফুলটন, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে নামিয়ে রাখল। সন্তর্পণে, শব্দ যাতে না-হয়, খুব সতর্কতার সঙ্গে জানালার পাল্লা দুটো খানিক মেলে দিল আরও। দারুণ অবস্থানে আছে এখন, স্টিভের একটু পিছনে এবং ডান দিকে। প্রয়োজন পড়া মাত্র এক গুলিতে শুইয়ে দিতে পারবে স্টিভকে, গাধাটা টেরই পাবে না!

মনটা তেতো হয়ে গেছে ব্রাউনের, অনুশোচনায় পুড়ছে। কী করল সে? শটগানটা দিয়ে দিল কেন? এর পরিণতিতে স্টিভ খুন হয়ে যাবে। অথচ হাসি-খুশি ও দিলখোলা যুবককে খুবই পছন্দ করে ও। নিজেকে কাপুরুষ মনে হচ্ছে ব্রাউনের। ফুলটনের কথা না-শুনে বরং তার দিকে শটগান উঁচিয়ে ধরা উচিত ছিল, কাভার করে স্টিভকে ভিতরে ডেকে আনলেই হতো! এমন কি কঠিন ছিল কাজটা? অনায়াসে করতে পারত! দরকার ছিল সামান্য সাহস, কিন্তু সেটাও দেখাতে পারেনি!

ওর কাপুরুষত্বের জন্যে ভাল একটা ছেলে পিঠে গুলি খেয়ে মারা পড়বে এখন! হতচ্ছাড়া এ শহরে হচ্ছেটা কী? আর কখনও তো এমন অস্থির বোধ করেনি–ব্রাউন নিশ্চিত জানে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে–অথচ এত শান্তিপূর্ণ শহর

পশ্চিমে কমই আছে। মাসে একটা গুলি এখানে ফোটানো হয় কি-না সন্দেহ, পে-ডের দিন হৈ-হল্লা করতে আসা পাঞ্চাররাও কখনও গুলি করে না।

রাস্তা ধরে এগিয়ে এল শেন মেহন, সঙ্গে রোয়েনা ক্রকেট। ক্লান্ত ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, অস্বাভাবিক বড়সড় দেখাচ্ছে চোখ দুটো। কয়েক গজ পিছন পিছন আসছে ব্যারন। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সে, স্যাডল ছেড়ে রাস্তার ওপাশে হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধল।

স্যালুনের ভিতরে, বারের পিছন থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে নেইল ব্রাউন। পশ্চিম দিক থেকে স্টিভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শেন মেহন আর রোয়েনা ক্রকেট। খানিক উত্তর-পশ্চিমে ব্যারন। নাক বরাবর উত্তরে ক্যালভিন'স স্টোরের ছায়ায় লুকিয়ে আছে সাইলাচ হাচ। স্যালুনের ভিতরে গ্রেগরি ফুলটন। চারদিক থেকে স্টিভকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। কোন সম্ভাবনাই নেই। সামান্য বেতাল করা মাত্র খুন হয়ে যাবে।

লনি সিমন্সের বড় ভাই ফ্রাঙ্ক স্থানীয় এক্সপ্রেস এজেন্ট। দুই ভাইয়ের মধ্যে বয়সের বেশ ব্যবধান। অফিস থেকে, জানালা দিয়ে শেন মেহনকে আসতে দেখতে পেল সে, রেড ব্যারনকেও দেখতে পাচ্ছে।

জুত হয়ে দাঁড়াল স্টিভ, মেহনের পাশাপাশি রোয়েনাকে পোর্চ নাগাদ আসতে দেখে স্মিত হাসল।

'প্যাকেজ নিতে এসেছ, মিস্ ক্রকেট?' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল স্টিভ। 'নিয়ম অনুসারে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ম্যা'ম। আমি কি জিজ্ঞেস করব?'

'কীসের কর্তৃত্বে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল মেহন।

স্যালুনের পিছনে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে থাকা স্যাম রেডলিন উত্তরটা স্পষ্ট শুনতে পেল। 'টেক্সাস রাজ্যের দেয়া

কর্তৃত্বে, মেহন,' দ্বিধাহীন, নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল স্টিভ। 'আমি একজন টেক্সাস রেঞ্জার।'

শব্দ করে হাসল শেন মেহন, হাসিতে সামান্য আমোদও নেই। 'এটা টেক্সাস নয়, দোস্ত, আর মিস্ ক্রকেটও কারও কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না।'

স্যালুনের পিছনের দরজা খুলে সন্তর্পণে ভিতরে পা রাখল স্যাম রেডলিন।

সামনের নাটকে পূর্ণ মনোযোগী হলেও দরজা খুলবার শব্দ ঠিকই শুনতে পেল ফুলটন। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। রেগে গিয়ে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। এমন অসময়ে বাগড়া দিতে এসেছে কোন্ হারামী? এবার বিষম খাওয়ার পালা! যাকে নিজ হাতে কবর দিয়েছে, সেই স্যাম রেডলিন দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে! শটগানটা নামানো, জানালার ঠিক নীচে। ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ হবে না।

অগত্যা···হোলস্টারে ছোবল মারল ফুলটন। বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করতে গিয়েও টের পেল দেরি হয়ে গেছে, রেডলিন যেন জাদু জানে–ভোজবাজির মতো হাতে উঠে এসেছে খুনে পিস্তল। নগ্ন ভয়ঙ্কর নলের আগায় কমলা আগুন দেখতে পেল সে, পরমুহূর্তে বুকে বুলেটের তীব্র ধাক্কা টের পেল। দুই হাঁটু যেন হঠাৎ মাখনে পরিণত হয়েছে, হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে বোর্ডের তৈরি মেঝেয়।

বাইরে তখন নরক নেমে এসেছে। দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে রোয়েনা ক্রকেট। স্টিভের অবস্থান দেখেই আঁচ করেছে কী হতে যাচ্ছে। মুহূর্তে স্পার দাবাল, নিজের ঘোড়াকে প্রায় আছড়ে ফেলল শেন মেহনের গ্রে-র উপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় বেমক্কা অবস্থায় চলে গেল মেহন, সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হতে পারল না।

পরমুহূর্তে স্যাডল থেকে ছেঁচড়ে নেমে গেল রোয়েনা, ঝাঁপ

দিল। বোর্ডওঅকের কিনারা ঘেঁষে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও।

প্রায় একসঙ্গে গুলি শুরু করেছে সবাই। রোয়েনার আচমকা বাগড়ায় মহা বিরক্ত হয়েছে মেহন, ক্ষিপ্ত স্বরে গাল বকল সে, তবে সক্রিয় হতে দেরি করল না। চোখের পলকে ড্র করেই গুলি করল স্টিভের উদ্দেশে। একই মুহূর্তে রেড ব্যারনের উদ্দেশে ট্রিগার টেনেছে টেক্সাস রেঞ্জার।

সহসা স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল স্যাম রেডলিন, নিজেকে শেন মেহনের ঠিক সামনে আবিষ্কার করল। ততক্ষণে নিজের ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে জুয়াড়ি।

মেহনকে লক্ষ্য করে গুলি করল স্যাম, একই মুহূর্তে সাইলাচ হাচের পাঠানো লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট ওর পাশে পোর্চের পোস্ট থেকে কাঠের খাবলা তুলল।

স্যামের দিকে ঘুরে গেল মেহনের পিস্তল, নিশানা বরাবর আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে ট্রিগার টেনেছে স্যাম। গুলি করল মেহন। দু'জনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

স্যামের দ্বিতীয় গুলি বিদ্ধ করল জুয়াড়িকে, স্যাডলে ঝাঁকি খেল দেহ। পতন ঠেকাতে বাম হাতে পমেল আঁকড়ে ধরল সে। এক কদম আগে বাড়ল স্যাম, জুতমতো পরের গুলি করতে চায়; কিন্তু কী যেন আঘাত করল ওকে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

আচমকা যেন চোখের সামনে উদয় হলো রেড ব্যারন, পৈশাচিক আনন্দে চিকচিক করছে চোখজোড়া। কিন্তু তার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না স্যামের পাঠানো গুলিতে মুখটা তুবড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

স্টেজ স্টেশন ও ক্যালভিন'স স্টোরের ভিতর থেকেও গুলি করছে কেউ। শহরের কিনারে খুরের জোরাল শব্দ, তুমুল বেগে ছুটে আসছে এক রাইডার। সেকেণ্ড খানেক পর দেখা গেল

তাকে–ঘোড়াটা রক্তলাল আর ইণ্ডিয়ানদের মতো স্যাডল থেকে শরীর ছেড়ে দিয়ে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় রাইড করছে আরোহী; ঘোড়ার ঘাড়ের নীচ দিয়ে অনবরত গুলি করে যাচ্ছে। এমন অসাধারণ কৌশল শুধু দুর্ধর্ষ অ্যাপাচি বা অন্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়, সাদাদের মধ্যে যা একেবারে বিরল। সম্পূর্ণ ভিন্ন রণকৌশল আর রক্তলাল ঘোড়াটা দেখে স্যাম জেনে গেল রাইডারের পরিচয়–ড্যান বেণ্ডার ছাড়া দুনিয়ায় আর কে আছে এ ঘোড়ার পিঠে চড়বে?

ভূপাতিত হয়েছে শেন মেহন, একাধিক গুলি ঢুকেছে শরীরে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অকেজো ও অবশ হাতের কারণে অবশ্য জুত করতে পারছে না, বরং হামাগুড়ির সময় পেটকে বেশি ব্যবহার করছে। বালির মধ্যে ছেঁচড়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য করুণ দেখাল। পিস্তল হারিয়ে ফেলেছে সে, জানে না কোথায় পড়েছে; কিন্তু ডান হাতে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি দেখা যাচ্ছে। ধীর গতিতে, অন্যদের অগোচরে রোয়েনা ক্রকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জুয়াড়ি।

পিস্তল তুলে ট্রিগার টানল স্যাম, কিন্তু শূন্য চেম্বারের ক্লিক শব্দ কলজে কাঁপিয়ে দিল ওর। চট করে অন্য পিস্তলের কথা মনে পড়ল। কয়টা কার্তুজ যেন আছে ওটায়? মনে নেই!

যাই হোক, চেষ্টা চালাতে হবে। দ্রুত বাম হাতে পিস্তল বের করল ও, কারণ না-জানলেও হঠাৎ টের পেল ডান হাতে কোন জোর পাচ্ছে না, বরং পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে! জোড়া পিস্তল ঝোলায় স্যাম, ড্রও করে, তবে জীবনে খুব কম বাম হাতে ট্রিগার টিপেছে; কিন্তু এখন বাম হাতে লক্ষ্যভেদ করতে হবে…

বোর্ডওঅকের কিনারে মাথা নিচু করে পড়ে আছে রোয়েনা, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার উল্টোদিকে। ড্যানের সঙ্গে তুমুল গোলাগুলি চলছে অন্যদের। এদিকে ওর একেবারে কাছে

চলে এসেছে মেহন, কিন্তু কিছুই টের পায়নি রোয়েনা।

রোয়েনাকে ছাড়িয়ে গেল স্যামের পিস্তলের নিশানা, লম্বা দম নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। ফলাফলটা দেখতে পেল পরিষ্কার: তপ্ত সীসার ধাক্কায় প্রবল ঝাঁকি খেল শেন মেহনের শরীর। ফের গুলি করল স্যাম। এক গড়ান খেয়ে স্থির হয়ে গেল মেহনের দেহ, হাত থেকে ছুরি খসে পড়েছে।

ছুটে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল ব্রাউন, হাতে শটগান। বন্ধ স্টোরের দরজা খুলে রাস্তায় উদয় হলো স্কট ক্যালভিন, হাতে রাইফেল। সবাই জানত উধাও হয়ে গিয়েছিল সে, আসলে শহরে ছিল–স্টোরেই ঘাপটি মেরে ছিল।

এখন আর গোলাগুলি হচ্ছে না।

চারপাশে দৃষ্টি বুলাল স্যাম। ডান কাঁধ অবশ লাগছে, ঘাড় ফেরাতে পারছে না। নিথর পড়ে আছে হাচ ও ব্যারনের দেহ। সংবিৎ ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রোয়েনা ক্রকেট, ছুটে আসছে স্যামের দিকে। ওদিকে রক্তলাল ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ফিরে আসছে ড্যান বেণ্ডার, গুলি করতে করতে ছুটে গিয়েছিল।

উঠতে চাইল স্যাম, কিন্তু হাঁটুয় জোর পাচ্ছে না, বরং মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মনটা তেতো হয়ে গেল, না জানি রোয়েনা ওকে কত দুর্বল ভাবছে! ফের প্রাণপণ চেষ্টায় উঠতে চাইল স্যাম, কিন্তু অন্ধকার নেমে এল চোখে।

ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, রোয়েনাকে দেখতে পেল পাশে। অন্য পাশে, হাঁটু গেড়ে বসেছে ড্যান বেণ্ডার। 'ধ্যাৎ, কী যে হলো তোমার, স্যাম!' ভর্ৎসনা সেগুণ্ডোর কণ্ঠে। 'মাত্র দুটো গুলি লেগেছে, তাও গুরুতর কিছু না, অথচ তুমি দেখছি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ! উঠে পড়ো, স্যাম! সীসার ধকল সামাল দিতে পারছ না আর?'

'কী ঘটেছে, বলো তো!' সেগুণ্ডোর খুনসুটিতে পাত্তা দিল না

স্যাম, বরং জরুরি খবর নেয়া উচিত মনে করছে।

'একেবারে জঞ্জাল সুদ্ধ সাফ! মনে হয় না মেহনের ক্রুদের কেউ বাকি আছে। হয় হতাহত, নয়তো তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। সময়মতো মার্ভ বেমিসকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলে, স্যাম। খবর পেয়ে আর দেরি করিনি, সরাসরি র‍্যাঞ্চে ছুটে গেছি। হ্যাগার্ড ঝামেলা পাকাতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে শায়েস্তা করতে অসুবিধা হয়নি। ওর সঙ্গে বেশ ক'জন ছিল, তবে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে পালিয়ে গেছে।

'এমকে র‍্যাঞ্চের দায়িত্বে রেখে শহরে চলে এলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল এদিকে আমাকে দরকার হতে পারে। শহরের কাঁছাকাছি এসেছি, এসময় গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আর শহরে যখন ঢুকেছি, চারপাশে তুমুল গোলাগুলি চলছে। হুট করে যেন বন্দুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই, ঠিক তা না-হলেও শব্দ শুনে তাই মনে হচ্ছিল। একেবারে চৌঠা জুলাই-এর উদ্‌যাপনের মতো!

'সাইলাচ হাচ খতম! চারটা বুলেট শরীরে নিয়ে পরপারে রওনা দিয়েছে রেড ব্যারন। ফুলটন তো শুরুতেই শেষ। আর শেন মেহন এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে বটে, তবে ওর আয়ু শেষ হতে বেশি বাকি নেই।'

তীব্র মাথা ব্যথা হচ্ছে স্যামের, আর দারুণ দুর্বল ও অসুস্থ বোধ করছে। এতটাই যে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার তাগিদ বোধ করলেও নড়তে ইচ্ছে করছে না। স্রেফ বসে থাকতে চায়, আর ভুলে যেতে চায় গত কয়েকদিনের বিশ্রী ঘটনাগুলো।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত, কাঁপা হাতে পিস্তলে কার্তুজ ভরতে গেল ও। এক পিস্তলে তিনটা তাজা কার্তুজ ভরা! গোলাগুলির এক ফাঁকে ঠিকই রিলোড করেছিল, কিন্তু বেমালুম ভুলে বসে আছে!

সামনে চলে এল স্টিভ। 'আমার নাম বেন কুপার, স্যাম। নানা উপায়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মিস্ ক্রকেটকে নিরাপদ দূরত্বে

সরিয়ে দিয়ে মেহনের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়ার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না দেখে শেষে এক্সপ্রেস প্যাকেজের ফাঁদটা পেতেছি। ভেবেছিলাম এভাবে মেহন বাহিনীর বজ্র আঁটুনি থেকে বের করে আনতে পারব মেয়েটিকে, কিন্তু ওরা যে উল্টো দলবল নিয়ে নানা দিক থেকে আমাকে চেপে ধরবে, তা মাথায় আসেনি। ভাগ্যিস, সময়মতো হাজির হয়েছ তোমরা!'

বন্ধুদের সহায়তায় স্যালুনে এল স্যাম। ততক্ষণে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছে স্কট ক্যালভিন। 'এই মাত্র মারা গেল শেন মেহন,' জানাল স্টোর মালিক। 'ওর খিস্তি যদি শুনতে! ভাবতেও পারিনি মৃত্যুর সময় এভাবে অন্যদের গালাগাল দেয় লোকে!'

আরামদায়ক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল স্যাম, ডাক্তার ওর শুশ্রূষা করছে। আবারও বিস্তর রক্ত হারাল। ধকল সামলে নিতে সময় লাগবে। 'একটা বিছানা দরকার,' ড্যানকে বলল স্যাম। 'শহরে নিশ্চয়ই হোটেল আছে?'

'উঁহুঁ, তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব,' দৃঢ় স্বরে জানাল রোয়েনা ক্রকেট। 'তোমার অনুপস্থিতিতে সবকিছু জগাখিচুড়ি হয়ে আছে। স্যাম, মেহন আমাকে বলেছিল তুমি নাকি চলে গেছ, ড্যানকে সঙ্গে নিয়ে গেছ। ড্যানের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো মিথ্যেটা ধরা পড়ত, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখাই হয়নি ওর। সবকিছু থেকে ওরা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখল। মেহন বলল উপযুক্ত লোক পাওয়া পর্যন্ত সে-ই র‍্যাঞ্চের দেখাশোনা করবে। এরপরই লোকজন নিয়ে টাম্বলিং-সি দখল করে বসল সে, আমাকে এক কামরায় বন্দি করে ফেলল। ড্যান বোধহয় দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় ভড়কে গিয়েছি, বুঝতে পারছিলাম না কী করব। তুমি যদি থাকতে, কিংবা যদি জানতাম আদপে আমাকে ছেড়ে যাওনি, বরং আহত হয়েছ, তা হলে...'

'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না,' বাধা দিল স্যাম, চোখ বুজেছে। এখন এমনকী ওর কাঙ্ক্ষিতা নারীর কথাও ভাল লাগছে না, শুধু একটা জিনিসই চাইবার আছে–বিশ্রাম।

টেকোর সাহায্য নিয়ে বাকবোর্ডে উঠল স্যাম, পাটাতনে ওর পাশে বসেছে রোয়েনা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খুব সাবধানে যাওয়ার তাগিদ দিল ক্রুদের। স্যামের সুস্থতা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উদ্বিগ্ন। তবে আশাবাদী ও, নিজেই যেহেতু নার্সের দায়িত্ব নেবে, আশা করা যায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে সে।

চালকের আসনে উঠে বসল টেকো ডেগনার। 'জানো, ধাড়ি বুটিদার সেই লংহর্নটাকে পাওয়া গেছে কোথায়?' উত্তেজিত স্বরে জানাল কূক। 'গতকাল ওকে খুঁজে পেয়েছি! আরও ত্রিশটা গরু সহ রেঞ্জের একেবারে উত্তরের এক উপত্যকায় গিয়ে লুকিয়েছে। ব্যাটাকে ওখান থেকে বের করে আনাই যাচ্ছিল না, কিছুতে ওই উপত্যকা ছাড়বে না।'

'আমার সঙ্গে মিল আছে ওটার,' মন্তব্য করল স্যাম। 'অভ্যস্ত জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে শান্তি পায় না।'

'অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা তা হলে করছ কেন, স্যাম?' আহত স্বরে জানতে চাইল রোয়েনা ক্রকেট। 'আমি চাই টাম্বলিং-সিতে থাকবে তুমি, যেমন ছিলে সবসময়। তোমাকে ছাড়া ওই র‍্যাঞ্চ অসম্পূর্ণ। আমার জীবনও অসম্পূর্ণ, স্যাম!'

প্রত্যয়

মরবার আগ পর্যন্ত প্রাণপণ লড়েছে লোকটা। লোক না-বলে তরুণ বলা উচিত। সবে কৈশোর পেরিয়েছে, তবে এই পশ্চিমের জন্যে যথেষ্ট বয়স।

ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে, সামনে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল তরুণ, ওভাবেই আছে এখনও। শিথিল আঙুল ছুঁইছুঁই করছে পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্টের বাঁট। কোলের কাছে মেঝে আর কাপড় রক্তে সয়লাব। চারদিকে আলামত দেখে বোঝা যায় তাকে পরপারে পাঠাতে যথেষ্ট সময়, শ্রম এবং আয়াস ব্যয় করতে হয়েছে খুনিদের।

মরবার আগে অন্তত তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে সে।

এখানে লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটেছে বটে, তবে শুরুটা হয়েছিল অন্য কোথাও। কেবিন দেখে বোঝা যায় বহুদিন ধরে অব্যবহৃত ছিল, মৃত তরুণের স্পারেও রক্ত লেগে আছে, শরীরের কয়েকটা ক্ষতের মধ্যে অন্তত একটা বেশ পুরানো। আনাড়ি হাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্যে চেষ্টা করা হয়েছিল।

টাম্বলিং-সি রাইডাররা খুঁজে পেয়েছে লাশটা।

হাঁটু গেড়ে বসে হতভাগ্য লোকটার কোল্ট তুলে নিল টেকো বেন ডেগনার। 'চেম্বার খালি!' উত্তেজিত স্বরে বলল ও। 'জীবিত অবস্থায় শেষ বুলেটটাও খরচ করেছে সে, তারপর ওকে খুন করেছে তারা।'

'শরীরটা গরম এখনও?' জানতে চাইল টাম্বলিং-সি র‍্যামরড স্যাম রেডলিন। 'গানপাউডারের গন্ধ পাচ্ছি।'

'আমার ধারণা বড়জোর ঘণ্টা খানেক আগে মারা গেছে ও। না-জানি কী নিয়ে এই ফ্যাসাদ!'

কোন কিছু হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ভেবে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর চালাল স্যাম। 'পরিস্থিতি সুবিধার মনে হচ্ছে না।' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এমেট পেকার আর সেগুণ্ডো ড্যান বেণ্ডারের দিকে ফিরল ও। 'বাইরে কিছু পেলে?'

'বিপক্ষের অন্তত একজন তাজা একটা ক্ষত নিয়ে গেছে, সমানে রক্ত ঝরছিল,' সিগারেট রোল করতে করতে বলল ড্যান। 'সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে একা মরেনি ছেলেটা, অন্তত একজনকে নিকেশ করেছে। শেডে কোন খাবার নেই, কিন্তু বাইরে ঘোড়ার পিঠে দারুণ সুন্দর একটা স্যাডল দেখলাম। জিনিসটা দামীও।'

'এখানেই আমাদের আসবার কথা, তাই না?' জানতে চাইল পেকার। 'বর্ণনা যা শুনেছি, মিলে যায়।'

সহসা মুখ তুলে তাকাল ডেগনার। 'কেউ আসছে!' জরুরি কণ্ঠে বলল সে। 'বেশ কয়েকজন!'

ঝটপট লুকিয়ে পড়ল তিন ক্রু। ফায়ারপ্লেসের প্রান্তে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে, উইণ্ডোসিলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ড্যান। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল স্যাম রেডলিন। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার,' বিড়বিড় করল ও। 'সদ্য মৃত একজন লোকের সঙ্গে আমাদের দেখবে লোকজন।'

মিনিট খানেকের মধ্যে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেল ছয় রাইডার। সবার সামনে ধূসর ঘোড়ায় আসীন গাট্টাগোট্টা এক লোক, পাশে দীর্ঘদেহী মাঝবয়সী লোকটার বুকের কাছে শার্টে একটা ব্যাজ আঁটা।

বাইরের রেইলে বাঁধা ঘোড়া আর দোরগোড়ায় দাঁড়ানো স্যাম

রেডলিনকে দেখে আচমকা রাশ টানল রাইডাররা। স্পষ্টত স্যামের উপস্থিতি ত্যক্ত ও বিস্মিত করেছে খাটো লোকটাকে। 'কে তুমি? এখানে কী করছ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

'একই প্রশ্ন তো আমারও,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল স্যাম। 'এটা তো ফায়ারবক্স রেঞ্জ, তাই না?'

'মার কাছে মামার বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করছ?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভর্ৎসনা করল খাটো লোকটা। 'আমি জানব না তো কে জানবে! এটা যে আমারই র‍্যাঞ্চ।'

'এখনও কি তুমিই মালিক?' শান্ত, কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল স্যাম। 'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যাক্‌গে, কখনও অ্যালবি বাওয়ারের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই! ফায়ারবক্সের মালিক ছিল সে।'

'ঠিক। র‍্যাঞ্চটা টাম্বলিং-সির রোয়েনা ক্রকেটের কাছে বেচে দিয়েছে সে। আমি মিস্ ক্রকেটের ফোরম্যান স্যাম রেডলিন, ওর হয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছি।'

স্যামের জবাব একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে লোকটাকে, মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তারপর বিস্ফোরিত হলো সে। রাগে জ্বলে উঠল দুই চোখ। 'অসম্ভব! জেমস বাওয়ারের দেয়া নোট আছে আমার কাছে! বুড়ো টমের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল ও, নগদ টাকা নিয়ে পুরো র‍্যাঞ্চ আমার কাছে বেচে দিয়েছে জেমস।'

'কবে?' স্যামের শান্ত প্রশ্ন। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে ওর মাথায়। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে কোথাও বড়সড় ঘাপলা হয়ে গেছে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও—ফায়ারবক্সে রোয়েনা ক্রকেটের মালিকানা নিয়ে কোন সংশয় নেই। চুক্তির কপি এ-মুহূর্তে ওর পকেটেই আছে। স্যামের ধারণা খাটো লোকটা যে তারিখ বলবে, তার আগেই ওটা করা হয়েছে।

কেবিনে মৃত তরুণ সম্ভবত জেমস বাওয়ার, স্যামের অনুমান।

'অত কথা বুঝি না!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'এটা আমার জমি! ভাল চাইলে কেটে পড়ো, নইলে খেদিয়ে বিদায় করব!'

'অত উত্তেজিত হয়ো না, রিগেল,' এই প্রথম মুখ খুলল শেরিফ। 'শুধু দাবিই করেছে লোকটা, দখল নেয়নি। সত্যি যদি মরবার আগে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে থাকে অ্যালবি বাওয়ার, তা হলে তোমার কাগজের ফুটো পয়সাও মূল্য নেই।'

ব্যাপারটা যে রিগেল নামের লোকটার মাথায় খেলেনি তা নয়, বরং ঠিক এজন্যেই খেপে গেছে সে। শেরিফ উপস্থিত না-থাকলে এতক্ষণে জান বাঁচাতে গুলি ছুঁড়তে হতো ওকে, নিশ্চিত স্যাম। তা ছাড়া, এখন পর্যন্ত চেহারা দেখায়নি টাম্বলিং-সি ক্রুরা, তাই ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত রয়ে গেছে রাইডাররা।

'শেরিফ, প্রায় পনেরো মিনিট আগে এখানে এসেছি আমরা,' জানাল স্যাম। 'এসে দেখি কেবিনের ভিতরে এক লোক মরে পড়ে আছে। অবস্থা দেখে মনে হলো জান বাঁচাতে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়েছে সে, কার্তুজ শেষ হয়ে যেতে ওকে খুন করেছে লোকগুলো।'

'কিংবা তুমি ওকে গুলিটা করেছ,' জুড়ে দিল রিগেল।

দরজা জুড়ে রয়েছে স্যামের দীর্ঘ ও সুঠাম দেহ। কোথাও বাড়তি মেদ নেই। রোদপোড়া ত্বক। চাহনি পোড়খাওয়া, নিরাবেগ ও সতর্ক।

'কাউকে গুলি করিনি আমি,' অনুত্তেজিত কিন্তু স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করল স্যাম। 'শেরিফ, আমার নাম স্যাম রেডলিন। এখানে এসেছি আমার বসের হয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে। নগদ টাকা দিয়ে বাওয়ারের কাছ থেকে র‍্যাঞ্চটা কিনেছে আমার বস্, লেনদেনের সব কাগজ বা শর্ত কোর্টে রেকর্ড করা হয়েছে। পরবর্তী করণীয় হিসাবে র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে নিতে এখানে এসেছি

আমরা।'

ক্ষণিকের জন্যে থামল ও। 'কেবিনের মৃত তরুণ আমার অচেনা, তবে অনুমান করতে বললে বলব সে জেমস বাওয়ার। ওকে খুন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল খুনিরা। বিপক্ষে একাধিক লোক থাকলেও ভড়কে যায়নি ছেলেটা, বরং প্রাণপণ লড়ে গেছে। আমার তো মনে হয় হঠাৎ আহত হয়েছে বা হুট করে মরে গেছে এমন দু'জন লোকের খোঁজ করলে জেমস বাওয়ারের খুনির পরিচয় বের করতে পারবে।'

স্যাডল ছাড়ল শেরিফ। 'কী করব সেটা পরের ব্যাপার, তবে আগে চারপাশটা দেখে নিই। রেডলিন, আমার নাম জ্যাক ওয়াল্ট।' ইশারায় গাট্টাগোট্টা লোকটাকে দেখাল সে। 'ওর নাম ডিক রিগেল, রানিং-আর-এর মালিক।'

শেরিফকে জায়গা দিতে এক পাশে সরে দাঁড়াল স্যাম।

ততক্ষণে ফায়ারপ্লেসের আড়াল থেকে সরে ঘরের কোণে চলে গেছে ড্যান বেণ্ডার, জানালায় নিজের চেহারা দেখাল।

লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শেরিফ। 'ঠিকই অনুমান করেছ, রেডলিন, ও জেমস বাওয়ার। দেখে মনে হচ্ছে ওর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, কয়েকজনের একটা ঝড়,' বলল স্যাম। ড্যান যেহেতু বাইরে নজর রাখছে, তাই নিশ্চিন্ত মনে ভিতরে ঢুকেছে। জেমস বাওয়ারের দেহে পুরানো ক্ষতটা দেখিয়ে শেরিফকে বলল, 'তবে সেও কম জ্বালায়নি ওদের। অন্য কোথাও গুলি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে এখানে ছুটে এসেছিল। ওর স্পারগুলো দেখো। সাহায্য পাওয়ার আশায় এখানে এসেছিল বেচারা, কিন্তু পায়নি।'

বাওয়ারের দেহের ক্ষত আর শূন্য কার্তুজের কেস নিরীখ করল শেরিফ। বাইরে রাখা বিধ্বস্ত মাসট্যাঙ ঘোড়াটার কথা শুনল স্যামের কাছ থেকে, কিন্তু নিজের চোখে দেখবার জন্যে বেরিয়ে

গেল সে।

যেমন হওয়া উচিত, মানুষটা তেমনই, শেরিফ ওয়াল্ট বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে ভাবল স্যাম। সতর্ক, ধীর-স্থির এবং বুদ্ধিমান, চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে অনিচ্ছুক। কারও কথায় নাচতে নারাজ, বরং চাক্ষুষ প্রমাণ আর তথ্যের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করল স্যাম। অচেনা এক র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছে আর র‍্যাঞ্চ-মালিকের ছেলের লাশের পাশে ওদের উপস্থিতি যে-কাউকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে প্ররোচিত করবে, বিশেষ করে যখন চৌহদ্দিতে ওরা নবাগত এবং স্থানীয় একজন র‍্যাঞ্চার একই র‍্যাঞ্চের মালিকানা দাবি করছে। সন্দেহ নেই ডিক রিগেল এলাকায় কেউকেটা গোছের কেউ হবে। জ্যাক ওয়াল্টের জায়গায় অন্য কোন শেরিফ হলে নির্ঘাত ফেঁসে যেত টাম্বলিং-সি ক্রুরা।

পরিস্থিতি বুঝে ফেলতে ডিক রিগেলেরও দেরি হয়নি। চট করে বুঝে নিয়েছে টাম্বলিং-সি রাইডারদের ধাত। সব সেয়ানা লোক, আঘাত করলে পাল্টা ছোবল মারতে একটুও দ্বিধা করবে না। টাম্বলিং-সি ফোরম্যানকে চেনে না সে, তবে পিস্তল ঝোলানোর ভঙ্গিতে স্পষ্ট সে ঘাঘু লোক।

খুব কম মানুষ দুটো পিস্তল ঝোলায়, যাদের বেশিরভাগ টেক্সাস সীমান্তের লোক। গোলাগুলির সময় একসঙ্গে দুটো পিস্তলই ব্যবহার করে এমন কাউকে আজ পর্যন্ত দেখেনি ডিক রিগেল; দ্বিতীয় পিস্তলের ভূমিকা স্রেফ নিশ্চয়তার জন্যে, বীমা হিসাবে কাজ করে, কিন্তু এটাও প্রকাশ পায় যে পিস্তলঅলা যে-কোন বিরূপ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত।

অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করছে রিগেল। একেবারে নিশ্ছিদ্র

ছিল পরিকল্পনাটা! বুড়ো অ্যালবি বাওয়ার মরে যাওয়ার পর বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিল কাজ, জুয়ার দেনা পরিশোধে ওদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল জেমস বাওয়ার, একটা রসিদ নিতে সমস্যা হয়নি; পরের কাজটা সারতে ঝামেলা হলেও শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে...অথচ এখন, হুট করে কোত্থেকে উড়ে এসেছে টাম্বলিং-সি ক্রুরা! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওদের ক্লেইমই সাচ্চা। কে ভাবতে পেরেছিল যে হঠাৎ র‍্যাঞ্চ বেচে দেবে বুড়ো অ্যালবি? কীভাবে বা কখন বেচল? সবসময়ই ওদের শ্যেনদৃষ্টির মধ্যে ছিল সে, তারপরও ঠিক বেচে দিয়েছে!

এখন উপায় একটাই: সংঘর্ষ ছাড়া দখল নেয়া যাবে না।

কিন্তু সাইলাস গেলভিনকে কী জবাব দেবে? কিংবা জিম ইয়োন্টকে? নিজের ব্যর্থতায় ক্রমে খেপে উঠছে ডিক রিগেল। বড় গলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অথচ এখন মুখ দেখানোর উপায় নেই। কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটবে সেটা কে জানত, নাকি আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব? বুড়ো মরে যাওয়ার পর একমাত্র পথের কাঁটা ছিল জেমস বাওয়ার—হাসি-খুশি, মিশুক অথচ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আয়েশী তরুণ, কোন কিছুতে সিরিয়াস হতে জানে না; ঝামেলা দেখলে সবসময়ই এড়িয়ে যেত, ভয় পেত। তাকে সরানোর কাজটা খুব সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে হাড়ে হাড়ে ধারণাটার অসারতা টের পেয়েছে ওরা। ঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে হারামী ছেলেটা। দুর্ধর্ষ গানম্যানদের মতো পাল্টা লড়াই করেছে ভীতুর ডিমটা!

একটার পর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। ভুলও করেছে একের পর এক। প্রথমে অ্যাম্বুশ ব্যর্থ হলো। ঠিক বেঁচে গেল ছেলেটা, পালাতে পালাতে পাল্টা লড়ে গেল। জান নিয়ে ছুটে এল নির্জন ও পরিত্যক্ত এই কেবিনে—কেন এসেছে খোদা মালুম, যদি না আগে থেকে জানত যে এখানে আসবে টাম্বলিং-সি ক্রুরা!

রিগেলের দু'জন সেরা লোক খুন হয়ে গেছে, তিনজন আহত। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ওই তিনজনকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু এমন জায়গা কোথায়? তা ছাড়া, রেঞ্জে ওদের অনুপস্থিতি চোখে পড়বার ঝুঁকি থেকেই যাবে। হঠাৎ ড্রাই লেগেটের কথা মনে পড়ল ডিক রিগেলের। হ্যাঁ, মোক্ষম জায়গা! হাইড-আউট হিসাবে দারুণ।

কেবিনের পিছনে এক চিলতে বনভূমি রয়েছে। মিনিট দশেকের অনুসন্ধান শেষে ফিরে এল শেরিফ ওয়াল্ট, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে।

'রেডলিন, আমার সঙ্গে শহরে যেতে হবে তোমার। চারপাশে চিহ্ন দেখে মনে হলো ছয়-সাতজন লোকের বিরুদ্ধে লড়েছে ছেলেটা, নিজে মরবার আগে ওদের অন্তত কয়েকজনকে হতাহত করেছে। পুরোদস্তুর একটা তদন্ত করতেই হবে।'

'আমাকে গ্রেফতার করছ?'

'উঁহুঁ, তবে কিছু প্রশ্ন করা হবে। র‍্যাঞ্চের মালিকানার কাগজ এনেছ না? ওগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে, হয়তো তোমার বস্‌কেও আসতে হতে পারে। যা ঘটেছে, সবকিছু তলিয়ে দেখব আমরা।'

'বেশ, যাব। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে,' বলল স্যাম রেডলিন। 'আমাদের পিস্তল বা রাইফেল চেক করাতে চাই। গত কয়েকদিনে আমাদের কারও অস্ত্র থেকে একটা গুলিও করা হয়নি। তথ্যটা তোমার জানা থাকলে কাজে আসবে।'

'অস্ত্র বদল করে থাকলে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রিগেল।

তাকে পাত্তা দিল না স্যাম। 'ড্যান, আমাদের সঙ্গে চলে এসো না? বেন, এমকে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকো এখানে। শেরিফ কিংবা আমাদের কাউকে ছাড়া এখানে ভিড়তে দিয়ো না কাউকে। পরিষ্কার?'

'বিলকুল!' মাটিতে হাঁটতে থাকা পিঁপড়ার উপর থোক্ করে চিবানো তামাকের রস ফেলল ডেগনার। 'ধরে নাও দুই মাইলের মধ্যে কারও আসবার সাধ্য হবে না।'

ত্যক্ত মনে দর্শক হয়ে থাকল ডিক রিগেল। কোন কিছুই নজর এড়ায় না রেডলিনের, সম্ভাব্য সবকিছু আগে থেকে ভাবছে, এবং সে-অনুযায়ী ক্রুদের আগাম নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বড্ড সেয়ানা!

তরুণ জেমস বাওয়ারের লাশ কেবিন থেকে বের করে আনা হলো। বিধ্বস্ত ঘোড়ার পিঠে যখন লাশটা উপুড় করে চাপাচ্ছে শেরিফ আর রেডলিন, বুদ্ধিটা চট করে এল মাথায়। চৌহদ্দিতে জেমসকে সবাই পছন্দ করত, বন্ধুর অভাব নেই ওর। স্যাম রেডলিন নামের এ আগন্তুক জেমসকে খুন করেছে—কথাটা চাউর করে দিলে ট্রায়াল বা প্রাথমিক শুনানির ঝামেলাও বেঁচে যেতে পারে। খেপে গিয়ে সাধারণ লোকজন রেডলিনের উপর চড়াও হবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? বরং সে-সম্ভাবনাই বেশি। ঘাড়মোটা শেরিফকে যেহেতু প্ররোচিত করবার উপায় নেই, বরং এটাই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।

মিনিট পাঁচের মধ্যে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল সাতজনের দলটা। ড্যান বেণ্ডার ওদের সঙ্গে যায়নি, বরং নিজ গরজে কখনও বেশ পিছনে থাকছে, কিংবা ওদের সমান্তরালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। সারাক্ষণ নজর রাখছে দলটার উপর। স্যাডলের উপর আড়াআড়ি রেখেছে উইনচেস্টারটা, প্রয়োজন পড়া মাত্র যাতে তুলে নিতে পারে। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি শেরিফের, তার ঘোলাটে চোখে সমীহ-মিশ্রিত আমোদ ফুটে উঠল।

'ব্যাটা এমন ছোঁকা ছোঁক করছে কেন, শেরিফ?' জানতে চাইল রিগেল। 'ওকে আমাদের সামনে থাকতে বলো!'

হেসে উঠল জ্যাক ওয়াল্ট। 'সামনে, পিছনে, না পাশে থাকবে সেটা ওর মর্জি। আমার তো গা জ্বলছে না। হয়েছে কী তোমার?'

কটনউড ক্যানিয়নের মুখে পেল্‌না শহরের অবস্থান। তৃণভূমি থেকে কয়েক মাইল জুড়ে ঢালু জমির বিস্তার; এক পাশে গভীর বন, অন্য দিকে খোলা প্রেয়ারিতে ঠাঁই পেয়েছে চৌহদ্দির প্রায় সবক'টা র‍্যাঞ্চ। ক্যানিয়নের পিছনে ক্যালট্রপ মাউন্টেন।

পিছনের ক্যানিয়ন বা পর্বতশ্রেণীর তুলনায় শহরটাকে নেহাত ক্ষুদ্র দেখায়, অথচ এটাই শত মাইলের মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট শহর। বহু দূরের সান্তা ফে বা এল পাসো সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের কাছে স্বপ্নের শহর, কিন্তু পেল্‌না ওদের কাছে বিনোদনের একমাত্র স্থান।

স্যালুন, স্টোর, ব্যাঙ্ক, স্টেজ অফিস, স্টেবল, কামারশালা, নাপিতের দোকান...সবই রয়েছে। পাঁচ স্টোরের মধ্যে সবচেয়ে বড়টার মালিক সাই গেলভিন। গেলভিন'স এম্পোরিয়াম।

গেলভিনকে এ-শহরের রাজা বললে অত্যুক্তি হবে না। আকারে ছোটখাট একটা ভালুক। সমর্থ, পেশিবহুল শরীরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও মাঝারি সাইজের একটা ভুঁড়ি আছে। থুতনিতে সামান্য দাড়ি, চাঁদি হালকা। কটা রঙের চোখে এক ধরনের ঢুলুঢুলু চাহনি, কিন্তু সেটা কেবলই বাহ্যিক—আসলে খুবই নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া লোক সে। দয়া বলতে কিছু নেই তার মধ্যে। মেজাজ খিটখিটে হলেও, ব্যবসার স্বার্থে ইদানীং ধৈর্যশীল হয়ে উঠছে। সাই গেলভিন উপলব্ধি করেছে তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায় না।

লেনদেনের ব্যাপারে খুবই কঠোর সে। বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে নারাজ। পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করতে কসুর করে না, প্রয়োজনে পেশির শক্তিও ব্যবহার করে। লোকে যেমন হুইস্কি বা নারীর প্রতি আসক্তি বোধ করে, টাকার প্রতি ঠিক একই ধরনের লিপ্সা রয়েছে গেলভিনের। উপরন্তু, অ্যাপাচিদের মতোই নৃশংস ও

আপসহীন মানুষ সে, যদিও ব্যাপারটা খুব কম লোক জানে বা উপলব্ধি করতে পেরেছে। যারা বুঝেছে, তাদের একজন ওর ডান হাত–জিম ইয়োন্ট।

ইয়োন্ট শিক্ষিত মানুষ। জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর পুবে কাটিয়েছে। দু'বার–নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ায়–খুনের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কোনবারই প্রমাণ করা যায়নি। শুধু নিউ ইয়র্কের ঘটনায় জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জোচ্চুরি ঢাকতে খুন করেছিল সে। ফিলাডেলফিয়ার ঘটনার পর ইয়োন্টের উপলব্ধি হয় যে ধরা পড়ে যেতে পারে, তাই রাতের আঁধারে সটকে পড়ে সে।

পোকার খেলার পরিণতিতে সেন্ট লুইসে একজনকে খুন করে ইয়োন্ট, এর দুই মাস পর নিউ অর্লিয়েন্সে ছুরির লড়াইয়ে খুন করে আরেকজনকে। আর সব দাগী আসামীর মতোই পশ্চিম হয়ে যায় ওর নতুন ঠিকানা। পশ্চিমে আসবার পথে অনুশীলনের মাধ্যমে পিস্তলে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে ফেলে সে।

বাল্যজীবন থেকে ইয়োন্টের ধ্যান-জ্ঞান বলতে ছিল শুধুই নৃশংসতা, অসততা আর প্রতারণার সমন্বয়; কিন্তু গেলভিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সেটা সত্যিকারে বিকশিত হয়। জিম ইয়োন্টের নির্লিপ্ত ও সাবধানী অভিব্যক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঘুমন্ত খুনির পরিচয় আঁচ করতে পারে খুব কম মানুষ।

পেল্‌নায় ওকে পছন্দ করে না কেউ, আবার অপছন্দও করে না। এখানে আসবার পর দুটো খুন করে সে, আপাত দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হয়েছে ওগুলো। শহরে গুটি কয়েক লোকের বাস হলেও খুব কম সাই গেলভিনের সঙ্গে দেখা যায় ইয়োন্টকে, জনসমক্ষে সযত্নে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে ওরা, সম্পর্কটা তাই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। শুধু ডিক রিগেল জানে। সেও সাই গেলভিনের তূণের আরেকটা তীর। নেপথ্যে থেকে শহর শাসন

করছে গেলভিন, অথচ তার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব চোখে পড়ে না। একাধিক শত্রুর আচমকা 'দুর্ঘটনাজনিত' মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ইয়োণ্ট বা রিগেলের মাধ্যমে। এসব মৃত্যুর পেছনে কার হাত, সেটা জানা না-থাকায় সাই গেলভিনকে দ্বিগুণ ভয় পায় সাধারণ লোকজন।

ডিক রিগেল আর স্যাম রেডলিনকে নিয়ে শেরিফের আগমন সবার আগে সাই গেলভিনের নজরে পড়ল। চোখ কুঁচকে দলটাকে দেখল সে, রাগে জ্বলছে ভিতরটা। স্পষ্টত, একটা ভজকট হয়ে গেছে। কী হয়েছে, কে জানে! পরে জানা যাবে।

হারামী রিগেলটার নিকুচি করি! একটা কাজও কি ঠিক ভাবে করতে পারে না? নেপথ্যে ওর ভূমিকা খুব ভাল ভাবে আড়াল করা আছে, তাই স্রেফ দর্শক হয়ে যেতে অসুবিধা নেই।

দেখা যাক কী ঘটে!

শহরে আসবার পথে পুরো পরিস্থিতি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে স্যাম রেডলিন। রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে বুড়ো অ্যালবি বাওয়ারের সমঝোতা শেষ হয়েছে ঠিক চার মাস আগে। কাগজে-কলমে র‍্যাঞ্চের মালিকানা হস্তান্তর করবার পরও ফায়ারবক্সে অবস্থান করেছে বুড়ো, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু তার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে। সময়ের আগেই দখল নিতে এসেছে টাম্বলিং-সি।

ডিক রিগেলের দাবি জুয়ার দেনা পরিশোধ করতে র‍্যাঞ্চ লিখে দিয়েছে জেমস বাওয়ার, প্রমাণ হিসাবে একটা রসিদও আছে তার কাছে। প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এটা, কারণ ক্রকেটদের কাছে বিক্রির সময় উপস্থিত ছিল জেমস; জেনে-শুনে বিক্রি হয়ে যাওয়া র‍্যাঞ্চ কারও নামে লিখে দিতে পারে না সে। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় রিগেলের রসিদটা ভুয়া। অ্যালবি বাওয়ারের মৃত্যুর পর

র‍্যাঞ্চ দখল করবার সুযোগ চলে আসে রিগেলের সামনে, একমাত্র বাধা ছিল জেমস বাওয়ার। ঠিক এ-কারণেই জেমসকে খুন করা হয়।

ফায়ারবক্স দখলের পরিকল্পনা খুবই সতর্ক ও সুচিন্তিত, কিন্তু নৃশংস তৎপরতা। এই ধুরন্ধর প্রয়াসের সঙ্গে রিগেলকে ঠিক মানায় না–স্যামের সন্দেহ–যদিও সক্রিয় ভাবে জড়িত সে। নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, সেই সময়ও আসেনি; যেহেতু স্যাম এ তল্লাটে নিতান্ত আগন্তুক এখনও। পেল্‌না শহরের শুধু নামই শুনেছে, কখনও আসেনি; এখানকার কারও সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ও নেই। এ-ধরনের শহরে আগন্তুকদের জন্যে তিক্ত অভ্যর্থনা জোটে, বেকায়দায় পড়ে গেলে কখনোই স্থানীয়দের সাহায্য পাওয়া যায় না, বরং উল্টো সমূহ বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে, প্রতি পদক্ষেপের আগে দেখতে হবে কোথায় পা ফেলছে। যে-ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে তার নেপথ্যে যে-ই থাকুক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে খুন করবে লোকটা, সেজন্যে এমনকী নিজের লোকজনকে বলি দিতেও দ্বিধা করবে না।

শেরিফ ওয়াল্টকে সৎ লোক মনে হয়েছে স্যামের। আইন প্রতিষ্ঠায় সততা নয়, বরং একজন শেরিফের নির্বিঘ্নে কাজ করবার স্বাধীনতাই বড় ব্যাপার। এখানে কতটা স্বাধীন ওয়াল্ট? শহরের বা এলাকার লোকজনের উপর তার প্রভাব কতটা? পশ্চিমের এসব শহর সাধারণত কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছেয় চলে, নির্বাচিত ল-ম্যানরা মূলত তাদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

এমন কূটকৌশল, স্বার্থপরতা আর রক্তারক্তির মধ্যে কী করতে পারবে স্যাম? নেভাডা থেকে রোয়েনা ক্রকেট এখানে পৌঁছে গেলে ফায়ারবক্সে ওর মালিকানা সম্পর্কে কোন সন্দেহ

থাকবে না, সেক্ষেত্রে জেমস বাওয়ারের খুন ডিক রিগেলের দিকে নির্দেশ করবে।

ল-অফিসের সামনে যখন থামল শেরিফরা, উল্টোদিকে *ব্যাট কেভ* স্যালুনের পোর্চে তখন দাঁড়িয়ে আছে জিম ইয়োণ্ট। রেডলিন বা বেণ্ডারকে জীবনে কখনও দেখেনি সে, কিন্তু একনজর দেখে তাদের ধাত বুঝে ফেলল—গানফাইটার। সম্ভবত প্রথম শ্রেণীর।

বোর্ডওঅকে দাঁড়ানো ধূসর স্যুট পরা দীর্ঘদেহী লোকটা স্যামের দৃষ্টি এড়ায়নি। লোকটার অভিব্যক্তিতে কী যেন আছে, স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও এটা টের পাওয়া যায় সে সাধারণ কেউ নয়। আগ্রহ নিয়ে লোকটাকে বেশিক্ষণ দেখা হলো না স্যামের, ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি টের পেয়ে এম্পোরিয়ামের দিকে এগোল লোকটা।

রোয়ানের লাগাম হিচ রেইলে বেঁধে ল-অফিসে ঢুকে পড়ল স্যাম।

জেরা আর শুনানি শেষ হলেও কার্যত ফলাফল শূন্যই থেকে গেল। স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা। দীর্ঘ সময় পিছু ধাওয়া করে তরুণ জেমস বাওয়ারকে খুন করেছে অজ্ঞাত কয়েকজন লোক। নানান আলামত দেখে বোঝা গেছে ধাওয়াকারীদের অন্তত কয়েকজনকে পাল্টা হতাহত করতে সক্ষম হয়েছে বাওয়ার।

নিজের সাক্ষ্য দিয়ে অন্যদেরটাও শুনেছে স্যাম রেডলিন। শুনছে, এসময় পিছনে ফিসফিসানির আওয়াজ পেল। শুরু থেকে বাওয়ারের খুনের সঙ্গে ওদের জড়িয়ে আলোচনা করছে লোকজন, তাও ওর কান এড়ায়নি। এলাকায় নতুন টাম্বলিং-সি ক্রুরা, এটাই বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরে ঢুকবার পরপরই রিগেলের সামর্থ্যের পরিচয় পেয়েছে স্যাম, প্রায় সারাক্ষণ রানিং-আর মালিককে ঘিরে রেখেছে কর্কশ চেহারা ও কঠিন চাহনির কিছু লোক। স্বয়ং রিগেল তাদের

সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে–কথাবার্তায় ক্রমে অস্থির, আগ্রাসী এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জেরার সময় স্যাম রেডলিনকে দোষী সাব্যস্ত করবার সাধ্যাতীত চেষ্টা চালাল সে।

রানিং-আর ক্রুদের সংখ্যা গোনা হলো। কেউ অনুপস্থিত নেই। ব্যাপারটা সাধারণ লোকজনকে প্রভাবিত করতে পারলেও স্যাম মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। বাওয়ারের খুনিদের মধ্যে রিগেল নিজে উপস্থিত থাকতে পারে, আবার ভাড়াটে বা অন্যদেরও কাজে লাগাতে পারে।

শুনানি শেষে পাশে শেরিফকে দেখতে পেল স্যাম। 'এ এলাকা কেমন, শেরিফ?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল ও। 'ঝামেলা লেগেই থাকে, না মোটামুটি শান্তিপূর্ণ?'

'ঝামেলা হলেও তেমন নয়। ক্রুদের সংখ্যা বিচার করলে এলাকায় রানিং-আর সবচেয়ে বড় আউটফিট, তবে ওরা শহরে কম আসে। ফুর্তি করতে হলে আলমায় চলে যায়। এখানে এলে দু'এক পেগ হুইস্কি গেলে, এবং ঝামেলা পাকায় না বললেই চলে।'

'ছোট আউটফিট কয়টা?'

'দশ-বারোটা হবে। ফায়ারবক্সের পুরো জমিতে গরু চরালে ওটাই সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে।' শেরিফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হলো স্যামের উপর। 'ফায়ারবক্সের সীমানা জানা আছে তোমার?'

'অ্যাপাচি থেকে রিপ-রোয়ারিং মেসা ও ক্রসবি ক্রীক, দক্ষিণে ডিলেন মাউন্টেন আর পুব দিকে অ্যাপাচি থেকে ডিলেন বরাবর লাইন টানলে যেটুকু পড়ে, আমরা ঠিক করেছি এর পুরোটাই রেঞ্জ হিসাবে ব্যবহার করব।'

'বেশ বড় এলাকা! পুরোটাই ফায়ারবক্সের রেঞ্জ। বিয়ার ক্যানিয়নের ধারে-কাছে কয়েকজন নেস্টর আছে, শক্ত ধাঁচের

লোক সবাই, তবে কেউই আমার সঙ্গে ঝামেলা করেনি।'

'মোট বারো টুকরো জমির কাগজ রয়েছে মিস্ ক্রকেটের কাছে,' ব্যাখ্যা করল স্যাম। 'ওই বারো টুকরোর বদৌলতে রেঞ্জের বেশিরভাগ পানির প্রবাহ বা চলাচলের সহজ পথগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমরা, কাউকে উত্ত্যক্ত বা উৎখাতও করতে চাই না। স্রেফ গরু চরাতে এসেছি, এবং তাই করব। নিজস্ব রেঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও পাবেও না আমাদের।'

'ন্যায্য কথা বলেছ। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, বিয়ার ক্যানিয়নের দিকে গেলে সাবধানে থেকো। নেস্টর লোকগুলো ঠিক সুবিধের নয়।'

শহরে ঢুকবার পর ড্যান বেণ্ডারকে দেখতে পায়নি স্যাম, এ-নিয়ে ভাবছেও না, কোথাও আছে নিশ্চয়ই। যে-কোন বিপদ বা বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার সামর্থ্য আছে টাম্বলিং-সি সেগুণ্ডোর। পিস্তলে স্যামের সমকক্ষ বলা চলে তাকে।

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল স্যাম রেডলিন। রাস্তার দু'ধারে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল। স্টোরগুলোর মধ্যে দুটো বেশ সমৃদ্ধ। একটা গেলভিন'স এম্পোরিয়াম, যেখানে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত নানা পসরা সাজানো, হেন জিনিস নেই যা একজন র‍্যাঞ্চারের কাজে না লাগতে পারে। অন্য স্টোরগুলো ছোটখাট হলেও পরিচ্ছন্ন এবং ঝকঝকে।

রাস্তা পেরিয়ে এম্পোরিয়ামে ঢুকল স্যাম। ধূসর স্যুট পরা খাটো কিন্তু স্বাস্থ্যবান এক লোককে দেখতে পেল কাউন্টারে। চাঁদি হালকা হতে শুরু করেছে, থুতনিতে অল্প দাড়ি। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়স।

কাউন্টারটা পুরানো ধাঁচে তৈরি, ভিতরের দিকে বাঁকানো যাতে হুপশার্ট পরা মহিলাদের দাঁড়াতে অসুবিধা না হয়।

'হাউডি! শহরে নতুন এসেছ?' উৎফুল্ল স্বরে স্বাগত জানাল দোকানি।

'টাম্বলিং-সি। মাত্র ফায়ারবক্সে উঠেছি। বুঝতেই পারছ, সাপ্লাই লাগবে আমাদের।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সাই গেলভিন। 'আমার কাছে আসায় কৃতজ্ঞ বোধ করছি! ফায়ারবক্স, না? শুনলাম ওখানে নাকি কী ঝামেলা হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' শেল্ফ আর টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখা পসরা দেখতে দেখতে হাঁটছে স্যাম। তবে শুধু পণ্যই নয়, কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো লোকটাও ওর কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। দোকানি বা কীপার হিসাবে বেশ চটপটে ও স্বতঃস্ফূর্ত; একটু চঞ্চলও বলা চলে। চোখজোড়া উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী।

'বেসিনে একটা কথা প্রচলিত–ফায়ারবক্স মানেই ঝামেলা! এক বুড়ো বাওয়ার বাদে আর কেউ ওটা থেকে লাভ করতে পারেনি। থাকবে তো?'

'থাকব বলেই তো এসেছি।'

দ্রুত ফরমাশ দিল স্যাম। সব যে এখনই কাজে লাগবে তা নয়। অন্য স্টোরগুলোয়ও ঢুঁ মারবার ইচ্ছে আছে ওর, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে খতিয়ে দেখতে চায়। এখানে যেহেতু থাকবে, বিস্তর টাকা খরচ হবে; সেটা এক জায়গায় খরচ না-করে কয়েক জায়গায় করলে আখেরে লাভ হতে পারে।

নীরবে ফরমাশ নিচ্ছে দোকানি, তবে পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজের চাহিদা শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেল। 'যুদ্ধ করবে নাকি? বিস্তর কার্তুজ চাইলে!'

'যুদ্ধ? না-না, তেমন কিছু আশা করছি না, তবে তৈরি থাকতে অভ্যস্ত আমরা। দেখোই না, বেশ কয়েকজন কঠিন লোকের হাতে খুন হয়ে গেল বেচারা বাওয়ার। ওরা যদি ফিরে আসে, উপযুক্ত

অভ্যর্থনা না-পেলে হয়তো মন খারাপ করবে।'

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল ডিক রিগেল। দ্রুত পায়ে কাউণ্টারের সামনে চলে এল সে, কিছু বলতে গিয়ে দেখতে পেল স্যামকে, জবান আটকে গিয়ে মুখটা হাঁ হয়ে থাকল।

'হাউডি!' স্যামের উদ্দেশে বলল সে। 'মনে হচ্ছে বেশ সহজে ছাড়া পেয়ে গেছ?'

জবাব দেয়ার আগে সময় নিল স্যাম। 'রিগেল, টাম্বলিং-সি এখানে থাকতে এসেছে। তাই আমাদের উপস্থিতি মেনে নিলেই ভাল করবে। দু'দিন পর হয়তো একসঙ্গে গরু চরাব আমরা, গরু বেচতে যাব, একে অন্যকে সাহায্যও করব। কী জানো, কারও সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না আমরা, কিন্তু ঝামেলার জন্যে প্রস্তুত থাকি সবসময়, তাই কেউ করতে এলে তাকে নিরাশ করি না।

'বাওয়ারের সঙ্গে লেনদেন করেছি আমরা। ওর চেয়ে সাচ্চা লোক হয় না! ওর ছেলেকে দেখেও তাই মনে হয়েছে আমার।

'ওরা আমার আউটফিটের কেউ নয়, ব্যাপারটা তাই এখানেই শেষ। কিন্তু জেমস বাওয়ার যদি আমাদের কেউ হতো, তা হলে ব্যাকট্র্যাক করে খুনিদের ঠিকই খুঁজে বের করতাম; তারপর হানা দিতাম আসল জায়গায়, বস্ লোকটাকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতাম, এবং সবশেষে ফাঁসি না-হওয়া পর্যন্ত ব্যাটাকে পাহারায় রাখতাম। এমন কিছুই তো পাওনা সে, তাই না?'

উত্তরে হয়তো কঠিন কিছু বলত ডিক রিগেল, কিন্তু স্যামের পিছন থেকে গেলভিনের ইশারায় নিরস্ত হলো রানিং-আর মালিক। অথচ সেটাই আশা করেছিল স্যাম, এবং রিগেলের চঞ্চল চোখের দৃষ্টি ওর উপর থেকে সরে গিয়ে পিছনে চলে যাওয়াও ওর নজর এড়ায়নি। ব্যাপারটা বিস্মিত করল স্যামকে, তবে চেপে গেল।

ফরমাশ শেষ করে দরজার দিকে এগোল স্যাম। ঝড়ের বেগে ওর পাশ দিয়ে এম্পোরিয়ামে ঢুকল ধূসর-চুলো মাঝবয়সী এক

লোক, খেপে বোম হয়ে আছে।

'এই যে, ডিক, হতচ্ছাড়া ভেটারটা কোথায়?' ভিতরে ঢুকেই গর্জে উঠল সে। 'ধার করা ঘোড়াটা আমার বাড়িতে ফেরত দিয়ে যাওয়ার কথা ওর। মেরে দেয়ার তালে আছে? অথচ ঘোড়াটা আমার না-হলে চলছে না!'

'শান্ত হও তো,' আপসের সুরে বলল রিগেল। 'ঘোড়াটা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি।'

'কিন্তু ভেটারকে না-হলে চলবে কী করে? ওকে সামনে চাই আমি! ব্যাটা আমার কাছ থেকে টাকাও ধার নিয়েছে! ঘোড়া আর টাকা মেরে কেটে পড়েনি তো?'

বেরিয়ে এসে পিছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল স্যাম রেডলিন, রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল। ওপাশের বোর্ডওঅক ধুচ্ছে লালচে-সোনালি চুলের একটা মেয়ে। বেশ সুশ্রী দেখতে।

রাস্তা পেরিয়ে বোর্ডওঅকে পা রাখল স্যাম। মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, চট করে স্যামকে আপাদমস্তক দেখে নিল। সুন্দরী মেয়ে মাত্র অবিবাহিত মোটামুটি সুদর্শন যুবক দেখলে যে-হাসি উপহার দেয়, তাই করল মেয়েটি।

'তুমি নিশ্চয়ই নতুন আসা টাম্বলিং-সির একজন? সারা শহরে লোকজন তোমাদের নিয়ে আলাপ করছে।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম, হাতের টোকায় হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিল। ড্যানের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার মেয়েটার, যা সুন্দর! 'আমি টাম্বলিং-সির ফোরম্যান।'

রাস্তার ওপাশে গেলভিন'স এম্পোরিয়ামের দিকে চলে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। 'সাইর কাছ থেকে কেনাকাটা শুরু করেছ? কেমন লাগল ওকে?'

'আজই দেখা হলো। এত তাড়াতাড়ি কি কাউকে পছন্দ বা অপছন্দ করা যায়? এই স্টোরটা তুমি চালাও?'

'হ্যাঁ। এটাই আমার রুটি-রুজির উপায়। উপভোগও করি কাজটা। মোটামুটি চলে যায় আমার। মোট ব্যবসার সিংহভাগই করে সাই। তবে ওর সঙ্গে ঝামেলা হয়নি কখনও।'

তীক্ষ্ণ হলো স্যামের দৃষ্টি। তারমানে কি ঝামেলার আশঙ্কা করে মেয়েটা? প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোণঠাসা করে রাখে গেলভিন?

'এলাকায় নতুন তো, তাই ঠিক করেছি শুরুতে সব জায়গায় কেনাকাটা করব, কয়েকদিন পর তা হলে বুঝে ফেলব কার কাছ থেকে সেরা সার্ভিস পাওয়া যাবে।' মৃদু হাসল স্যাম। 'ভিতরে যাবে, ম্যা'ম? কয়েকটা জিনিস লাগবে আমার।'

চোখের কোণ দিয়ে বিশালদেহী এক লোককে ওঅক ধরে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল স্যাম। প্রায় দৈত্য বলা চলে তাকে। লোকটার এগিয়ে আসবার ভঙ্গিতে ঝামেলার আভাস পেয়ে গেল। ওঅকের প্রায় পুরোটা জুড়ে হাঁটছে সে, মাথায় হ্যাট নেই। বহুল ব্যবহৃত জীর্ণ বুটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে, রঙজ্বলা শার্টের কয়েকটা বোতাম খসে পড়ায় বুকের অনেকটা উন্মুক্ত। পেশিবহুল দুই বাহু দুলছে হাঁটবার সঙ্গে, মুগুরের মতো দেখাচ্ছে মুঠি দুটো। স্যামের উপর চোখ পড়তে কঠিন হয়ে গেল চাহনি।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'ওর নাম বুল। বুল ফ্লিচ।'

সামনে এসে থামল পাহাড় লোকটার চিবুক স্যামের ভুরু ছাড়িয়ে গেছে, আর চওড়ায় বার্নের একটা দরজার সমান।

'তুমি রেডলিন? বেশ, আমি হলাম সিমন ফ্লিচ, তবে লোকে বুল ফ্লিচই বলে। বাড়ি আমার বিয়ার ক্যানিয়নে। শুনলাম রেঞ্জ থেকে তাড়াতে চাও আমাদের! কথাটা সত্যি?'

'উঁহুঁ, এখনও মনস্থির করিনি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল স্যাম। 'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে আমি নিজেই দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা! এখনও তা হলে মনস্থির করোনি? না-করলেই ভাল করবে! আর বিয়ার ক্যানিয়ন থেকে দূরে থেকো! ওটা আমাদের নিজস্ব জায়গা, ঝামেলার ফিকির করেছ তো খায়েশ মিটিয়ে দেব তোমার!'

দৃঢ়, শান্ত পদক্ষেপে দৈত্যকে পিঠ দেখাল স্যাম রেডলিন। 'চলো, ম্যা'ম, আরও দু'জায়গায় যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো দেখাবে আমাকে? ভাবছি...'

থাবা দিয়ে স্যামের কাঁধ খামচে ধরল দৈত্য, তারপর ঘুরিয়ে দিল স্যামকে। 'তোমার সঙ্গে কথা বলছি আমি,' গর্জে উঠল সে। 'আমার দিকে ফিরে কথা বলবে!'

এমন কিছু ঘটতে পারে ভাবেনি স্যাম, তবে সক্রিয় হতেও দেরি হয়নি ওর। দৈত্যের টানে শরীর ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত চালাল। চিবুকে ঘুসি খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে, সটান আছড়ে পড়ল পোর্চের খিলানের উপর। এদিকে বসে নেই স্যাম, আগে বেড়ে আরেকটা ঘুসি হাঁকাল দৈত্যের মুখে, তারপর একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত নামিয়ে আনল ফ্লিচের চাঁদিতে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল দৈত্য। কিছুই যেন হয়নি, এমন ভাবে পিছিয়ে এল স্যাম। সেকেণ্ড কয়েক পর সরোষে ছুটে আসা ফ্লিচের মুখোমুখি হলো। মাথা নুইয়ে দৈত্যের ডান হাতের ঘুসি এড়িয়ে গেল, তারপর দু'হাতে ঝটপট দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ফ্লিচের পাঁজরে। স্পঞ্জ যেমন পানি শুষে নেয়, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন মুখে সব মার হজম করল নেস্টর, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে ফের ছুটে এল। সমানে ঘুসি হাঁকাচ্ছে, শরীরের তুলনায় তার ক্ষিপ্রতা চোখ ধাঁধানো, প্রায় অবিশ্বাস্য।

চিবুকে ঘুসি ল্যাণ্ড করতে উড়ে গিয়ে স্টোরের দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল স্যাম, হাজার তারার ফুলঝুরি দেখছে চোখে। অতি উৎসাহে এগিয়ে এল সিমন ফ্লিচ, অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তর সইছে

না। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তার ঘুসি।

দু'পা এগিয়ে গেল স্যাম, মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করল দৈত্যের চিবুকে, তারপর দু'হাতে পরপর কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল ফ্লিচের পেটে। মাথায় ঝিমঝিমে অনুভূতি বা ঠোঁটে রক্তের নোনা স্বাদ গ্রাহ্য করছে না। করবার উপায়ও নেই, কারণ সুযোগ দেয়া যাবে না দৈত্যকে–দিলে সেটা হয়তো ওর জীবনের শেষ ভুলও হয়ে যেতে পারে।

কোমরে ঘুসি খেয়ে সামান্য টলে উঠল স্যাম। হাঁটু চালিয়ে ওকে কাবু করতে চেয়েছিল দৈত্য, কিন্তু মরিয়া চেষ্টায় পাশ কাটিয়ে গেল ও। পাল্টা ঘুসিতে কান দু'ভাগ হয়ে গেল ফ্লিচের, গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্তে ভাসিয়ে দিল স্যামকে।

টলে গেছে দৈত্যের আত্মবিশ্বাস, কিন্তু জেদ তাড়া করছে তাকে। ফের এগিয়ে এল, উন্মত্ত আক্রোশ আর খুনে প্রতিহিংসায় ধিকিধিকি জ্বলছে চোখ। ফ্লিচের পরের ঘুসি মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গেল স্যাম, ঝুঁকে দু'হাতে ঝাপটে ধরল বিশালদেহীর উরু, তারপর ঠেলে ফেলে দিল তাকে। দড়াম করে বোর্ডওঅকের উপর আছড়ে পড়ল দৈত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, সপাটে ঘুসি হাঁকাল স্যামের মাথায়। বাম হাতে পাল্টা ঘুসি চালাল স্যাম, ডান হাতে হুক ঝাড়ল লোকটার চিবুকে। তীব্র ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ, ঝুঁকে পড়ল সে।

চারপাশে ভিড় জমে গেছে কেউই খেয়াল করেনি, সমানে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে দর্শকরা। দৈত্যকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়ে পিছিয়ে এল স্যাম। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে ওর, হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক। লোকটার শক্তি আর সামর্থ্য বিস্মিত করছে ওকে। অন্য কেউ হলে অনেক আগেই ভূপতিত হতো, কিন্তু এখন পর্যন্ত বুল ফ্লিচকে কাবু করতে পারেনি, অথচ আজকের আগে কোন লোককে এত জোরে মারেনি স্যাম।

হাতাহাতি ওর কাছে নতুন কিছু নয়। বহু উত্থান-পতনের মতো এটাও জীবনের অংশ হয়ে গেছে। ফ্লিচকে ঘিরে ধীর গতিতে চক্কর কাটল। আগের চেয়ে ঢের সতর্ক হয়ে গেছে বিশালদেহী নেস্টর, বুঝে গেছে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছে। সহজে পার পাওয়া যাবে না। আজকের আগের প্রতিটি লড়াই ছিল সংক্ষিপ্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াতেই পারেনি। কিন্তু এই লোকটা ব্যতিক্রম। কৌশল, সামর্থ্য বা দম–সবই আছে এর। ওর চেয়ে বেশিই আছে।

বাম হাতের আপার কাট ঝাড়ল স্যাম, ফ্লিচ পাল্টা আঘাত হানবার আগেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। ফের ভাঁওতা দিয়ে আবার ঘুসি হাঁকাল চোয়ালে।

পরেরবার ভঙ্গি করল সরাসরি ঘুসি হাঁকাবে, কিন্তু তির্যক ভাবে ঘুসিটা এল। দেখতে পায়নি, স্রেফ বাতাসে কাঁপন টের পেয়েছে ফ্লিচ। সোলার প্লেক্সাসে ল্যাণ্ড করল ওটা, আঘাতের প্রচণ্ডতায় মুখ হাঁ হয়ে গেল নেস্টরের। পাল্টা ঘুসি হাঁকাল সে, ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে বলে অনায়াস দক্ষতায় সেটা এড়িয়ে গেল স্যাম।

লড়াই প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঝটপট শেষ করে দেয়ার পক্ষপাতী স্যাম, নইলে মাশুল গুনতে হতে পারে। কারণ শ্লথ হয়ে গেলেও এখনও শুরুর মতোই সমান বিপজ্জনক লোকটা। কোণঠাসা গ্রিজলির মতো ভয়ঙ্কর। সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে সিমন ফ্লিচের অভ্যস্ততা স্যামের জন্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দীর্ঘক্ষণ লড়তে হবে, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি সে। তা ছাড়া, প্রথম দুটো আঘাত এত দ্রুত করেছে যে সামলে নেয়ার সুযোগ পায়নি ফ্লিচ।

পরের দুটো মিনিট বারবার দৈত্যকে ফাঁকি দিল স্যাম, এবং সরে যাওয়ার আগে ফ্লিচের চোয়াল আর থুতনিতে চারবার আঘাত

করল। এগিয়ে আসছিল বলে আঘাতগুলো প্রচণ্ড প্রভাব ফেলল নেস্টরের দেহে। ঠায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, যেন থমকে গেছে, তারপর হুড়মুড় করে ওঅকের উপর গড়িয়ে পড়ল দেহটা। আর উঠল না।

ক্লান্তি সামলে নিতে স্টোরের দেয়ালে হেলান দিল স্যাম, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি মুখ খুঁটিয়ে দেখল। স্টোরের সামনে ড্যান বেণ্ডারকে দেখতে পেল। পোর্চের সঙ্গে হেলান দিয়ে আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে সে, কোমরে বেল্টের সঙ্গে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল আঁকড়ে ধরা, দৃষ্টি সমবেত লোকজনের উপর।

ধূসর স্যুট পরা দীর্ঘদেহী সেই লোকটাকে পোর্চে দেখতে পেল স্যাম, শহরে ঢুকে যাকে দেখেছিল।

'দারুণ দেখিয়েছ, স্ট্রেঞ্জার!' বলল ধূসর স্যুট। 'অভিনন্দন। কখনও সাহায্য দরকার হলে দ্বিধা কোরো না। আমার নাম জিম ইয়োন্ট।'

'ধন্যবাদ।'

পড়ে থাকা হ্যাটটা তুলে নিল স্যাম। পাঁচ আঙুলে মুঠি করল, কোনটাই ভাঙেনি তবে আড়ষ্ট হয়ে আছে, গাঁটের কাছে ছড়ে যাওয়ায় টনটনে ব্যথা হচ্ছে। ড্যানের উদ্দেশে সামান্য হাসল ও। 'মনে হচ্ছে কঠিন একটা কাজ জুটে গেছে আমাদের, দোস্ত। এই যদি বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের অবস্থা হয়, তা হলে কপালে সত্যি খারাবি আছে!'

'হ্যাঁ,' ড্যানের চাহনি সন্দিগ্ধ। 'ভাবছি কে ওকে তোমার পিছনে লাগাল।'

'লড়াইটা প্ল্যানমাফিক ঘটেছে?'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো! বিয়ার ক্যানিয়নের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নাওনি তুমি, এমনকী ওখানে যাওনি কিংবা নেস্টরদের কারও সঙ্গে দেখাও হয়নি তোমার, অথচ ব্যাটার ধারণা হয়েছে

তুমি ওদের তাড়িয়ে দেবে। সিমন ফ্লিচ কীভাবে জানল তুমি কে বা কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে? আমার তো ধারণা কেউ তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে রিগেলের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক থাকতে পারে।'

আমোদ ফুটে উঠল ড্যানের চোখে। 'তা আর বলতে! থাকতে বাধ্য! কেবিনের সামনে ফায়ারবক্সে টাম্বলিং-সির দাবির কথা যখন জানিয়েছ, যদি দেখতে রিগেলের মুখ! শেরিফ ওখানে না-থাকলে নির্ঘাত তোমাকে খুন করত সে।

'শেরিফই বা ওখানে গেল কেন? এই প্রশ্নেরও জবাব খুঁজতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম। 'ঠিক বলেছ, ড্যান। তুমি যেহেতু এখানে আছ, চোখ-কান খোলা রেখো। একটা নাম জেনেছি। ভেটার। ব্যাটার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না, তবে ওর সম্পর্কে জানতে পারবে।'

'ভেটার? ওর সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

'সামান্য,' আলতো হাতে গাল স্পর্শ করল স্যাম, টের পেল সিমন ফ্লিচের ঘুসি হনুর হাড়ের কাছে মাংস থেঁতলে দিয়েছে। 'শুধু এটা জানি শহরে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল ওর, কিন্তু ব্যাটা কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে।'

রাস্তা ধরে সরে গেল ড্যান। লোকজনের ভিড় কমছে, নিতান্ত অনীহা নিয়ে যার যার কাজে যাচ্ছে সবাই। পিস্তল দুটো জুত মতো হোলস্টারে বসিয়ে দিল স্যাম, তারপর শার্টটা ট্রাউজারের ভিতরে গুঁজল। টেনে-টুনে শার্টের ভাঁজ ঠিক করবার প্রয়াস চালাল। চারপাশে তাকাতে স্টোরের উপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। জেনি'স স্টোর।

দোরগোড়ায় উদয় হলো মেয়েটা।

'জেনি?' জানতে চাইল স্যাম।

'হ্যাঁ। জেনিফার ম্যাককুইন। আইরিশ। তুমিই রেডলিন?'

'তাই তো ডাকে সবাই। স্যাম রেডলিন।'

দ্রুত স্টোরের ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, কৌতূহলী দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে আসতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে। চারপাশে উৎসুক নজর বুলাল। গেলভিন'স এম্পোরিয়ামের তুলনায় ছোট ও সমৃদ্ধ না-হলেও সযত্নে এবং রুচির সঙ্গে এখানকার পণ্য বাছাই করা হয়েছে। এমন কিছু জিনিস আছে যা বহু বড় স্টোরে দেখা যায় না।

'পিছনে একটা বেসিন আছে,' প্রস্তাব করল মেয়েটি। 'হাত-মুখ ধোওয়ার ফাঁকে চেহারাটা একবার দেখে নিয়ো।'

'দেখব,' সামান্য হাসল স্যাম। 'তবে না-দেখলেই ভাল বোধহয়।' চারপাশে দৃষ্টি বুলাল ও। 'তোমার এখানে আমার সাইজের শার্ট হবে?'

চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল জেনি ম্যাককুইন। 'আছে। তোমাকে দারুণ মানাবে এমন একটা বোধহয় দিতে পারব।'

ওঅশ বেসিনে যাওয়ার দরজা দেখিয়ে কাউন্টারের পিছনে শেল্ফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। শার্ট খুঁজছে।

আয়নায় নিজের মুখ অচেনা ঠেকল স্যামের। বুঝল কেন মুখ দেখতে বলেছে জেনি। রক্তাক্ত ও বিক্ষত মুখটা বিদঘুটে দেখাচ্ছে, কালশিটে দাগ ছাড়াও ফুলে গেছে কয়েক জায়গায়, ঠোঁট ফেটে গেছে। চুল উষ্কখুষ্ক। ফোলা বা কালশিটে দাগের ব্যাপারে কিছু করবার নেই ওর, তবে রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারে।

তাই করল ও।

স্টোরের পিছনে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা এক টুকরো খোলা জায়গা। দেয়ালের কিনারা বরাবর কয়েকটা প্রাচীন কটনউড ও এল্ম ছায়া বিলাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত রৌদ্রময় জায়গায় বাহারী ফুলের বাগান। মুখ ধোওয়ার সময় ভেজা ব্যাণ্ডানা দিয়ে ফুলে ওঠা স্থানে

আর ঠোঁটে চাপ দিল স্যাম। সবশেষে মাথা আঁচড়াল।

ভিতরে এসে নতুন শার্ট নিয়ে আবার পিছনের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল স্যাম। গাঢ় নীল রঙের দুই পকেটঅলা শার্ট। হ্যাট ঝেড়ে ধুলো খসিয়ে মাথায় চাপাল।

ভিতরে ঢুকতে চট করে ওকে একবার দেখে নিল জেনি। 'আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল ও। হাতের বাড়তি কয়েকটা শার্ট শেল্ফে রেখে দিল। 'কী করেছ তার পরিণতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?' স্যাম শার্টের দাম চুকিয়ে দিতে বলল। 'বিয়ার ক্যানিয়নের সবচেয়ে টাফ লোকটাকে আচ্ছামতো পিটিয়েছ। কাজটা আর কেউ করতে পারেনি, এমনকী ওকে সামান্য টলাতেও পারেনি কেউ। আসলে বহুদিন বুল ফ্লিচের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসই করেনি কেউ।'

থামল মেয়েটি, ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে। 'ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় লাগছে আমার কাছে। ফ্লিচ মোটেই ঝগড়াটে স্বভাবের লোক নয়, বরং এই প্রথম ওকে আগ বাড়িয়ে ঝগড়া বাধাতে দেখলাম।'

'কেউ হয়তো ওর কান ভারী করেছে, অথচ বিয়ার ক্যানিয়ন সম্পর্কে ভাববার ফুরসতই মেলেনি আমার। র‍্যাঞ্চে যাইনি, কিন্তু ফ্লিচ ভেবে বসে আছে ওদের তাড়িয়ে দেব আমি।'

সমীহের চোখে স্যামকে দেখছে জেনি ম্যাককুইন। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। পেশিবহুল শরীরের প্রতি ইঞ্চি থেকে শক্তি ও সামর্থ্য ফুটে বেরোয়। মানুষটা প্রয়োজনে নিষ্ঠুর ও চরম বেপরোয়া হয়ে ওঠে, একটু আগে চাক্ষুষ করেছে জেনি। অথচ অন্য সময়ে চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি থাকে। এটাই স্বাভাবিক। মারকুটে তিন ভাইয়ের সঙ্গে বড় হওয়ার সুবাদে পুরুষদের সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে জেনির। হাতাহাতি লড়াইও ওর কাছে বিস্ময়কর কিছু নয়। বুঝতে পেরেছে যান্ত্রিক দক্ষতা, শৈল্পিক নৈপুণ্য আর ইস্পাতদৃঢ়

মনোবল নিয়ে লড়েছে এই মানুষটা।

'পরিণতির ব্যাপারে কী যেন বললে, ম্যা'ম?' মনে করিয়ে দিল স্যাম।

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ একটা অধ্যায় শুরু করেছ তুমি? বিয়ার মাউন্টেনের লোকগুলো খুব কঠিন টাইপের। এমনকী ডিক রিগেলের ক্রুরাও ওদের সঙ্গে লড়বার সাহস করে না।'

'রিগেলের আউটফিট কঠিন লোকজনে ভরা?'

'কয়েকজনকে তুমিও দেখেছ। এদের দু'তিনজন স্বীকৃত খুনি। কেন যে এদেরকে কাজে নিয়েছে রিগেল, খোদা মালুম!'

'যেমন: ভেটার?'

'স্টিভ ভেটারকে চেনো? ভেটার একজন, তবে অন্যরা ওর চেয়েও খারাপ। হিস্কিট বা ক্লাইডের তুলনায় ও দুগ্ধপোষ্য শিশু।'

হিস্কিট বা ক্লাইড নাম দুটো স্যামের পরিচিত। জানে তাদের সম্পর্কে। হিস্কিটকে কখনও চোখে না-দেখলেও বিস্তর জানে। কুখ্যাত পিস্তলবাজ ও ভাড়াটে খুনি। টেক্সাসের বেশিরভাগ গরু ব্যবসায়ী বা র‍্যাঞ্চার ঠেকে জেনেছে হিস্কিটের নাম। তরুণ বয়সে ইয়োঙ্গার ভাইদের সঙ্গে রাসলিং করত, টেক্সাস সীমান্তে ওর দৌরাত্ম্যে শান্তি পেত না র‍্যাঞ্চাররা। হিস্কিট হঠাৎ টেক্সাস ছেড়ে মিসৌরি চলে যাওয়ায় তিন দিন ধরে উৎসব করেছিল গরু ব্যবসায়ীরা।

ব্যানক ও এল্ডার গাল্‌শের আশপাশে ব্যাপক পরিচিতি ছিল মন্টানার বন্দুকবাজ হার্ভে ক্লাইডের, তবে পাঞ্চিং-এও টপহ্যাণ্ড ছিল সে। কয়েকবার টেক্সাসের বিভিন্ন ট্রেইলে ড্রাইভ করেছে। অ্যাবিলিন আর ডোয়ান'স ক্রসিং-এ তাকে দেখেছে স্যাম। সেবার স্যামের হাতে মারা পড়ে এক আউটল, টাম্বলিং-সির গরুর পাল থেকে কয়েকটা গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটা।

ক্লাইড বা হিস্কিটের মতো মানুষের সঙ্গে ডিক রিগেলের সখ্য

পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

আরও কিছু সাপ্লাই কিনে এক লোককে ভাড়া করল স্যাম। ওয়্যাগনে করে সমস্ত সাপ্লাই ফায়ারবক্সে পৌঁছে দেবে লোকটা।

ঘোড়ার কাছে ফিরে আসতে স্যাম দেখতে পেল স্যালুনের সামনে অলস সময় কাটাচ্ছে ড্যান বেণ্ডার।

'শহরের চৌহদ্দিতে নেই ভেটার,' জানাল ড্যান। 'ব্যাপারটা লোকজনের চোখেও লেগেছে, কারণ সাধারণত ব্যাট কেভ স্যালুনে পোকার খেলে সে। গত কয়েকদিন ধরে লাপাত্তা। উঁহুঁ, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি কিছু, স্রেফ কান খোলা রেখেছি।'

পরের তিন দিন র‍্যাঞ্চে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকল টাম্বলিং-সি ক্রুরা। কেউ বিরক্ত করতে আসেনি, কেউ দেখাও দেয়নি। তিন দিনে কাজ অনেকটা গুছিয়ে ফেলেছে ওরা।

করালের বেড়া মেরামতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে টেকো বেন ডেগনারকে। তৃতীয়দিনে কাজ শেষ করে বেড়াটা খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর সন্তুষ্টির সঙ্গে হেসে, গর্বিত ভঙ্গিতে এমেট পেকারের দিকে তাকাল। 'এম, হাতিও এ বেড়া ভাঙতে পারবে না,' মন্তব্য করল সে।

'কী বললে? হাতি এই বেড়া ভাঙতে পারবে না? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

'সন্দেহ আছে? বেড়ার ভিতরে হাতি দেখতে পাচ্ছ? নেই! ভাঙতে পারলে ভিতরে হাতি ঢুকে যেত, তাই না? তা হলে অযথা তর্ক করছ কেন?'

খেপা দৃষ্টিতে টেকো কূকের দিকে তাকিয়ে থাকল এমেট, কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। শেষে গটমট করে চলে গেল ওখান থেকে।

দিনে দশ থেকে বারো ঘণ্টা স্যাডলে কাটছে ওদের। সারা রেঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গরু, যেমন আশা করেছিল তারচেয়ে

বেশি খাটতে হচ্ছে। গরুর সংখ্যাও বেশি, বিশেষ করে কমবয়সী বাছুর অগুনতি। বেশ কয়েকবার একাধিক রাইডারের ট্র্যাক চোখে পড়ল স্যাম রেডলিনের, তবে কয়েকদিন আগের পুরানো বলে গ্রাহ্য করল না।

তৃতীয় বিকালে ঢালু জমি ধরে তলায় ছোট্ট এক ক্যানিয়নের সামনে উপস্থিত হলো ও। জায়গাটা ডিলেন মাউন্টেনের পুব সীমানার কাছে। হঠাৎ ঘাসের উপর রক্ত চোখে পড়ল।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কয়েকদিনের শুকিয়ে যাওয়া হলেও রক্তই বটে। স্যাডলে বসে চারপাশে চক্কর কাটল স্যাম, আরও চিহ্ন খুঁজে পেতে পারে। রক্তমিশ্রিত দুটো পাতা পেল দুই জায়গায়। ঘোড়ায় চড়ে জায়গাটা পেরিয়েছে আহত লোকটা, ধীর গতিতে ছুটছিল।

ট্র্যাক অনুসরণ করে নিচু উপত্যকায় পৌঁছল স্যাম। কয়েকজন অশ্বারোহীর সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে আহত লোকটা। অন্তত পাঁচজন। একটা ঘোড়াকে লীড করে নিয়ে যাচ্ছিল।

বাওয়ারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জখম হওয়া লোকটাই? যদি তাই হয়ে থাকে, কোথায় যাচ্ছিল এরা?

ডিলেন ক্যানিয়নের ঢাল ধরে এগোল স্যাম। ফায়ারবক্সের রেঞ্জে আছে এখনও। সরু ট্রেইল ধরে সঙ্কীর্ণ ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে, তবে ক্রমে চওড়া হচ্ছে ট্রেইল, সম্ভবত প্রশস্ত গিরিখাতে গিয়ে পড়বে। হাঁটুর উপর আড়াআড়ি উইনচেস্টার রেখেছে, সতর্ক।

পাহাড়ি এলাকায় অভ্যস্ত একটা বাকস্কিনের পিঠে চেপেছে ও। এবড়োখেবড়ো জমি বা পাহাড় পাড়ি দিতে দক্ষ ঘোড়াটা। গতি, দম বা শক্তি...কিছুর ঘাটতি নেই ওটার মধ্যে। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে এমন ঘোড়াই সঙ্গে থাকা উচিত। বুনো পাহাড়ি

এলাকাটা ওর জন্যে একেবারে নতুন।

ক্যানিয়নের সীমানা পেরিয়ে উন্মুক্ত উপত্যকায় চলে এসেছে স্যাম। সামনে ছোট্ট ঝর্না। সরু ট্রেইল ধরে পরের ক্যানিয়নে চলে গেছে রাইডাররা।

ক্যানিয়ন তো নয়, যেন আঁধারপুরী! আলো-ছায়ার কারসাজি ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। অস্তমান সূর্যের রশ্মি কিনারা হয়ে উঁকি দিচ্ছে ক্যানিয়নে। দৃষ্টিসীমায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্ভেদ্য দেয়াল, পাথুরে দেয়ালের এক জায়গায় বজ্রপাতে কাত হয়ে পড়ে আছে মরা একটা পাইন, এমন ভাবে যেন ক্লিফের দিকে সতর্ক সঙ্কেত পাঠাচ্ছে!

সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। দিনের আলো এমনিতে ফুরিয়ে গেছে, তায় আকাশছোঁয়া দেয়ালের ছায়া; সব মিলিয়ে গা ছমছম করা অস্বস্তিকর পরিবেশ। ঝর্নার কুলকুল ধ্বনিই এখানে একমাত্র শব্দ। মৃদু বাতাসে জুনিপার ঝোপে মর্মরধ্বনি উঠতে থমকে দাঁড়াল বাকস্কিন, মাথা উঁচু হয়ে গেছে, কান খাড়া।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ফিসফিস করল স্যাম, বাকস্কিনের ঘাড়ে একটা হাত রেখে আশ্বস্ত করতে চাইল ওটাকে। 'ঘাবড়াস না, বাছা। কিচ্ছু হয়নি।'

আগে বাড়ল ঘোড়াটা, এমন ভাবে যেন খুরের আগায় হাঁটছে। খুব সতর্ক, তটস্থ এবং উত্তেজিত। এই ক্যানিয়নের নাম বক্স-এইস, এলাকার সবচেয়ে গভীর গিরিখাত। র‍্যাঞ্চ বিক্রির আলোচনার সময় এটার কথা বলেছিল বুড়ো অ্যালবি বাওয়ার।

পাথুরে দেয়ালের ফাঁকে হঠাৎ ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল ওর। নিচু স্বরে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল স্যাম, সন্তর্পণে স্যাডল ছেড়ে মাটিতে পা রাখল। রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে রয়ে গেছে।

স্পারের শব্দ যাতে না-হয়, খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও।

নরম ঝুরঝুরে মাটি। পাথুরে দেয়ালের কোণ ঘুরতে ছোট্ট একটা আগুন আর ওটার পাশে চওড়া হ্যাট পরা এক লোকের ছায়া দেখতে পেল। চট করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল স্যাম। দেখল নতুন একজন এসেছে, এই লোকটা টেকো, মাথায় হ্যাট নেই।

ক্যানিয়নের জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে সামান্য শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়। লোকগুলোর কথাবার্তা প্রায় চমকে দিল স্যামকে, যেন কয়েক পরত চড়ানো গলার স্বর!

'একটু ভাল লাগছে, ভেটার?' একজনের কণ্ঠ। 'চিন্তা কোরো না, কালই ড্রাই লেগেটে চলে যাব আমরা।'

জবাবটা একজন অসুস্থ মানুষের। অভিযোগ-ভরা কর্কশ, ক্লান্ত স্বর। 'কী কারণে এই জাহান্নামে আমাদের ফেলে রেখেছে বস্? রানিং-আরে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এই গর্তে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব!'

'লুকিয়ে থাকতে হবে তোমার। এখন পর্যন্ত আমাদের সন্দেহ করছে না কেউ, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারলে ধরাও পড়ব না।'

খুঁটিয়ে দেখল স্যাম। আগুনের কাছাকাছি তিনজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এখন, একজনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ। একটু দূরে রান্নার কাজে ব্যস্ত চতুর্থজন। অন্য একজন বোধহয় পাহারায় রয়েছে, মাঝে মধ্যে পায়চারি করছে। দূরে থাকায় কারও চেহারা দেখতে পাচ্ছে না স্যাম, তবে অবয়ব ধরতে পারছে–মুখের কাঠামো, কাঁধের আকার। শিগ্‌গিরই হয়তো এদের সঙ্গে লড়তে হবে, তাই চিনে নিতে চাইছে, যাতে দেখা হওয়া মাত্র শনাক্ত করতে পারে। কাউকে চিনতে কখনও কখনও তার কাঠামোটাই যথেষ্ট।

চওড়া হ্যাটঅলা হঠাৎ স্যামের দিকে ফিরল।

ভ্যান হিস্কিট!

আজকের আগে কখনও তাকে দেখেনি স্যাম, তবে বর্ণনাটা জানা ছিল। পশ্চিমে এটাই হয়। নামকরা বন্দুকবাজদের চেহারা বা শারীরিক বর্ণনা সবার মুখে মুখে ফেরে। বেসবল খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, রেসের ঘোড়ার জকি বা বাকারদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় এরা।

ছিপছিপে, ঋজু দেহ আর চিবুকে সাদাটে ক্ষতচিহ্ন ছাড়াও হিস্কিটের অনুপম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও সরু আঙুল।

'কী ব্যাপার, ভ্যান? কোন সমস্যা?' জানতে চাইল ভেটার।

'*কিছু একটা* আছে ধারে-কাছে, স্পষ্ট টের পাচ্ছি।'

'বাঘ বোধহয়। ক্যানিয়নগুলোতে বাঘের বেশ আনাগোনা। একবার একটাকে ভালুকের সঙ্গে লড়তে দেখেছি। তাও কালো ভালুক। ভাবো একবার! বেতাল না-হলে গ্রিজলির সঙ্গে লড়তে চায় কোন বাঘ?'

অন্ধকারে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল হিস্কিটের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বসল সে। 'আমরা চলে আসবার পর কেবিনে গেছে যে-লোকগুলো, ওরা কারা? ফিরে আসবার সময় দেখলাম সরাসরি কেবিনের দিকে যাচ্ছে।'

'বস্ বোধহয়। শেরিফকে নিয়ে ওখানে যাওয়ার কথা ছিল ওর।'

আগুনে কাঠ পুড়বার শব্দ বাদ দিলে একেবারে নীরব হয়ে গেছে ক্যাম্প, তবে দূর থেকে তাও শুনতে পাচ্ছে না স্যাম। আগুনের শিখার প্রতিফলন উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছে ক্যানিয়নের দেয়ালে।

'পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না, ভ্যান, একটুও ভাল লাগছে না আমার!' বলছে স্টিভ ভেটার। 'আগেও জখম হয়েছি, কিন্তু এটা খারাপ, বেশ খারাপ! শুশ্রূষা দরকার আমার, একজন ডাক্তার

দরকার।'

'শান্ত হও, স্টিভ। সময় হলে সবই পাবে।'

'অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না! বুঝলাম কাউকে কিছু জানতে দিতে চায় না ও, কিন্তু বেঁচে থাকবার অধিকার আমারও তো আছে!'

খাওয়ার পালা আসতে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে এল স্যাম, সন্তর্পণে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। স্যাডলে চড়ে ঘোড়াকে ঘোরাতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি, নুড়িপাথরে ঠুকে গেল ওটার খুর!

যথেষ্ট দূরে রয়েছে শত্রুপক্ষ, হয়তো শুনতে পাবে না মনে করেছিল স্যাম। কিন্তু ক্যাম্পে চাপা চিৎকার ওকে জানিয়ে দিল ধারণাটা ভুল। স্পার দাবাল ও, এখন আর লুকোচুরি খেলে লাভ নেই। যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে হবে। অন্ধকারে ছুটল ওর ঘোড়া। পিছনে হাঁক ছাড়ল কেউ, তারপর গর্জে উঠল একটা রাইফেল। পাত্তা দিল না স্যাম, জানে এত দূর থেকে গুলি লাগবে না, তা ছাড়া টার্গেটও দেখতে পাচ্ছে না শত্রুপক্ষ। স্রেফ আন্দাজের উপর গুলি করেছে। বাঁকের কারণে ক্যানিয়নের ভিতর দূরের লক্ষ্যবস্তুতে গুলি করাও সম্ভব নয়।

দ্রুত ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলল স্যাম। উদ্দিষ্ট বাঁকটা কখন পাশ কাটিয়ে এসেছে নিজেও জানে না, হঠাৎ খেয়াল করল ক্যানিয়নের অচেনা অংশে ঢুকে পড়েছে–এদিক দিয়ে ঢোকেনি। ডিলেন মাউন্টেনের আকাশচুম্বী শৃঙ্গ নাক বরাবর চোখে পড়ছে, অথচ ডানে বা বামে দেখতে পাওয়ার কথা। তারার ম্লান আলোয় দেখল ঢালু পথ ক্রমে খাড়া হয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। পিছনে খুরের শব্দ, ধাওয়া করে আসছে হিস্কিটরা। তবে গুরুত্ব দিল না, ধরে নিয়েছে অনুসরণ করে এতটা আসতে পারবে না ওরা।

ট্রেইলে বা ট্রেইলের ধারে অসংখ্য বোল্ডার আর উপড়ে পড়া

গাছ পড়ে আছে, অন্ধের মতো ছুটতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মিনিট দশেক এগোনোর পর শাখা-গিরিখাতে প্রবেশ করল ও, মুখে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস প্রশান্তি ছড়িয়ে দিল দেহে, তবে পিছনে ধাবমান খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে আরও বেশি স্বস্তি বোধ করল। ক্যানিয়নের ভিতরে গোলাগুলির মধ্যে পড়তে চায়নি, সরু ও আঁকাবাঁকা ট্রেইলের দু'পাশে পাথুরে দেয়ালে ছিটকে গায়ে লাগত গুলি, টার্গেট না-হয়ে জখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ-ধরনের পরিবেশে। খুবই বিপজ্জনক।

দূরে পানির উৎস দেখতে পেল স্যাম। ঘোড়াটাকে নিয়ে ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্নার পাশে উপস্থিত হলো। ঝর্নার কিনারা ধরে প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে পাহাড়ি একটা মেসায় পৌঁছল। তারও কিছুক্ষণ পর ট্রেইল খুঁজে পেয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল, সামনে পাহাড়ের জমকাল অবয়ব, চেনা চেনা লাগছে।

চলবার পথে ক্যানিয়নে শোনা কথাবার্তা পর্যালোচনা করল ও। ওর সন্দেহই ঠিক—জেমস বাওয়ারের খুনিদের একজন স্টিভ ভেটার। সম্ভবত হিস্কিটও দলে ছিল। সেক্ষেত্রে, ডিক রিগেল সম্পর্কে ওর কিছু জানা না-থাকলেও, নির্ঘাত তার কাঁধেই সব দায় গিয়ে পড়ে।

জেমস বাওয়ারের মৃত্যু ও ভুয়া রসিদ থাকায় ফায়ারবক্সের মালিকানা পেতে কোন সমস্যাই হত না ডিক রিগেলের। টাম্বলিং-সি ক্রুরা আচমকা উপস্থিত না-হলে ঠিক তাই ঘটত।

এখন কী করবে রিগেল? ফায়ারবক্সের দখল পেতে মরিয়া চেষ্টা বা খুনোখুনির পরিণতিতে শূন্য হাতে ফিরে যাবে? উঁহুঁ, হাল ছাড়বে না। স্যামের অভিজ্ঞতা বলছে ভিন্ন পথ ধরবে রিগেল। এ-ধরনের মানুষ কখনও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। যে-কোন মূল্যে র‍্যাঞ্চের দখল নেয়ার চেষ্টা চালাবে, তারই পর্যায় হিসাবে টাম্বলিং-সি রাইডারদের ভাবমূর্তি যতটা সম্ভব নষ্ট করে দিতে

চাইবে।

ক্যানিয়নের লোকগুলো ড্রাই লেগেটে যাবে। কী ওটা, কোন ক্যানিয়ন বা হাইড-আউট? না গুপ্ত ক্যাম্প? জায়গাটা কোথায়?

করণীয় ঠিক করে ফেলেছে স্যাম। ড্রাই লেগেট জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে, এবং অবশ্যই শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টের সঙ্গে দেখা করবে।

র‍্যাঞ্চ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে শুনলে মন খারাপ করবে রোয়েনা ক্রকেট। মারকুটে ক্রুরা সবসময়ই ওর স্বার্থ দেখে, প্রয়োজনে জান বাজি রেখে লড়াই করে। ইদানীং কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যেখানে লড়াই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, কিন্তু রোয়েনার মতে তাই করা উচিত ছিল। মেয়েটা এখনও উপলব্ধি করেনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে দু'পক্ষেরই আগ্রহ থাকতে হয়, একার চেষ্টায় কখনও শান্তি আসে না; তাতে স্রেফ আত্মসমর্পণ করা হয়। এমন কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারবে স্যাম যেখানে শান্তি স্থাপনের জন্যে এক পক্ষ অস্ত্র তুলে রেখেছিল, কিন্তু পরিণতিতে অন্যপক্ষের নির্মম আক্রমণের শিকার হয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

স্যাম রেডলিনের জীবনে একটি মাত্র মেয়ে এসেছে। প্রথম দেখায় মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। সেই মেয়ে রোয়েনা ক্রকেট। সম্পর্কটা একতরফা নয়। ইতোমধ্যে বিয়ের কথাবার্তাও হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবার অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনায় ব্যাপারটা পিছিয়ে গেছে। সবই দুর্ঘটনা বা দৈব যোগাযোগ? নাকি দু'জনের অন্তত একজন দ্বিধায় ভুগছে? বিয়ে ব্যাপারটা স্যামের জন্যে নতুন তো বটেই, রোমাঞ্চকরও, কারণ বরাবরই স্বাধীনচেতা ও, বাঁধনে জড়াতে চায় না। টাম্বলিং-সিতে যোগ দেয়ার আগে আক্ষরিক অর্থে ভবঘুরে ছিল।

বিয়ের চিন্তা ঝেঁটিয়ে মাথা থেকে সরিয়ে দিল ও। ব্যক্তিগত কিছু ভাববার অবকাশ নেই এখন। ফোরম্যান হিসাবে বিপজ্জনক

ও কঠিন কাজ পেয়েছে হাতে। সমস্ত বাধা টপকে ফায়ারবক্সে রোয়েনা ক্রকেটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নেভাডা ছাড়াও অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো এবং ইউটাহ্‌তে র‍্যাঞ্চ আছে টাম্বলিং-সির, তবে নেভাডাই ওদের হোম-র‍্যাঞ্চ। গরু ব্যবসায় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে রোয়েনা, যার মূলে ক্রুদের আন্তরিক সহযোগিতা যেমন আছে, তেমনি স্যামের দূরদৃষ্টি, দক্ষ পরিচালনা বা নিষ্ঠার অবদানও আছে।

রোয়েনার ব্যাপারে স্যামের দ্বিধার একটা কারণ দু'জনের মধ্যে বিস্তর তফাত। রোয়েনাকে অঞ্চলের সেরা ধনী বলা চলে। মেয়েটির এই বিত্ত গড়ে উঠবার পিছনে যদিও স্যাম রেডলিনের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা রয়েছে। ট্রেইল ড্রাইভে কখনও কখনও দিনের পর দিন ঘুম ছাড়া কাটিয়ে দিয়েছে স্যাম। পরিচালনার ভার স্যামের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে রোয়েনা।

গরু, ঘোড়া, মানুষ···এই তিনটি জিনিস বুঝবার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে স্যাম রেডলিন। রেঞ্জের অবস্থাও ওর চেয়ে ভাল বোঝে না কেউ। ফোরম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পর টাম্বলিং-সির হৃষ্টপুষ্ট গরুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে কেবল। শীত বা শুকনো মরসুমেও সমস্যা হয়নি।

সঙ্গত কারণে এত দক্ষিণে র‍্যাঞ্চ কিনতে আগ্রহী হয়েছে রোয়েনা, পরামর্শটা স্যামই দিয়েছে। ওর অভিজ্ঞতা বলছে উত্তরের রেঞ্জে কিছুদিনের মধ্যে মন্দা শুরু হবে, রেঞ্জে ঘাস ক্রমে শুকিয়ে আসছে। মাটির নীচে পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে। এখনই হয়তো কোন প্রভাব পড়বে না, তবে দু'চার বছর পর বিপাকে পড়বে বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চার। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণে অবস্থিত ফায়ারবক্স ওদের জন্যে কুশন হিসাবে কাজ করবে।

স্যামের পরামর্শ গ্রহণ করে কখনও ঠকেনি, তাই নির্দ্বিধায় ফায়ারবক্স কিনে নিয়েছে রোয়েনা ক্রকেট। ওয়াইওমিং-এ সম্পত্তি

ছিল বাওয়ারদের, বুড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শেষ জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে। হয়তো প্রতিবেশীদের সঙ্গে টক্কর এড়াতেও চেয়ে থাকতে পারে সে। রোয়েনার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলে খদ্দের হিসাবে রোয়েনাকে প্রথম অফার দেয় বাওয়ার।

স্যামের পরামর্শে পানির উৎস আছে এমন জমি কিনেছে রোয়েনা। পশ্চিমে পানি ছাড়া জমির কোন মূল্য নেই, তাই পানির উৎস যার দখলে, কার্যত জমির নিয়ন্ত্রণও তার হাতে থাকে।

ফায়ারবক্স বাঙ্কহাউসে পৌঁছে, শুতে শুতে ভোর হয়ে গেল স্যামের। শব্দ পেয়ে জেগে গেছে ড্যান বেণ্ডার, একটা চোখ খুলে কৌতূহলী দৃষ্টি হানল স্যামের দিকে, তারপর ফের ঘুমিয়ে পড়ল। কোন প্রশ্ন করেনি, কোন মন্তব্যও করেনি, কিন্তু ঠিক আঁচ করে নিয়েছে সবকিছু।

ঘণ্টা দুই পর জাগল স্যাম। টেবিলে নাস্তা পরিবেশন করছে টেকো বেন ডেগনার। বাঙ্কে উঠে বসে হাঁক ছাড়ল টেকো ক্রুর উদ্দেশে, পাশের কামরায় যেতে বলল তাকে। 'বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুছিয়ে নাও, বেন। রোয়েনা···মিস্ ক্রকেট শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে।'

'হাতে হাজারটা আছে, তার উপর নতুন কাজ চাপিয়ে দিচ্ছ! ক্ষুধার্ত এতগুলো কয়োটের খাবার তৈরি করা কি মুখের কথা? বেড়া মেরামত, ছাদ ঠিক করা···সবই তো আমার কাজ।'

'যা বলেছি শুনেছ!' হাসতে হাসতে বলল স্যাম, জানে এমন খুনসুটি করা ডেগনারের অভ্যাস। এভাবেই কাজ উপভোগ করে সে। 'আরেকটা কথা, বসের জন্যে কেবিন তৈরি করতে হবে। চারপাশে প্রকৃতি দেখা যাবে এমন একটা জায়গা পছন্দ করে রেখো। ও তো আমাদের সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকতে পারবে না।'

'হয়েছে! এবার খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো! রাতে সাপার

মিস্ করেছ।'

'অন্যরা কোথায়? নাস্তা খায়নি?'

'খেয়ে-দেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে ওরা,' সরু চোখে স্যামের দিকে তাকাল বেন ডেগনার। 'রাতে কী হয়েছিল? ঝামেলায় পড়েছিলে?'

'কিছুটা,' হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হলো স্যাম। 'হুট করে একটা ক্যাম্পে গিয়ে উঠলাম। পাঁচজনের তিনজনই আহত ছিল ওখানে। ড্রাই লেগেট নামে একটা জায়গায় আজ চলে যাবে ওরা।'

'প্লাযার পশ্চিমের ক্যানিয়ন।'

'প্লাযা?'

'প্লাযা হচ্ছে স্থানীয় মেক্সিকান বসতি। লোক ভাল ওরা। কয়েকটা অ্যাডোবি দালান, গুটি কয়েক স্টোর, স্যালুন···এই নিয়ে প্লাযা।'

'এই এলাকা কতটা চেনো, বেন?'

'ভালই চিনি। এখান থেকে দক্ষিণে একটা আউটফিটের হয়ে কাজ করেছি, এস-ইউ র‍্যাঞ্চটার নাম। বেশ কয়েকবার প্লাযায় গিয়েছিলাম তখন। সকেরো শহর আরও বড়। দু'বার ওখানকার পাহাড়ে কাটিয়েছি। লুকিয়ে থাকবার জন্যে চমৎকার জায়গা।'

কাউহ্যাণ্ড বা রাঁধুনী হিসাবে খুবই দক্ষ টেকো ডেগনার, তবে যৌবনের শুরুতে আউটল ট্রেইলে চলাফেরা করেছে বেশি। ত্রিশ পেরোনোর পর বোধোদয় হয় তার, ফিরে আসে সুস্থ জীবনে। ওর বেশিরভাগ বন্ধু ততদিনে ফাঁসিতে ঝুলেছে।

'কালকের জায়গাটা বোধহয় চিনবে তুমি, ওই ক্যাম্পের কথা বলছি। বক্স-এইস নামে কোন জায়গা আছে নাকি? সম্ভবত ওদিকেই গিয়েছিলাম।' সবিস্তারে জায়গাটার বর্ণনা দিল স্যাম।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে শুনল ডেগনার।

'হুঁ,' শেষে বলল সে। 'ডিলেন মাউন্টেন পেরিয়ে যে-ক্যানিয়নে গেছ, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওটা নির্ঘাত ডেভিল। তবে বক্স-এইস বা এর নীচে কোথাও ক্যাম্প করেছে লোকগুলো। ফিরে আসবার সময় ডেভিল ক্যানিয়নের পথ হারিয়ে ঘুরে ফ্রিস্কো যাওয়ার ট্রেইলে উঠেছ, শেষে সেন্টার-ফায়ারের ট্রেইল ধরে বাড়ি ফিরে এসেছ।'

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে বাধা পড়ল আলাপে। কফির কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল স্যাম, দোরগোড়ায় দেখতে পেল এমেট পেকারকে।

'স্যাম, টার্কি পার্কে জমায়েত করা গরুর পালটা উধাও হয়ে গেছে!' উত্তেজিত স্বরে জানাল সে, ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। 'পিছু নিয়ে অ্যাপাচি মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছে ড্যান।'

'আমাকে ফেলে যেয়ো না আবার!' অ্যাপ্রন খুলতে শুরু করল ডেগনার।

'উঁহুঁ, তুমি এখানে থাকবে!' নির্দেশ দিল স্যাম। 'শার্পসটা হাতে নিয়ে তৈরি থেকো। কে জানে, কেউ হয়তো আমাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে এই কাজ করেছে! চিন্তা কোরো না, এর পিছনে কে দায়ী, অনুমান করতে পারছি।'

বেরিয়ে এসে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওরা। বিস্তর ট্র্যাক পড়ে আছে। পাল অনুসরণ করে পিছু পিছু গেছে ড্যান বেণ্ডার। গভীর ক্যানিয়নকে পাশ কাটিয়ে অ্যাপাচি মাউন্টেনের লাগোয়া ঝর্নার কিনারা ধরে চলে গেছে ট্রেইল। শেষে, ক্রীক পেরিয়ে ওপাশের বন্ধুর জমিতে চলে গেছে খুরের ছাপ।

হঠাৎ ঘোড়া থামাল স্যাম, গভীর মনোযোগে শব্দ শুনল। সামনে কোথাও গরু ডাকছে, ক্যানিয়নের ভিতরে বোধহয়।

পাথুরে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ড্যান বেণ্ডার। 'কাছাকাছি আছে ওরা। গত কয়েক বছরে এরচেয়ে বদখৎ চেহারার কাউবয়

আর দেখিনি। চারজন।'

'চলো!' নির্দেশ দিয়ে স্পার দাবাল স্যাম।

ঝোপ পেরিয়ে খোলা জায়গা ধরে তুমুল বেগে ছুটল ওর ঘোড়া। ড্যান আর এমেট দু'দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গরুর ডাক এবং নড়াচড়ার কারণে ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ চাপা পড়ে গেল। একেবারে কাছাকাছি যখন পৌঁছল, রাসলারদের একজন টের পেয়ে গেল ওদের উপস্থিতি। ঝট করে সিক্সশ্যুটারের দিকে হাত বাড়াল সে।

ভোজবাজির মতো একটা পিস্তল উঠে এল স্যাম রেডলিনের হাতে, কোমর পর্যন্ত তুলে গুলি করল ও। ঘোড়াটা ছুটছে বলে নিশানা করবার উপায় ছিল না, তবে পুরোপুরি মিস্‌ও হলো না, রাসলারের ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে লাগল গুলি। রাইডারকে ছুঁড়ে ফেলে ঢলে পড়ল ঘোড়াটা।

ছুটে গিয়ে তাকে ভূপতিত করল স্যাম, বাকস্কিনের খুরের নীচে প্রায় চাপা পড়েছে লোকটা।

পাশ ফিরতে স্যাম দেখল আরেকজনকে পেড়ে ফেলেছে ড্যান, তবে অন্য দু'জন ছুটে যাচ্ছে এমেটের দিকে। একইসঙ্গে ছুটল দুই বন্ধু—স্যাম আর ড্যান। ওদেরকে দেখে উৎসাহে ঘাটতি পড়ল দুই রাসলারের। এমেটকে বাদ দিয়ে ড্যানের দিকে নজর দিল একজন, পিস্তল তুলছে। ট্রিগার টানবার আগেই সেগুণ্ডোর গুলি ফুটো করে দিল তার বুক। স্যাডল থেকে ঢলে পড়ল শরীরটা।

ঝটপট মাথার উপর হাত তুলে ফেলল অন্যজন।

সুঠামদেহী বলা যাবে না একে। কর্কশ চেহারার সঙ্গে হিংস্র চোখজোড়া বেশ মানিয়ে গেছে। লম্বা চুল, ক্ষৌরিহীন মুখ আর নোংরা কাপড়। কোমরের পিস্তলটা ঝকঝকে, নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

কাঠিন্য ছাপিয়েও বিস্ময় দেখা যাচ্ছে লোকটার মুখে। একে একে তিনজনকে দেখল সে। 'পিস্তলে বেশ চালু তোমাদের হাত,' বলল সে। 'কিন্তু আখেরে লাভ হবে না! আজকের মাশুল দিতেই হবে তোমাদের!'

স্যাডল ক্যাণ্টারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি তুলে নিল এমেট পেকার। 'শুভ কাজে দেরি করতে নেই, স্যাম। ধারে-কাছে উঁচু গাছেরও অভাব নেই।'

'আরে! করছ কী!' হঠাৎ ভড়কে গেল লোকটা।

'আমাদের গরু সরিয়ে আনলে কী কারণে, শুনি?' জানতে চাইল স্যাম।

'সব গরু ভাল অবস্থায় আছে, একটাও খোয়া যায়নি,' দ্রুত বলল লোকটা, স্যামের মুখে মারপিটের শুকনো দাগ দেখে বলল, 'তুমি বুল ফ্লিচকে পিটিয়েছিলে না? সেজন্যে যদি তোমাকে খুন না-ও করে সে, তবে আজকের জন্যে করবে। এক সপ্তাহের আগেই কবরে ঠাঁই হয়ে যাবে তোমার!'

'এম, ব্যাটাকে স্যাডলের সঙ্গে আচ্ছা করে বাঁধো তো। ওকে শহরে নিয়ে শেরিফের হাতে তুলে দেব। তারপর বিয়ার ক্যানিয়নে যাব আমরা।'

'বিয়ার ক্যানিয়নে যাবে?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। 'মুখে বলছ, না সত্যি যাবে? সাহস আছে তোমার? বোকা, আস্ত বোকা তুমি! বুল তোমাকে খুন করবে! পুরো দলটাকে খুন করে ফেলবে!'

'পারবে না,' বলল স্যাম। 'একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেব ওকে। এখানে থাকতে হলে আমাদের গরুতে হাত দেয়া যাবে না। হয় এই শর্ত মেনে থাকবে, নইলে সবক'টাকে এখান থেকে তাড়াব আমি। আর না-গেলে পুড়িয়ে মারব!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটার চাহনি, একটু

আগের ঔদ্ধত্য উধাও হয়ে গেছে, রীতিমতো অনুনয় করছে এখন। 'বিয়ার ক্যানিয়নে যেয়ো না! হয়েছে কী, এসবের সঙ্গে জড়িত নয় ওরা!'

'মুখ ফুটেছে তোমার,' অপেক্ষায় থাকল স্যাম।

'ডিক রিগেল এ-কাজ দিয়েছে আমাদের। অ্যাপাচি মাউন্টেন ছাড়িয়ে স্যাণ্ড ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রতিটি গরুতে পনেরো ডলার।'

'জজের সামনে এ-কথা বলতে পারবে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটার মুখ। সামান্য দ্বিধার পর বলল, 'আমার জানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা যদি দাও, তা হলে বলতে আপত্তি নেই। মুখ খুলেছি জানলে নির্ঘাত আমাকে খুন করবে রিগেলের লোকেরা!'

ভরদুপুরে পেল্‌নায় পৌঁছল ওরা। দেখে মনে হলো প্রখর রোদে ঝিমাচ্ছে শহরটা, প্রায় ফাঁকা বলা চলে। ল-অফিসের সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে পিছনে পনেরো-বিশজনের একটা দল জুটে গেল। বেরিয়ে এসে পোর্চে দাঁড়াল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট, একনজরে বুঝে নিল পরিস্থিতি। রাসলার লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল।

'তো, ডেভ, দেখা যাচ্ছে সঙ্গী বাছতে ভুল করেছ তুমি,' মন্তব্য করল শেরিফ, তারপর স্যামের দিকে ফিরল। 'কী করেছে ও?'

'ফায়ারবক্সের এক পাল গরু চুরি করেছে।'

'একা?'

'চারজন ছিল ওরা। অন্যদেরকে আনবার উপায় ছিল না, কারণ কথা বলবার সুযোগ নেই ওদের। তবে এর আছে।'

ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক দ্রুত সরে গেল। লোকটাকে অনুসরণ করল স্যামের চোখ, দেখল ত্রস্ত পায়ে

গেলভিন'স এম্পোরিয়ামে গিয়ে ঢুকল সে। মুহূর্ত কয়েক পর গলি থেকে বেরিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এল জিম ইয়োন্ট।

'আর কারা ছিল তোমার সঙ্গে, ডেভ? বিয়ার ক্যানিয়নের কেউ?'

'শুধু আমি,' যেন ভূতের আছর হয়েছে, ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ডেভ নামের লোকটা। 'ভিতরে চলো!'

'ঝুলিয়ে দাও!' চেঁচাল কেউ। 'ব্যাটাকে ঝুলিয়ে দাও!'

চড়া কণ্ঠ। কে যেন সমর্থন করল তাকে, তারপর আরও একজন।

কে চেঁচাচ্ছে দেখবার জন্যে ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল স্যাম, একই মুহূর্তে অন্য দিক থেকে কেউ চেঁচাল: 'দেরি করছ কেন? একটা গুলি করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল বন্দি, দু'চোখের মাঝখানে ছোট্ট গর্ত তৈরি হয়েছে।

'কে গুলি করেছে?' রাগে জ্বলে উঠল স্যামের চোখ। 'হাত-বাঁধা নিরস্ত্র একজন লোককে যে গুলি করে, তার মতো নীচ লোকের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই!'

অস্বস্তির প্রবাহ বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে, এমনকী কেউ ফিরেও তাকাল না। কেউ রাসলারের খুনিকে দেখে থাকলেও ভয়ে টুঁ শব্দ করছে না, বা তাকাচ্ছে না কোন দিকে। ভিড়ের এক পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জিম ইয়োন্ট, তার পাশের লোকজন কিছুটা সরে গেছে।

'কাউকে গুলি করতে দেখলাম না, রেডলিন,' বলল ইয়োন্ট। 'লোকটা রাসলার না? ও মরে যাওয়ায় লাভই হয়েছে, ট্রায়ালের ঝামেলা করতে হলো না।'

'কিন্তু একজন সাক্ষীও ছিল সে! ফায়ারবক্সের গরু রাসলিং করবার জন্যে ওর সঙ্গে সমঝোতা করেছিল ডিক রিগেল।

বুঝতেই পারছ, ওর সাক্ষ্য পেলে আসল চোরকে ধরতে পারতাম আমরা!'

তথ্যটা বিমূঢ় করে তুলেছে দর্শকদের, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি কেউ। ধীরে ধীরে ভিড় আলগা হয়ে গেল। ল-অফিস থেকে কাছাকাছি স্টোর বা গলিতে সরে গেল লোকজন, খণ্ড খণ্ড জটলার আকারে গরম খবরটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকল।

ধারে-কাছে রিগেল-ক্রুদের কাউকে চোখে পড়ছে না, তবে একটু দূরে স্টোরের পাশের গলিতে স্যাডলে বসে আছে ড্যান বেণ্ডার। পিস্তলের বাঁটে একটা হাত রেখে ভিড়ের উপর নজর রাখছে। মাত্রই পৌঁছেছে সে, অজ্ঞাত খুনির গুলি হওয়ার পর।

'সব শুনে নিশ্চয়ই খেপে যাবে রিগেল, রেডলিন,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জিম ইয়োন্ট। 'ভুল বুঝো না আমাকে, স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি কথাটা।'

'রিগেল জানে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। ওকে বোলো এবার কিন্তু একটা বাচ্চা নয়, পূর্ণবয়স্ক লোককে খুন করতে হবে!'

কামড়ে সিগারের গোড়া আলাদা করে থোক্ করে ছুঁড়ে ফেলল শেরিফ। চাহনি সতর্ক। 'রিগেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছ তুমি, রেডলিন। প্রমাণ করতে পারবে?'

মৃত রাসলারের দিকে ইশারা করল স্যাম। 'একমাত্র সাক্ষী ছিল ও। ওর কাছ থেকে জেনেছি যে আসল কর্মের হোতা রিগেল, তার নির্দেশেই গরু চুরি করেছে ডেভরা। এর সঙ্গে বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের সম্পর্ক নেই। আর...' ট্র্যাক ধরে ডেভিল ক্যানিয়নে যাওয়ার গল্প বলল ও, মনোযোগ দিয়ে শুনল শেরিফ।

'তা হলে ড্রাই লেগেটে চলে গেছে ওরা?' জানতে চাইল জ্যাক ওয়াল্ট।

'তাই বলছিল ওরা, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টেও থাকতে পারে। আহত তিনজনের মধ্যে ভেটারের অবস্থাই খারাপ ছিল, এ-নিয়ে অভিযোগ করছিল সে। বলছিল শুশ্রূষা আর ডাক্তারের সেবা দরকার। ভ্যান হিস্কিট ওদের মধ্যে সবচেয়ে মুখর ছিল।'

জেনিফার ম্যাককুইনের স্টোরের সামনে ছায়া আছে এমন জায়গায় বাকস্কিন বাঁধল স্যাম। ড্যানকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট কেভ স্যালুনে ঢুকল।

স্যালুনটা বেশ দীর্ঘ। দু'পাশে পেটমোটা দুটো স্টোভ। কামরার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে বার। একটা রুলেত টেবিল ছাড়াও তাসের জন্যে কয়েকটা টেবিল রয়েছে।

বারের পিছনে টেকো মাথার বিশালদেহী এক বারকীপ, কঠিন চাহনি লোকটার চোখে। বারের উপর দুই সবল বাহুর ভর রেখে ঝুঁকে এসেছে সে, ড্রিঙ্ক হাতে তিনজনের সঙ্গে গল্প করছে। টেবিলে খেলায় ব্যস্ত কয়েকজন। টাম্বলিং-সি ক্রুরা ভিতরে ঢুকতে চোখ তুলে তাকাল সবাই, তারপর যার যার কাজে মনোযোগ দিল।

দুটো বীয়ারের ফরমাশ দিয়ে গেম-টেবিলের দিকে তাকাল স্যাম। এক টেবিলে বসে খেলছে জিম ইয়োণ্ট। একটু আগের ঘটনায় নিরীহ দর্শক ছিল সে, নাকি সে-ই গুলি করেছে ডেভকে?

আনমনে মাথা নাড়ল স্যাম। লোকটার সঙ্গে পোকার খেলতে পারলে উপভোগ করত, উপরন্তু তাকে বুঝতেও পারত। তবে কাউকে বুঝবার এরচেয়ে শ্রেয়তর উপায় আছে। একে মূড নেই, তায় সময়ও কম। ডিক রিগেলের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা অভিযোগ তুলেছে ও, সেটা প্রমাণ করতে হবে।

বীয়ার শেষ করে, ড্যানকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল স্যাম। ওরা দু'জন বেরিয়ে যাওয়ার পর খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল জিম ইয়োণ্ট, প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে স্যালুন থেকে বেরিয়ে সোজা

সরাসরি এম্পোরিয়ামে গিয়ে ঢুকল।

'ঝেড়ে ফেলো ওকে!' জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল সাই গেলভিন, কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'সময় থাকতে ফেলে দাও—এখুনি!'

মাথা ঝাঁকাল ইয়োন্ট। 'দু'একটা আইডিয়া দিতে পারবে?'

কুৎসিত হয়ে গেল স্টোর-মালিকের মুখ। 'বুঝেছি! ভজকট করে ফেলবে তুমি! তোমার কিছু করতে হবে না, কাজটা আমার উপর ছেড়ে দাও!'

'তুমি করবে?' অবিশ্বাসে কর্কশ হয়ে গেছে ইয়োন্টের কণ্ঠ।

স্টিলের রিমের চশমার ওপাশ থেকে সরু চোখে ওর দিকে তাকাল গেলভিন। জীবনে বহু কিসিমের মানুষ দেখেছে ইয়োন্ট, এক ডজন ভয়ঙ্কর লোক দেখেছে, অথচ সেই ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর চোখ এত ভয়ঙ্কর দেখাত না। কী আছে চাহনিতে জানে না, কিন্তু কলজে হিম হয়ে যাচ্ছে ওর! র‍্যাটলারের মতো শীতল, গা শিউরানো চাহনি। অজান্তে শিউরে উঠল ও।

'হ্যাঁ, আমি করব,' পুনরাবৃত্তি করল গেলভিন।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বিয়ার ক্যানিয়নে পৌঁছল ওরা—স্যাম, ড্যান এবং এমেট।

ক্যানিয়নের তলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তৈরি হয়েছে কেবিনগুলো। কোন কোনটা অ্যাডোবির; বেশিরভাগই জীর্ণ, তাড়াহুড়ো করে খাড়া করা হয়েছে। ছোট্ট অগোছাল বসতি, তবে ফায়ারবক্সে আসবার পর এটার কথাই বেশি শুনেছে স্যাম রেডলিন। গুটি কয়েক মহিলা রয়েছে, পুরুষদের সঙ্গে তাদের তেমন কোন পার্থক্য নেই—মুখ থমথমে, ক্লিষ্ট এবং বৈরী। গুজব রয়েছে গরু বা ঘোড়া চুরি করে জীবন যাপন করে এখানকার অধিবাসীরা।

'এম, ঘোড়ার কাছে থাকো,' নির্দেশ দিল স্যাম। 'ফিরবার সময় হয়তো ছুটতে হতে পারে আমাদের। তৈরি থেকো সবসময়,

আমার চিৎকার শোনা মাত্র ঘোড়া নিয়ে ছুটে যেয়ো!'

মাঝামাঝি দীর্ঘ বাঙ্কহাউসে বেশিরভাগ অধিবাসী থাকে। ড্যান বেণ্ডারকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে এগোল স্যাম। জানালা দিয়ে ভিতরে চোখ পড়তে মাত্র দু'জন পুরুষকে দেখতে পেল। একজন সলিটেয়ার খেলছে, চামড়ার বেল্ট মেরামত করছে অন্যজন। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। কাছাকাছি আরও একটা বাড়ি আছে। উঁকি দিতে ভিতরে ছোট্ট বার আর ছড়ানো-ছিটানো টুল দেখতে পেল। ছয়-সাতজন লোক রয়েছে এখানে, এদের একজন বুল ফ্লিচ।

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল স্যাম রেডলিন। পিছু নিয়ে ড্যানও ঢুকল, চট করে বাম দিকে সরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে ফ্লিচই দেখতে পেল ওদের। চেয়ারে শরীর এলিয়ে আয়েশ করে বসে ছিল সে, ধীরে ধীরে সিধে হলো, বিপদের আশঙ্কায় শক্ত হয়ে গেছে শরীর।

'কী চাও?' জানতে চাইল সে। 'এখানে কেন এসেছ?'

ঝট করে ঘুরে তাকাল সবাই। দু'জনের চার পিস্তলের বিরুদ্ধে ছয়জনের আটটা অস্ত্র। তা ছাড়া, শহরে আরও লোক আছে।

'আজ সকালে ডেভ আর ওর তিন বন্ধু মিলে আমাদের কিছু গরু সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন খুন হয়েছে, তবে ডেভ বেঁচে ছিল। ওকে বললাম আসল লোকটার পরিচয় জানালে বিয়ার ক্যানিয়নে আসব না আমি। সে অবশ্য চায়নি এখানে আসি আমরা। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে আসবার পরিকল্পনাও ছিল না আমার।

'তারপর ওকে নিয়ে শহরে গেলাম। বলতে শুরু করেছিল ও, কিন্তু ভিড় থেকে গুলি করে ওকে খুন করে ফেলে কেউ।'

'খুন করেছে? ডেভকে খুন করেছে? কে করেছে কাজটা?'

'যা ইচ্ছে ভেবে নাও। ডেভ মুখ খুললে কার ক্ষতি হতে পারত?'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। অনেকক্ষণ পর নড়েচড়ে বসল টেবিলের শেষ প্রান্তের মোটাসোটা লোকটা। 'ডেভের সঙ্গে যারা ছিল, ওরা মারা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ না-করে কিংবা পালানোর চেষ্টা না-করে লড়াই করে পার পেতে চেয়েছিল ওরা।'

'তোমার লোকজনের মধ্যে কেউ হতাহত হয়নি?'

'না। চারজনের বিরুদ্ধে তিনজন ছিলাম আমরা। সংখ্যায় বেশি হলেও কাজ সারতে গিয়ে সুবিধা করতে পারেনি ওরা।'

'কী মনে করে এখানে এসেছ?' ফের জানতে চাইল ফ্লিচ।

'দুটো কারণে। ভেবেছি ডেভের খুনি সম্পর্কে তোমাদের কারও হয়তো ধারণা থাকতে পারে, আর একটা পরামর্শ দিতে: ফায়ারবক্সের গরু থেকে দূরে থাকো।'

ফের নীরবতা জমাট বাঁধল কামরায়। ফ্লিচের মুখে এখনও মারপিটের চিহ্ন, ফুলে আছে কয়েক জায়গায়, কালশিটে দাগে ভরা। তবে কাটা জায়গাগুলো শুকাতে শুরু করেছে। সোজাসাপ্টা, কঠিন চাহনিতে স্যামকে বিদ্ধ করল সে।

'প্রথম প্রশ্নটার উত্তর আমরা নিজেরা খুঁজে নেব। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে তোমাকে বলছি: ফায়ারবক্সের গরুর ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমাদের। কখনও ছিলও না। তো, এবার কেটে পড়ো!'

নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না স্যামের মধ্যে। 'তোমার হয়তো জানা না-ও থাকতে পারে, তাই বলছি, বিয়ার ক্যানিয়ন আসলে ফায়ারবক্সের জমি, বন্ধু। প্রতিটি ইঞ্চি! কথাটা মনে রেখো। তোমাদের এখানে থাকা বা না-থাকা ফায়ারবক্সের মর্জির উপর নির্ভর করছে, আমরা চাইলে থাকতে পারবে, না-চাইলে পারবে না। এ-মুহূর্তে আমার কথায় চলছে ফায়ারবক্স! ফায়ারবক্সের

স্বার্থে নাক না-গলালে তোমাদের কাউকে বিরক্ত করবে না কেউ, কিন্তু এর অন্যথা হলে কাউকে সতর্ক করব না। পর্যাপ্ত গোলাবারুদ নিয়ে তখন আসব আমরা।'

দরজার পাল্লা ধরতে বাম হাত বাড়াল স্যাম, কবাট সরিয়ে বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হলো, তখনই পিছন থেকে বলে উঠল ফ্লিচ: 'একটা সান্ত্বনা আছে আমার–তোমার গায়ে আমার চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্যাম, আন্তরিক হাসি ওর মুখে। 'তোমাকেও ছাড় দিইনি আমি। পরিণতিতে যাই হোক, সিমন, লড়াইটা দারুণ জমেছিল! এত টাফ লোকের মুখোমুখি কখনও হইনি আমি।'

চট করে বেরিয়ে এল স্যাম। পিছু পিছু ড্যান। দ্রুত পা চালাল ওরা।

তিন কদম এগিয়েছে, এসময় সজোরে খুলে গেল দরজাটা। ছুটে বেরিয়ে এল মোটাসোটা লোকটা, দু'হাতে শটগান ধরে রেখেছে। কাঁধে ওটা তুলল সে। কোত্থেকে কী হলো, টেরই পেল না। একইসঙ্গে স্যাম ও ড্যানের গুলি বিদ্ধ হলো তার দেহে। দুটো পিস্তল গর্জে উঠলেও শব্দ শুনে মনে হলো একটাই। শিথিল মুঠি থেকে শটগান ছেড়ে দিল লোকটা, তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

বাঙ্কহাউস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকজন। বাফেলো গান হাতে এক লোককে গুলি করল ড্যান। জানালা বরাবর গুলি করে ঝুলন্ত লণ্ঠনটাকে নিভিয়ে দিল স্যাম। মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল ওটা, তেলের ছোঁয়া পেতে ধপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে পুরো বাড়িতে আগুন ধরে গেল।

অন্যান্য বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল নারী-পুরুষরা। এদিকে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে স্যাম ও ড্যান। প্রায় অন্ধকার জায়গায়

ওদের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে এমেট।

কয়েকজনে মিলে ভারী ওয়্যাগনের জোয়াল ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে, অন্যরা পিছন থেকে ঠেলল। ধারে-কাছে কোথাও ফ্লিচকে দেখা গেল না।

ফিরতি পথ ধরল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে পিছন ফিরে জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকাল। বাঙ্কহাউস আর স্যালুন, দুটোই পুড়ছে।

'এবার কি এখান থেকে চলে যাবে ওরা?' জানতে চাইল ড্যান।

'বলা কঠিন। তবে এভাবে কাউকে তাড়ানোর পক্ষে নই আমি। মানছি এখানে থাকবার অধিকার নেই ওদের, যেমনটা বলেছি ওদের। কিন্তু এমনও হতে পারে ওরা হয়তো ভাবছে এটা সরকারি জমি। ঠাণ্ডা মাথায় যদি ভাবে, তা হলে ওদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতে ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

'কাউকে তো ভাল মানুষ বলে মনে হলো না,' ড্যানের মন্তব্য।

'হয়তো, তবে জবর লড়েছে ফ্লিচ। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।'

'একটু আগের লড়াইয়ে কিন্তু জড়ায়নি সে।'

'হ্যাঁ, অন্যদের চেয়ে বোধহয় মাথাটা পরিষ্কার ওর, ন্যায্য কোন্‌টা বুঝতে পারে। মোটকুর ক্ষেত্রে এ-কথা বলতে পারছি না।'

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ওরা দেখল আঙিনায় বিড়বিড় করতে করতে পায়চারি করছে টেকো ডেগনার। 'নিকুচি করি তোমাদের!' ওদের দেখেই বিষোদ্‌গার করল সে। 'একটা খবরও দেবে না আমাদের? অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছ, তারপর একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেলে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'আমাদের মানে?' জানতে চাইল ড্যান। 'কবে থেকে আবার

একাধিক লোক হয়ে গেলে তুমি?'

'আমাকে হিসাব করেছে বোধহয়,' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জেনি ম্যাককুইন, তিনজনের মুখে নিদারুণ বিস্ময় দেখে ব্যাখ্যা করল: 'এই তো, মিনিট কয়েক আগে এসেছি। তোমাদের সতর্ক করতে এলাম।'

'সতর্ক করতে?'

'তোমাকে, রেডলিন। তোমাকে ধরতে আসছে শেরিফ। তুমি নাকি ডিক রিগেলকে খুন করেছ।'

'কী বললে?' স্যাডল ছেড়ে রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল স্যাম। 'কী হয়েছে রিগেলের?'

'তুমি শহর ছেড়ে আসবার পনেরো মিনিট পর ট্রেইলে পাওয়া গেছে ওর লাশ। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে।'

খুন হয়েছে রিগেল! এগিয়ে গিয়ে পোর্চের একটা চেয়ারে বসে পড়ল স্যাম। কে খুন করল তাকে, কেন?

পিছন থেকে কাউকে গুলি করা পশ্চিমে সবচেয়ে হীন ও কুৎসিত অপরাধ, এমনকী গরু বা ঘোড়া চুরির চেয়েও জঘন্য। ধরা পড়লে বেশিরভাগ সময় জুরিদের সামনে পর্যন্ত পৌঁছানোর সৌভাগ্য হয় না লোকটার, লোকজন স্রেফ ঝুলিয়ে দেয় কোন গাছে, কিংবা উন্মত্ত মবের নৃশংসতার শিকার হয়।

ড্যান বেণ্ডার ওর সঙ্গে ছিল, তবে সেটা পাত্তা পাবে না কারও কাছে।

'কফি দাও তো, বেন,' অনুরোধ করে জেনি ম্যাককুইনের দিকে ফিরল স্যাম। 'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আশা করি আমাকে সতর্ক করতে এসে নিজে বিপদে পড়বে না তুমি।'

'আমাকে আসতে দেখেনি কেউ,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল মেয়েটি। 'যাক্‌গে, আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি বা টাম্বলিং-সি এখানে থাকলে এলাকার উপকারই হবে। অনেক ব্যাপার একপেশে হয়ে

গিয়েছিল ইদানীং।'

'রিগেল খুন হয়েছে?' অন্যমনস্ক সুরে বলল স্যাম, নিজের মনে হিসাব কষছে। 'এর তাৎপর্য কী হতে পারে? আমার ধারণা ছিল সবকিছুর পিছনে সে-ই রয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি ধারণাটা ভুল।'

'ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক নয়?' বলল জেনি। 'এমন সময়ে ঘটল যাতে ঠিক তোমাকে খুনি বলে সন্দেহ হয়।'

মেয়েটির দিকে ফিরল স্যাম। 'তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়! আমাকে ফাঁসাতে চায় আসল খুনি। ধারণা আছে লোকটা কে হতে পারে? আমার তো সন্দেহ ছিল এলাকায় একমাত্র রিগেলকেই শত্রু বানিয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল জেনি। 'আমার বাবা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। সেরা না-হলেও মোটামুটি নাম কামিয়েছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে। মুষ্টিযুদ্ধে তখন একটা নিয়ম ছিল, বাবা প্রায়ই বলতেন: "সবসময় নিজেকে রক্ষা করো"।

'শহরে ফিরে যাচ্ছি আমি। সাবধানে থেকো, খুব সাবধান! তুমি বরং কোথাও গা-ঢাকা দাও। পাসিতে ওয়াল্টের সঙ্গে অন্তত ত্রিশজন আছে। দেরি করা ঠিক হবে না তোমার।'

'উঁহুঁ, এখানেই থাকছি আমি।'

ঘোড়ার কাছে চলে গেল জেনি। 'ত্রিশজন লোক যখন একত্র হয়, নানা কিসিমের কারণে কোন ব্যাপারে একমত হতে পারে না ওরা। তাই সুবুদ্ধি বা ন্যায্য আচরণ সবসময় ওদের কাছ থেকে আশা করা বোকামি, মি. রেডলিন।'

'ড্যান, মিস্ ম্যাককুইনের সঙ্গে যাবে? শহর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এসো ওকে।'

'নিশ্চয়ই, স্যর!' সারা দিনের ধকলে ক্লান্তি লাগছিল ড্যানের, কিন্তু প্রস্তাবটা পেয়ে চাঙা হয়ে উঠল সে। 'পাসির ব্যাপারে কী

করবে?'

'ও-নিয়ে ভেবো না। এখানে কোন ঝামেলাও হবে না। মিস্ ম্যাককুইনকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রইল তোমার কাঁধে। খুব ভাল মেয়ে ও।'

ব্যাট কেভের পোকার টেবিলে একটা চেয়ার দখল করল জিম ইয়োন্ট। বারটেণ্ডার ছাড়া আর কেউ নেই স্যালুনে। এই লোকটার সঙ্গে ঠিক জমে না ওর। টেবিলে রাখা তাস নিয়ে শাফল করতে শুরু করল। তাস শাফলের সময় মাথাটা সবসময় কাজ করে ওর। সযত্নে সাত ভাগে তাস বিছিয়ে দিল টেবিলে, তবে মনটা তাসে নেই, বরং গভীর মনোযোগে ভাবছে।

একইসঙ্গে বিমূঢ় ও উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে। কয়েক বছর ধরে নিজেকে বিচক্ষণ এবং দক্ষ লোক হিসাবে মনে করে আসছে জিম ইয়োন্ট। আজ পর্যন্ত তাসে কখনোই লোকসান দেয়নি। মানুষকে বুঝতে পারবার সহজাত ক্ষমতা আর আঙুলের কারসাজিতে নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছে। তাসের সবরকম জোচ্চুরি জানা, পেশাদার জুয়াড়ি না-হয়েও ওর দক্ষতা প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পড়ে; তবে হাত সাফাই করা লাগে না বললে চলে। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বীর পদক্ষেপ আগে থেকে অনুমান করবার ক্ষমতাই ওকে জিতিয়ে দেয়। এভাবে জিতলে কেউ সন্দেহ করে না। কোনদিনই প্রচুর জেতে না, নইলে সেটা অন্যদের দৃষ্টি কাড়বে। প্রতিদিন খেলে সে, এবং যেদিন হারে, খুবই অল্প পরিমাণে। আর জেতে এরচেয়ে সামান্য বেশি। কখনও কখনও প্রায় আসলের কাছাকাছি থাকে। তিন মাসের হিসাব করলে ওর জিতে নেয়া টাকার অঙ্কটা মন্দ নয়। কাউহ্যাণ্ডরা যেখানে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ ডলার কিংবা স্টোরের কেরানি তার অর্ধেক পায়, জিম সেখানে কারও সন্দেহের উদ্রেক না-করেই মাসে দু'শো থেকে

আড়াইশো ডলার রোজগার করছে। পেশাদার কোন জুয়াড়ি যখনই বড়সড় অঙ্ক জিততে থাকে, তখন তাকে সন্দেহ করে সবাই।

ওর ট্যাকের খবর এমনকী সাই গেলভিনও জানে না। নানা কাজের জন্যে ওকে মজুরি দেয় স্টোর মালিক। শর্ত একটাই: কেউ জানতে পারবে না। গত কয়েক বছরে সব মিলিয়ে বড়সড় অঙ্কের টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে সে, এখান থেকে চলে যাওয়ার পর যেটা খুব কাজে লাগবে। জিম ভাল করেই জানে কোন কিছু আজীবন চলে না, একসময় স্রোত ওদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তখন মোক্ষম সময়ের সম্পর্কচ্ছেদ আর দ্রুতগামী একটা ঘোড়া থাকলে বহু দুর্ভোগ বা চরম বিপদও এড়ানো সম্ভব।

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। টের পাচ্ছে সবকিছু ঠিক ভাবে ঘটছে না। একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ডিক রিগেল বেঘোরে মারা পড়েছে। কে খুন করেছে? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন কেন খুন হলো।

প্রশ্নগুলো ওকে খোঁচাচ্ছে। অথচ উত্তর জানা নেই! সবাই বলবে স্যাম রেডলিনই খুনি, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করে না জিম। স্যাম রেডলিন ডুয়েলে হয়তো হাজারবার খুন করবে রিগেলকে, কিন্তু পিছন থেকে কখনোই করবে না। তা ছাড়া, দু'জনের মধ্যে এমন কোন তর্কাতর্কি বা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়নি যে রিগেলকে খুন করবে রেডলিন।

সম্ভাব্য একটাই উত্তর বাকি থাকে: উপযোগিতা বা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে খুন করা হয়েছে রিগেলকে, আর নগদ লাভ হিসাবে দোষটা স্যাম রেডলিনের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।

তা হলে, খুনটা আসলে কে করল?

প্রশ্নটার উত্তর জানে না বলে অস্থির বোধ করছে ও। আদপে এটা গেলভিনেরই কাজ, একরকম নিশ্চিত ও, কিন্তু কার মাধ্যমে খুনটা করেছে? সম্ভাব্য সবার কথা বিবেচনা করল, অথচ কাউকে

মেলাতে পারল না। খাপে খাপ লাগছে না।

ব্যাপারটা আরও একটা কারণে ওর অস্বস্তির উদ্রেক করছে। নিজেকে গেলভিনের অন্তরঙ্গ বা অপরিহার্য বলে ধারণা করত ও, কিন্তু এখন বোধহয় ধারণাটা ছুঁড়ে ফেলবার সময় হয়েছে। ডিক রিগেলের মতোই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে হিসাবের খাতা থেকে কেটে দেয়া হবে ওর নাম। বাস্তবিক অর্থে অন্যের খেলবার একটা শক্ত হাতিয়ার ও।

ইয়োন্টের মতো মানুষের জন্যে অভিজ্ঞতাটা খুবই তিক্ত, অস্বস্তিকর ও অপমানজনক। নিজেকে মোটেই অন্যের খেলনা বা হাতিয়ার মনে করে না ও, কেউ ওরকম ভাবলেও গ্রাহ্য করে না, বরং সেজন্যে যদি লোকটার কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া যায় তাতেই খুশি জিম। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ সবসময়ই কাম্য ওর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে চারপাশে এত কিছু ঘটছে যার কোনটার উপরই নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। আদপে নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, প্রায় সব ঘটনা ওর অজ্ঞাতে ঘটছে!

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার: যে-কোন মুহূর্তে হয়তো জল্লাদের কাছে ফরমান পৌঁছে যাবে–ফেলে দাও জিম ইয়োন্টকে।

নিজের সম্পর্কে ওর ধারণা খুব স্পষ্ট। জানে কতটা সামর্থ্য বা কী ওর সীমাবদ্ধতা। মানুষকে সবসময় ব্যবহার্য জিনিস মনে করে জিম–দুর্বলকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয় আর সবলকে সমীহ করতে হয় বা এড়িয়ে চলতে হয়। এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ফর্মুলা। যে-কোন অপরাধীর মতোই অন্যের জীবন জিমের কাছে মূল্যহীন, প্রয়োজনে ভেড়ার মতো জবাই করা লাগে। কাজ সারবার ব্যাপারে সবসময় দ্বিধাহীন, কঠোর এবং প্রত্যয়ী ও।

বাহ্যিক একটা মুখোশ আছে ওর–সেটা ঠিক ভালমানুষের না হলেও অন্তত বদলোকের নয়। তাচ্ছিল্যের পাত্রকেও সাহায্য করে

ও, কারও সঙ্গেই খারাপ আচরণ করে না। বলা যায় না কে কখন ওর জুরি হিসাবে চেয়ারে বসে! ঠিক একই কারণে সাইলাস গেলভিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে জিম।

কেউ ওর চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান, চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে ওকে। মোটেও স্বস্তি পাচ্ছে না। সাই গেলভিন একটা পেটমোটা মাকড়সা, যার ক্ষুধা কখনও মিটবে না। তুলনায় জিমকে বড়জোর কৃপণ বলা যায়, এর বেশি কিছু নয়। শহরের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ স্টোর হিসাবে এম্পোরিয়ামে ভিড় লেগে থাকে, প্রয়োজনের খাতিরে আসা-যাওয়া করে মানুষ। এদের কাউকে কাজে লাগায়নি সে। নির্দিষ্ট কাউকে ভাড়া করেছে। সাই গেলভিন কখনও কাউকে খুন করতে গিয়ে নিজের হাত নোংরা করে না।

হিস্কিট? হ্যাঁ, সে-ই। এ ছাড়া আর কে হবে! ঘাড় ফিরিয়ে যখন পিছন ফিরে তাকায় জিম ইয়োন্ট, দেখবার জন্যেই তাকায়, দেখতে চায় লোকটা কে। অথচ এই খেলায় এমন একজন অভিনেতা রয়েছে যাকে কেউ সন্দেহ করছে না—ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে।

জিমের বদ্ধমূল ধারণা ডিক রিগেলকে হত্যা করে একসঙ্গে কয়েকটা পাখি শিকার করেছে সাই গেলভিন। স্যাম রেডলিনকে ফাঁসাতে চেয়েছে, এবং রিগেলকে খরচ করে দিয়েছে; উপরন্তু জিম ইয়োন্ট বা অন্যদের প্রতি একটা সতর্ক সঙ্কেত পাঠিয়েছে: কেউই সাই গেলভিনের কাছে অপরিহার্য নয়।

আবার তাস শাফল করল সে। চার ভাগে বিলি করে ফের গুছিয়ে নিল একসঙ্গে, তারপর আবার শাফল করল। হাত দুটো দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেও ওর মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়, ভাবছে এক মনে।

সাই গেলভিন কি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারবে? আজতক স্যাম রেডলিনের মতো মানুষের সঙ্গে টক্কর লাগেনি স্টোর-

মালিকের, তাই রেডলিনের মতো পোড়খাওয়া অদম্য লোককে সামলানো সত্যি কঠিন হবে। এমন নয় যে রেডলিনকে দুর্ধর্ষ গানম্যান বা অজেয় ভেবে বসে আছে জিম। বাস্তবে রেডলিন আগাগোড়া একজন কাউম্যান, সৎ, পরিশ্রমী কিন্তু শক্তপাল্লা। পিস্তলে চালু হাত। আর টাম্বলিং-সির সেগুণ্ডো ড্যান বেণ্ডারও সমান সমান।

মগজ কতটা চালু রেডলিনের? গেলভিনের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, যেখানে জানেই না আসল শত্রু কে? জিমের ধারণা পর্দার আড়ালে সাই গেলভিনের উপস্থিতি শুধু শেরিফ বা রেডলিন কেন, তল্লাটের কারোরই জানা নেই।

রেডলিনকে ফাঁসানোর বুদ্ধিটা চমৎকার। সময়টা দারুণ বেছে নিয়েছে গেলভিন। খাপে খাপে মিলে যায়। সাক্ষী তো আছেই। এ-ব্যাপারে গেলভিনের তারিফ করতে হয়।

পাসি নিয়ে শেরিফকে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল ও। না-দেখলেও দিব্যি বলে দিতে পারবে পাসির মধ্যে গেলভিনের নিজস্ব কয়েকজন লোক রয়েছে। সামান্য অজুহাত পেলে গুলি করবে এরা। সেরকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই। সাই গেলভিনকে চেনে বলেই জানে সে।

দরজা খুলে স্যালুনে প্রবেশ করল সুঠামদেহী এক লোক। বেশ লম্বা সে। চুল এলোমেলো, অনেকদিন নাপিতের কাছে যায় না বলে কাঁধে নেমে এসেছে। ক্ষৌরিহীন চৌকো মুখে পাথুরে নিস্পৃহতা; ধাতব ঔজ্জ্বল্য রয়েছে যেন, সেখানে ভাবের খেলা খুব কম দেখা যায়। দুটো পিস্তল বহন করছে সে—একটা হোলস্টারে, অন্যটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখা।

লোকটা মণ্টানার গানম্যান হার্ভে ক্লাইড।

'ওয়াল্ট গেল কোথায়?'

'রিগেলকে খুনের দায়ে রেডলিনকে ধরতে গেছে।'

'রিগেল? রিগেল তা হলে খুন হয়েছে?'

নড করল ইয়োন্ট। 'ট্রেইলে ওর লাশ পাওয়া গেছে।' সাই গেলভিনের নির্দেশে হার্ভে ক্লাইড কাজটা করে থাকতে পারে, মনে মনে ভাবছে ও। যুক্তির খাতিরে ভ্যান হিস্কিটকে বাদ দেয়া যায় না, তবে জিম যদ্দূর জানে ড্রাই লেগেটে আহতদের সঙ্গে আছে সে। 'সাক্ষী আছে একজন। ব্যাটা শপথ করে বলছে স্বচক্ষে নাকি ঘটনাটা দেখেছে।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল ক্লাইড। 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। স্যাম রেডলিনের কথা আগে থেকে জানি। ক্যাটল ট্রেইল আর মাইনিং ক্যাম্পে বেশ নাম-ডাক ওর। ঠিক খাপ খায় না রেডলিনের সঙ্গে। ডিক রিগেলকে ওর খুন করবার কথা নয়।'

'তাই? কোন একদিন হয়তো খাবার হিসাবে তোমার পাত্রে উঠে যাবে সে!' হেসে বলল ইয়োন্ট।

'তোমার পাত্রেও উঠতে পারে,' স্বীকার করল ক্লাইড। 'তবে কী, ব্যক্তিগত ভাবে ওকে আমি পছন্দ করি।'

'ওকে তোমার উপর ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই আমার,' হুইস্কিতে চুমুক দেয়ার সময় বলল জিম ইয়োন্ট। বেশ কিছুদিন ধরে চেনে, একসঙ্গে কাজও করেছে, কিন্তু তারপরও হার্ভে ক্লাইড ওর কাছে দুর্বোধ্য চরিত্র। কখনও কখনও তাকে একেবারেই বুঝতে পারে না। পিস্তলে চালু হাত, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের সমকক্ষ কারও মুখোমুখি হওয়ার বাসনা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আসলে কি এত বড় ঝুঁকির কোন প্রয়োজন আছে? স্যাম রেডলিন নিঃসন্দেহে টেক্কা দেবে ক্লাইডের সঙ্গে, এটা জেনেও তার সঙ্গে লড়বার কোন মানে খুঁজে পায় না ইয়োন্ট।

যার সঙ্গে কুলাতে পারবে, তার সঙ্গেই লড়া উচিত।

পিস্তলে নিজেকে হিস্কিট বা ক্লাইডের চেয়েও ক্ষিপ্র মনে করে

ও। কিন্তু অযথা ঝুঁকি নেয়ার পক্ষপাতী নয়। নিশ্চিত হয়ে তবে কারও মুখোমুখি দাঁড়ায় জিম। নিজের দক্ষতায় অহঙ্কার বোধ করলেও প্রাণটা তারচেয়েও বেশি প্রিয় ওর। স্যাম রেডলিনকে খুন করতে পারলে সত্যি আনন্দ পাবে, তাই বলে নিজের জানটা খোয়াতে চায় না।

ছুটে স্যালুনের সামনে এসে থামল একটা ঘোড়া। অদৃশ্য কারও উদ্দেশে হাত নাড়ল অশ্বারোহী। জেনিফার ম্যাককুইন! এত রাতে কোত্থেকে ফিরল মেয়েটা? ঘোড়ার ক্লান্ত, ভিজে জবজবে শরীর দেখে বোঝা যায় অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে, বেশ জোরে ছুটেছে।

'দেখা হবে,' বলে স্যালুন থেকে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে পা বাড়াল জিম ইয়োন্ট। পোর্চে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল ও।

পাসিবাহিনী যখন র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছল, টেকো ডেগনারের সঙ্গে তখন করালের বেড়া মেরামত করছে স্যাম রেডলিন। গর্তে একটা লগের খুঁটি ফেলে মাটি দিয়ে ভরাট করল ও, তারপর র-হাইড দিয়ে বাঁধল আড়াআড়ি। কাজ শেষে ফিরে তাকাল পাসির দিকে।

'হাউডি, ওয়াল্ট! জরুরি কাজে এসেছ মনে হচ্ছে,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

'তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি,' উত্তরে বলল শেরিফ, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে। 'সাক্ষী বলছে পিঠে গুলি করে ডিক রিগেলকে খুন করেছ তুমি।'

হাত দুটো সামনে রাখল স্যাম, সতর্ক যাতে কেউ হুট করে ভুল না-বোঝে। ভিড়ের মধ্যে একটা উইনচেস্টার চোখে পড়ল ওর, মাযল সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল

স্যাম, চোখে চোখ রাখল। ঢোক গিলে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লোকটা।

'কষ্ট করে এতদূর আসবার দরকার ছিল না, শেরিফ, আমাকে একটা খবর পাঠালে নিজেই তোমার অফিসে চলে যেতাম,' বলল ও। 'এত লোককে না-খাটালেও পারতে। তুমি ভাল করে জানো কাউকে পিঠে গুলি করব না আমি। কেন করব? পিস্তলে রিগেলের হাত ভাল ছিল না, ওকে যদি খুন করবার ইচ্ছে থাকত, তা হলে শহরে কোন অজুহাতে একটা ঝগড়া বাধিয়ে কাজ সেরে ফেলতে পারতাম। ওর মেজাজের ফিউজটা খুব ছোট, তাই ওকে খুন করবার জন্যে চালাকি বা অসৎ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন পড়ত না আমার।'

'হতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমার এবং ট্রায়ালের মুখোমুখি হতে হবে।'

'বেশ। আমি হয়তো প্রমাণ করতে পারব ঘটনার সময় অন্য জায়গায় ছিলাম।'

'তোমার নিজস্ব ক্রু সাফাই গাইবে?' সরু মুখঅলা একটা লোক মুখিয়ে উঠল, সামনের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা তার। 'তা হলে তো হবে না! তোমার লোকের কথায় আমাদের বিশ্বাস হবে কেন?'

'তা হলে অন্য লোক লাগবে? ড্যান বেণ্ডার ছিল আমার সঙ্গে। বিশ্বাস না-করলে কথাটা ওকে বলে দাও!'

'উঁহুঁ, কোনরকম গণ্ডগোল চাই না, রেডলিন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা রেষারেষি বরদাস্ত করব না। একটা ঘোড়া সাজিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে।' কেবিনের দিকে তাকাল শেরিফ। অস্ত্র হাতে জানালায় কেউ নেই তো?

'এক শর্তে যাব তোমার সঙ্গে,' দৃঢ় স্বরে বলল স্যাম। 'সঙ্গে অস্ত্র রাখব আমি। রাজি না-থাকলে জোর করে আমার অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে তোমার, সেক্ষেত্রে সঙ্গে খালি কয়েকটা স্যাডল নিয়ে

শহরে ফিরতে হবে।'

রেগে গেল শেরিফ। 'অযথা ঝামেলা করছ, রেডলিন! জলদি ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও!'

'শেরিফ, তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া বা শত্রুতা নেই আমার। স্রেফ দায়িত্ব পালন করছ তুমি, আর আমিও তোমাকে সহযোগিতা করতে চাই; কিন্তু সঙ্গে এমন কয়েকজনকে নিয়ে এসেছ যারা সুযোগ পেলে আমার পিঠটাকে টার্গেট করতে পারে।

'সঙ্গে অস্ত্র রাখতে দাও আমাকে, তা হলে চুপ থাকব। তা ছাড়া, উইনচেস্টার হাতে আমার নিজস্ব দু'জন লোক থাকবে তোমাদের পিছনে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেরিফ, শেষে সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল। স্যাম রেডলিন লোকটা নিঃসন্দেহে কঠিন মানুষ, তবে ভালমানুষও। ডিক রিগেলের পিঠে গুলি করেছে? অসম্ভব!

'বেশ,' শেষে সায় জানাল সে। 'এবার জলদি রওনা দাও।'

'আমার ঘোড়া তৈরিই আছে। ছোট্ট একটা পাখি তোমার আসবার খবর আগেই জানিয়েছে আমাকে। তখন থেকে তৈরি হয়ে আছি।'

কালো একটা ঘোড়ায় চাপল স্যাম। পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত ওটা, দম অফুরন্ত। স্যাডলে চাপবার সময় উইনচেস্টারের নল তুলে রাখা লোকটার দিকে তাকাল। 'সবার ভালর জন্যে আবারও বলছিঃ আমাদের পিছু নিয়ে আমার দু'জন লোক শহর পর্যন্ত যাবে। ওদেরকে খাটো করে না-দেখাই ভাল। তিনশো গজ দূর থেকে কারও হাতের তালু ফুটো করে দেয়ার ক্ষমতা ওদের আছে।'

স্যাডলে জুত হয়ে বসল স্যাম, নিশ্চিন্ত বোধ করছে। কালো ফ্রিস্কো জিন্স এঁটে বসেছে উরুর সঙ্গে, পরনে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট। গানবেল্টে রুপোর আস্তর লাগানো, পিস্তলের ওয়ালনাট

হাতল বহুল ব্যবহারে চকচকে হয়ে গেছে।

'বেশ, শেরিফ। এবার রওনা দেয়া যাক।'

শেরিফের পাশাপাশি ছুটল স্যামের ঘোড়া। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়, শহরে কী ঘটতে পারে আগাম অনুমান করবার প্রয়াস চালাল। নিজেকে প্রশ্নটা আবারও করল: কেন খুন হলো ডিক রিগেল? কার নির্দেশে বা ইচ্ছায় খুন হয়েছে লোকটা?

সবকিছুর মূলে ডিক রিগেলকে অশুভ চক্রের হোতা বা নেতা মনে করেছিল ও। পশ্চিমে জমি সবচেয়ে লোভনীয় সম্পদ, আর জমিতে পানি না-থাকলে সেই জমি প্রায় মূল্যহীন। র‍্যাঞ্চার মাত্র আরও জমির মালিক হতে চাইবে, পানির সরবরাহ চাইবে। ফায়ারবক্সের সমৃদ্ধ রেঞ্জের দিকে প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চারদের লোভী দৃষ্টিতে তাকানো তাই স্বাভাবিক ব্যাপার, বরং এমন কিছু না-ঘটলে বিস্মিত হতো স্যাম। কোন র‍্যাঞ্চার মারা গেলে বা কোথাও সরে গেলে সুযোগ চলে আসে অন্যদের সামনে, এক্ষেত্রে দখল নেয়ার পাঁয়তারা করে দু'একজন–এটা প্রায় সর্বত্রই ঘটছে। ফায়ারবক্সের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি স্রেফ বুড়ো অ্যালবি বাওয়ারের বিচক্ষণতার কারণে, খুব গোপনে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করেছে সে। চলে যাওয়ার কথা কাউকে জানায়নি। তারও আগে, পর্যাপ্ত পানির উৎস বা সাপ্লাই এবং যাতায়াত করবার জন্যে বিস্তর ট্রেইল আছে এমন জমি পছন্দ করেছে ফায়ারবক্সের জন্যে। স্বভাবতই এলাকায় ফায়ারবক্সের নিয়ন্ত্রণ এর ভৌগোলিক পরিসীমার চেয়েও বেশি।

ডিক রিগেলকে এখন স্রেফ একটা ঘুঁটি মনে হচ্ছে স্যামের। সম্ভবত কার্যকারিতা বা প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় খুন করা হয়েছে তাকে। রিগেলের খুনের সঙ্গে স্যামকেও সরিয়ে দিতে চায় কেউ। শহরে নেয়ার পথে বা বন্দি থাকা অবস্থায় সুযোগমতো একটা গুলি করলেই কাজ খতম হয়ে যাবে। ডেভ অ্যালেনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এমন সুযোগ পাবে বলেই এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার, এবং

সেভাবে তৈরি হয়েও এসেছে শত্রুপক্ষ—পাসির মধ্যে নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। গুলি করবার পর দাবি করা হবে পালানোর চেষ্টা করেছিল স্যাম রেডলিন। ব্যস, মামলা খতম!

স্রেফ স্যামের বিচক্ষণতার কারণে ব্যাপারটা ঘটেনি।

সবকিছুর পিছনে খুবই ধূর্ত ও সাবধানী একটা মস্তিষ্ক কাজ করছে। যে-খুন করেনি তার সাক্ষীও আছে! তারমানে সাক্ষী জোগাড় করেছে কেউ। কে জোগাড় করল? কী উদ্দেশ্যে?

এলাকায় ফায়ারবক্স সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা স্প্রেড আছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বাথান আর একটাই। রানিং-আর। ডিক রিগেলের উত্তরসুরি কে? আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে, নাকি সে-ই বংশের শেষ লোক?

বিয়ার ক্যানিয়নের কেউ? সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল। উঁহুঁ, নেস্টরদের ধাত আলাদা। গরু বা ঘোড়া চুরি করবে, জ্বালিয়ে মারবে; এমনকী ড্রাই-গাল্‌শও করতে পারে, কিন্তু এভাবে পিছন থেকে কাউকে খুন করবে না। তা ছাড়া, বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের সঙ্গে কখনও ঝামেলায় যায়নি রিগেল।

জেনিফার ম্যাককুইন জানে কিছু? সুশ্রী, আত্মবিশ্বাসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ে, কিন্তু তারপরও কী যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে, অন্তত স্যামের কাছে মনে হয়েছে। কী কারণে ওকে সতর্ক করতে এল মেয়েটা? ভেবেছিল স্যাম পালাবে?

কেন ওকে সতর্ক করতে এল মেয়েটা? ওকে পছন্দ করে? না শত্রুপক্ষের কাউকে অপছন্দ করে বলে ওর উপকার করতে চাইছে? ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকল স্যামের কাছে। অবশ্য নারী মাত্রই ওর কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। জীবনে কখনও এদের সফল ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি।

এই ষড়যন্ত্রের হোতার পরিচয় জানে জেনিফার? জানে কেন ওকে ফাঁসাতে চেয়েছে অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারী? নাকি মেয়েটার

উদ্দেশ্য আরও গভীর–দুই পক্ষের লড়াই শেষে যখন কেউ থাকবে না, আপসে নিজেই ফায়ারবক্সের মালিক বনে যাবে?

আদপে কী থেকে কী ঘটেছে বলা মুশকিল।

অন্য খাতে বইল স্যামের চিন্তা। রিগেলের মৃত্যুতে এখন রানিং-আরের মালিক কে? প্রশ্নটার উত্তর জানতে হবে। সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা উন্মোচন করতে গেলে হয়তো শুরুতে এই প্রশ্নটার উত্তর জানতে হবে। এলাকার সবচেয়ে বড় দুটো র‍্যাঞ্চ ফায়ারবক্স আর রানিং-আর। এই দুটোর মালিক হতে পারলে পেল্‌না বা চৌহদ্দিতে অনায়াসে কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে লোকটা। নিঃসন্দেহে এটাই অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারীর মূল লক্ষ্য।

ভাগ্যিস, রোয়েনা নেই এখানে! থাকলে বাড়তি দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাতে হতো। রোয়েনার যেহেতু কোন নিকটাত্মীয় বা উত্তরাধিকারী নেই, মেয়ে বলে এতটুকু খাতির পেত না, বরং অদৃশ্য চালবাজের ষড়যন্ত্রের শিকার হতো–অন্তত তাই বিশ্বাস করে স্যাম–কারণ রোয়েনাকে সরিয়ে দিতে পারলে ফায়ারবক্সের দিকে হাত বাড়ানো যাবে। জাল একটা রসিদ তো তৈরিই আছে। চ্যালেঞ্জ করবার মতো কেউ থাকত না।

পেল্‌নায় যখন ঢুকল ওরা, শহরটা তখন জমজমাট। রাস্তায় রিগ আর স্যাডল পরানো ঘোড়ার ভিড়। কাউটাউন মাত্রই অল্প লোকের সমাবেশ–গুটি কয়েক র‍্যাঞ্চার, কৃষক বা, সেটলারের একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে এমন উপলক্ষ কম আসে। তাই শোনা মাত্র দেরি করেনি কেউ, চটজলদি হাজির হয়ে গেছে শহরে। বেশ দ্রুত ছড়িয়েছে খবরটা, বিস্ময়কর না-হলেও একটু অস্বাভাবিক। ডিক রিগেলকে কম-বেশি সবাই চিনত, কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করত না, কিন্তু তাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করত এরা। স্যাম রেডলিন ওদের কাছে নিতান্ত অচেনা লোক, কারও কারও মতে ঠাণ্ডা মাথার ধুরন্ধর খুনি। ভাল লোক

কেউ ভাবছে না ওকে, বরং মন্দ লোকই মনে করছে।

তবে হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও দু'একজন সন্দেহপ্রবণ বা অতি সচেতন মানুষ থেকে যায়। এখানেও আছে। স্যাম রেডলিনকে শেরিফের পাশাপাশি রাইড করে শহরে ঢুকতে দেখে এদের সন্দেহ আরও গাঢ় হলো। একে স্যামের হাতে হাতকড়া নেই, উপরন্তু সশস্ত্র। শেরিফ যে আসামীকে পুরো মাত্রায় বিশ্বাস করে, এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। পশ্চিমের মানুষ বাহ্যিক চেহারা বা আচরণ থেকে একজন মানুষকে বিচার করতে অভ্যস্ত, স্যাম রেডলিনের ক্ষেত্রেও এ রীতির ব্যতিক্রম হয়নি। বেশিরভাগ মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হলো ওকে দেখে মনে হচ্ছে না পিছন থেকে গুলি করে কাউকে খুন করতে পারে। বরং ডিক রিগেলের পক্ষেই এই কাজটা যেন বেশি মানাত!

মূল রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে উৎসাহী কৌতূহলী লোকজন। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে এমেট পেকার। মাথায় একটা সরু ব্রিমের হ্যাট ওর, দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ দেখে উঠতি বয়সের তরুণ মনে হয়। তবে ওর হোলস্টারের পিস্তলটা পূর্ণবয়স্কদের, এতটুকু নিরীহ-দর্শন নয়। উইনচেস্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অপেক্ষাকৃত তরুণ ড্যান বেণ্ডারের চরিত্র আঁচ করতে কারও এতটুকু অসুবিধা হয়নি–হাসি-খুশি, প্রাণচঞ্চল, আগাগোড়া দুষ্টু প্রকৃতির মানুষ বেণ্ডার। এ-ধরনের আমুদে ও কৌতুকপ্রিয় লোক প্রায় সব জায়গায় চোখে পড়ে। নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই এদের পছন্দ করে বেশিরভাগ মানুষ। তবে লোকজন এটাও বুঝেছে কোমরে ঝোলানো ড্যান বেণ্ডারের পিস্তল দুটো শুধুই প্রদর্শনীর জন্যে নয়। প্রায় সব কাজে কম-বেশি দক্ষ এ তরুণ–কাউপাঞ্চিং, রাইডিং কিংবা মারপিট–সব কাজই উপভোগ করে। জোড়া পিস্তল আরও বিশেষায়িত করেছে বেণ্ডারকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল সবকিছু আগে থেকে ঠিক করা

হয়ে গেছে। প্রাথমিক শুনানি হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এবং কার্যত কোর্টরুমের কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেছে। স্রেফ আসামীর উপস্থিতির জন্যে অপেক্ষা।

শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল স্যাম। 'দেখে মনে হচ্ছে *রেলরোড*[*] এটা। তুমিও আছ এর সঙ্গে?'

'উঁহুঁ, তবে আইনের দ্রুত তৎপরতা ঠেকানোর কোন যৌক্তিক কারণও দেখছি না। এখানে অবশ্য একটু আগে-ভাগে শুনানি বা কোর্টের কার্যকলাপ শুরু হয়।'

'কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা অন্যায্য বলে মনে হতে পারে,' শান্ত স্বরে তর্ক করল স্যাম। 'শহরে বস্ কে, ওয়াল্ট? কার কথায় চলে পেল্না? এমন ধুরন্ধর আর চালু লোক খুব কমই দেখেছি। চিন্তা করো, সাক্ষী-প্রমাণ জোগাড় করবার কোন সুযোগই আমাকে দেয়নি লোকটা।'

'তোমার চেয়ে বেশি কিছু জানা নেই আমার!' অসহিষ্ণু শোনাল শেরিফের কণ্ঠ। 'হয়েছে, এবার আগে বাড়ো!'

'গত কয়েক বছর ধরে এখানে আছ তুমি! স্বভাবতই তোমার অনেক কিছু জানবার কথা!'

উত্তর দেয়ার গরজ দেখা গেল না ওয়াল্টের মধ্যে। মুখে প্রকাশ না-করলেও বিব্রত সে, চেহারায় মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠেছে। লোকটাকে আর না-খোঁচানোই মঙ্গল হবে, ভেবে চুপ হয়ে গেল স্যাম।

জজ লোকটাকে শহরে আগেও দেখেছে স্যাম। থমথমে মুখ, চৌকো চেহারায় কর্কশ অভিব্যক্তি।

কোর্টের আচার-অনুষ্ঠান খুব কম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসরণ

---

[*] রেলরোড: পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে কোর্টে শুনানি বা বিচারের আয়োজনকে তুচ্ছার্থে "রেলরোড" আখ্যা দিত পশ্চিমের লোকজন।

করা হয় পশ্চিমে, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচারের কাজটা হয় অগোছাল, অপরিকল্পিত ও সময়সাপেক্ষ। তবে অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে করবার উদাহরণও আছে। স্প্যানিশ কোর্ট সবসময় রীতি-নীতি অনুযায়ী চলে, কিন্তু নির্দিষ্ট ছকে বা নিয়মে কোর্ট চালাতে দারুণ অনীহা রয়েছে অ্যাংলোদের।

অ্যাটর্নি হিসাবে জিম ইয়োন্টকে দেখে বিস্মিত হলো স্যাম রেডলিন। একসময় মিসৌরিতে আইন-ব্যবসা করত সে।

কোর্টরুমে একেবারে সামনের সারিতে বসানো হলো স্যামকে। ওর পাশে বসেছে ড্যান বেণ্ডার। 'গেরোটা ভালই দিয়েছে ওরা, স্যাম,' নিচু স্বরে বলল সে, কণ্ঠে খানিকটা হলেও উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব?'

'ক্যাঙারু কোর্টের আয়োজন করেছে বোধহয়,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'এখনই অধীর হয়ো না, আগে দেখা যাক কী ঘটে। নেহাত ঠেকায় না-পড়লে জজের কাছে আপীল করবার ইচ্ছে নেই আমার।'

বাদী পক্ষে সাক্ষী এক কাউহ্যাণ্ড, রিগেলের সঙ্গে তাকে দেখেছে স্যাম। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলল বুনো একটা টার্কি শিকার করবার জন্যে ট্রেইলে একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল সে, এদিকে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রিগেল। ঝোপের ভিতর টার্কিটাকে হারিয়ে ফেলবার পর শিকারের নেশায় ইস্তফা দিয়ে ট্রেইলে ফিরে আসে সে, রিগেলকে ধরতে ঘোড়া ছোটায়। তখনই একটা গুলির শব্দ শুনতে পায়, এবং ট্রেইলের ধারে ঝোপের আড়ালে ছুটে হারিয়ে যেতে দেখে স্যাম রেডলিনকে। পিছন থেকে রিগেলকে গুলি করেছে রেডলিন, স্পষ্ট ঘোষণা করল কাউহ্যাণ্ড।

'তুমি নিশ্চিত যে আমাকেই দেখেছ?' জানতে চাইল স্যাম।

'শপথ করেই তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাই না?'

'কোন্ সময়ের ঘটনা এটা?'

'বিকাল পাঁচটার দিকে।'

'রানিং-আর থেকে পেল্‌নায় আসতে হলে পুব দিক থেকে শহরে ঢুকতে হয়, তাই না? আর একটু আগে সাক্ষ্যতে বলেছ ডিক রিগেলের পিছনে আমাকে দেখেছ, আমাদের একটু পিছনে ছিলে তুমি, টার্কি শিকার করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছিলে?'

'আলবৎ দেখেছি!' সোৎসাহে বলল সে, পলকের জন্যে অনিশ্চিত চাহনি ছুঁড়ল জিম ইয়োন্টের দিকে।

'ঘটনা তা হলে কী দাঁড়াল?' হাসতে হাসতে বলল স্যাম। 'বিকাল পাঁচটার দিকে শহর থেকে বেরিয়ে রানিং-আরের দিকে যাচ্ছিলে তুমি, সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় বলে সূর্যটা তখন ঠিক তোমার কপাল বরাবর থাকবার কথা, কিন্তু এ-অবস্থায়ও তুমি দেখেছ ডিক রিগেলকে গুলি করে পালিয়ে যাচ্ছে এক স্নাইপার। সত্যি কি লোকটাকে চিনতে পেরেছ?'

কোর্টরুমের লোকজন নড়েচড়ে বসল।

জজের দিকে ফিরল স্যাম। 'ইয়োর অনার, যে-সময় আর পরিস্থিতির কথা বলেছে এ ভদ্রলোক, আমার সন্দেহ আমার মতো অল্প পরিচিত কেউ দূরে থাক, মায়ের পেটের বোনকেও চিনতে পারবে না ও। আজ বিকেলেই একটা সুযোগ দেয়া যেতে পারে ওকে।

'আজকের আবহাওয়া গতকালের মতোই, অন্তত ঘণ্টা খানেকের আগে সন্ধ্যা হবে না। আমার তো মনে হয় যে-পরিস্থিতির কথা ও বলেছে, ওই পরিস্থিতিতে অতি পরিচিত পাঁচজন লোকের মধ্যে চারজনকেও চিনতে পারবে না। যদি পারে, তা হলে ওর সমস্ত কথা আমি মেনে নেব এবং আদালত ওর সাক্ষ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে এতটুকু আপত্তি করব না।'

দ্বিধা ফুটে উঠল জজের মুখে, এদিকে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল

জিম ইয়োন্ট।

'অযৌক্তিক কিছু তো বলেনি!' দর্শকদের সারি থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক লোক। শোরগোল উঠল।

টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে কোর্টরুমে আবার নীরবতা আনল জজ। 'সবাই চুপ করুন! হ্যাঁ, প্রসিড করুন!'

দর্শকদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত বিনিময় হচ্ছে এ-সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন স্যাম। দু'একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে পশ্চিমের বেশিরভাগ জায়গায় কোর্টরুমে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে না, কোথাও কোথাও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নিয়ে ব্যাপারটা ঘটায় লোকজন। তবে দর্শকদের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বা সমীহ কোনটারই কমতি নেই। কোর্টে ন্যায্য বিচার যেমন ওদের পছন্দ, তেমনি কোর্টরুমের দীর্ঘসূত্রতা বা রীতি-নীতিও চরম অপছন্দ। ঝটপট কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে অধীর হয়ে পড়ে ওরা। কেউ কেউ সপরিবারে এখানে এসেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, সন্ধ্যার মধ্যে রওনা দিতে না-পারলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

ভিড়ের পিছন দিকে নড়াচড়া উঠল, সবার চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে বুল ফ্লিচ।

'জজ, আমি সাক্ষ্য দেব!' সামনে এসে বলল বিশালদেহী সেটলার। 'আমাকে শপথ করাও!'

ইয়োন্টের দিকে সরে গেল জজের দৃষ্টি, অ্যাটর্নি মাথা ঝাঁকাতে বিশালদেহী নেস্টরের দিকে ফিরল সে। ফ্লিচের সারা দেহে মারপিটের শুকনো ক্ষত, বিশেষ করে মুখে। কালশিটে কয়েকটা দাগ পড়েছে, চোখের ফোলা কমেছে বটে তবে পুরোপুরি সেরে যায়নি।

সাক্ষী হিসাবে বাজিমাত করে দিতে পারে এই লোকটা, ভাবল জজ। 'সাক্ষ্য হিসাবে দেয়ার মতো তথ্য জানা আছে তোমার?'

স্রেফ নিয়মরক্ষার খাতিরে জানতে চাইল সে।

'নইলে এখানে এসে সবার হাসির খোরাক হব ভেবেছ?' প্রায় অসহিষ্ণু স্বরে পাল্টা জবাব দিল নেস্টর। 'রিগেলকে কে খুন করেছে জানি না, তবে এটা জানি স্যাম রেডলিন ওই কাজ করেনি!'

রাগে শক্ত হয়ে গেছে জিম ইয়োস্টের মুখ। ঘরের এক কোণের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল সে, চাহনিতে প্রত্যাশা ছাড়াও আরও কী যেন আছে। ব্যাপারটা স্যামের চোখে পড়তে সিধে হয়ে বসল ও, সচেতন এবং সতর্ক। সিমন ফ্লিচের কথায় হুল্লোড় উঠেছে পুরো কোর্ট হাউসে, উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে সমানে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকছে জজ।

'কথাটার মানে কী?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ইয়োস্ট, মারমুখী ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল বিশালদেহী নেস্টরের দিকে। 'ভেবে-চিন্তে কথা বোলো, ভুলে যেয়ো না তুমি শপথ নিয়েছ!'

'হ্যাঁ, মনে আছে, আর ভেবে-চিন্তেই বলছি। সবাই জানে কয়েকদিন আগে আমাকে পিটিয়েছিল রেডলিন। বুঝতেই পারছ, অন্তত আমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ওর হাতে মার খেয়েছি, তবে কাজটা সে করেছে সামান্য অন্যায্য বা অন্যায় কোন সুযোগ না-নিয়ে। পুরোদস্তুর ফেয়ার লড়াই। আমাকে পেটানোর অনুরোধ কারও হয়নি, কিংবা হবেও না, কেবল ওই রেডলিন ছাড়া। উন্মত্ত বলদের মতো খেপে ছিলাম আমি, অথচ কী ঠাণ্ডা মাথায়ই না আমাকে সামাল দিল!

'মার খাওয়ার পর মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। ভাবলাম শক্তি বা হাতাহাতিতে যখন পারিনি, বেশ, পিস্তলে অন্তত টেক্কা দিতে পারব ওর সঙ্গে। গতকাল ডেভ অ্যালেনের ঘটনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর পিছু পিছু শহর ছাড়লাম, সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। ঘুরপথে আগেই চলে গেলাম এক জায়গায়, ঘাপটি

মেরে থাকলাম। প্ল্যান ছিল হঠাৎ সামনে উপস্থিত হয়ে চমকে দেব ওকে, তারপর ডুয়েল লড়ব।

'জায়গাটা ছিল স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়নের মুখে। ঝোপ থেকে বেরোব, তখনই হঠাৎ একটা টার্কি উড়াল দিল। তারপর যা দেখলাম, জীবনে কখনও ভুলতে পারব না! চোখের নিমেষে ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল, এক গুলিতে টার্কিটাকে ফেলে দিল! এত ফাস্ট ড্র জীবনেও দেখিনি আমি!'

হাতের চেটো দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল সে। 'আর যাই হোক, অন্তত বোকা নই আমি,. নিজের ভাল-মন্দও বুঝি। জানি কখন অবাধ্য ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করতে হয়। চট করে বুঝে ফেললাম আমাকে দিয়ে হবে না। যে-লোক এত দ্রুত ড্র করে আর এমন নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারে, তার সঙ্গে আমি কেন, আসলে চৌহদ্দির কেউই কুলিয়ে উঠতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তাকে না-ঘাঁটানোই ভাল।

'তো, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতে নিজেও স্বস্তি পেলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। তবে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি-ছাড়া করিনি রেডলিনকে। শহর ছাড়বার পর স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়ন পর্যন্ত পুরো পনেরো মাইল এবড়োখেবড়ো এলাকা, সবাই জানে কেমন রুক্ষ!

'সন্ধ্যা নামবার ঠিক আগে টার্কিটাকে গুলি করেছিল ও। সুতরাং আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে চাই গতকাল ডিক রিগেলকে খুন করা দূরে থাক, তার সঙ্গে ট্রেইলে দেখাই হয়নি রেডলিনের। প্রতিটা মুহূর্ত আমার চোখের সামনে ছিল সে।'

নিচু স্বরে খিস্তি করছে জিম ইয়োন্ট। ভাগ্য আর কাকে বলে! জাতশত্রু সাফাই গাইল রেডলিনের পক্ষে! দর্শকদের মধ্যে উঠে দাঁড়াল কেউ কেউ, বেরিয়ে যাবে। আদপে কী ঘটেছে বুঝে গেছে অনেকেই। ঘরের নির্দিষ্ট কোণের দিকে তাকাল ইয়োন্ট, এদিকে

সমানে হাতুড়ি পিটিয়ে গুঞ্জন থামাতে ব্যস্ত জজ।

প্রশ্নের তুবড়ি ছুটিয়ে সিমন ফ্লিচকে আক্রমণ করল ইয়োন্ট, কিন্তু টলাতে পারল না নেস্টরকে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে, খেপা সুরে জানতে চাইল: 'এই গল্প বলবার জন্যে রেডলিন কত দিয়েছে তোমাকে?'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেল ফ্লিচের মুখ। 'কত দিয়েছে মানে? কোর্টে শপথ নিয়ে মিথ্যে বলাবে আমাকে এমন লোক দুনিয়ার বুকে নেই কেউ! জীবনে সবসময়ই যে সৎ ছিলাম তা বলব না, স্বীকার করছি মাঝে মধ্যে দু'একটা বাছুর চুরি করেছি। সত্যি কথা হচ্ছে এই কোর্টরুমে উপস্থিত প্রতিটি লোকই আমার মতো একই কাজ করেছে! কেউ বেঈমানি করলে নির্দ্বিধায় তাকে খুন করব, কিন্তু শপথ নিয়ে মিথ্যে বলবার ইচ্ছে নেই আমার, কখনও ওই কাজ করিওনি!

'রেডলিনকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি! ওকে পছন্দ না-করাই স্বাভাবিক আমার পক্ষে। বিয়ার ক্যানিয়নে আমাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে ও, আমার বন্ধুদের গুলি করেছে, কিন্তু কাজটা সে করেছে সামনাসামনি, যখন আমার বন্ধুরাও পাল্টা গুলি করছিল। তাই ওকে পছন্দ না-করলেও ওর কাজ-কারবার কারও অপছন্দ হওয়ার মতো নয়। সাচ্চা লোক।

'আমি বরং ডেভের খুনির পরিচয় জানতে চাই! যদি জানতে পারি লোকটা কে, তা হলে দেখবে কী করি! ডেভকে মুখ খুলতে দেয়নি লোকটা, ডেভ বলতে যাচ্ছিল ডিক রিগেলের প্ররোচনায় ফায়ারবক্সের গরু চুরি করেছে ওরা!'

উঠে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন। 'জজ, আমি চাই এ কেস এখনই ডিসমিস করে দেয়া হোক। কার্যত আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তোমাদের।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জিম ইয়োন্টের দিকে তাকাল জজ, কিন্তু শ্রাগ

করে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাটর্নি।

'মামলা ডিসমিস!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জজ, প্ল্যাটফর্মে পা রাখল।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে দৃষ্টি চালাল স্যাম, যেখানে বার কয়েক চলে গিয়েছিল জিম ইয়োন্টের দৃষ্টি। শূন্য একটা চেয়ার পড়ে আছে! লোকটা কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে কেউ খেয়াল করেনি।

একসঙ্গে সবাই বেরোতে গিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। একে একে প্রতিটি লোককে দেখল স্যাম, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। কেবল একজনই পিছন ফিরে তাকাল। লোকটা সাই গেলভিন।

ভিড় ঠেলে সিমন ফ্লিচের দিকে এগোল স্যাম। ওকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল বিশালদেহী নেস্টর, চোখের চাহনি কঠিন হয়ে গেছে।

'ফ্লিচ,' আন্তরিক স্বরে বলল স্যাম। 'তোমার হাতটা ধরতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি!'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সে, দ্বিধা কাটাতে পারছে না, তীক্ষ্ণ চাহনিতে স্যামকে বিদ্ধ করল, স্যামের মুখে বা চাহনিতে সামান্য কৌতুক বা হাসি খুঁজছে। কিন্তু নেই। ধীর, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল নেস্টর। শেকহ্যাণ্ড করল ওরা।

'এখন কী করবে তুমি? ফায়ারবক্সে বেশ কিছু লোক দরকার হবে আমাদের। তুমি কাজ করতে চাইলে খুশি হয়ে নেব।'

'আমি একজন রাসলার, রেডলিন, কথাটা শত লোকের সামনে এই কোর্টে স্বীকার করেছি। এটা জেনেও আমাকে ভাড়া করবে?'

'একটু আগে মিথ্যে বলবার জন্যে হাজারটা কারণ ছিল তোমার পক্ষে, কিন্তু বলোনি। আমার তো মনে হয় যে-লোক নিজের জবানের এরকম দাম দেয়, রাইড করলে সেই লোক

নির্দ্বিধায় ব্র্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। শুধু একটা কথা দিতে হবে: যদ্দিন ফায়ারবক্সের হয়ে কাজ করবে, আমাদের কোন গরু চুরি বা জবাই করবে না। ব্যস, তা হলেই কাজ পেয়ে যাবে।'

'বেশ, কথা দিচ্ছি। কখন কাজে যোগ দিতে হবে?'

মিনিট খানেক পর বিদায় নিয়ে চলে গেল বিশালদেহী নেস্টর।

'কী মনে হয়, আমাদের সঙ্গে লেগে থাকতে পারবে ও?' স্যামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ড্যান বেণ্ডার।

'নিশ্চিত থাকতে পারো। নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার আছে ওর, সেটা ওর জবানের। সম্ভবত এটাই লোকটার সারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অর্জন। কথা দিলে সেটা রাখে। ঠিক লেগে থাকবে ও, আমরা ওকে বিশ্বাস করতে পারি।'

শরীরে কতটা ক্লান্তি জমে আছে, এতক্ষণ টের পায়নি স্যাম, কিন্তু র‍্যাঞ্চে ফিরবার পথে হাড়ে হাড়ে টের পেল। ক্লান্তিতে স্যাডলে নুয়ে পড়ছে দেহ। গত কয়েকদিন ধরে খুব কম ঘুমাচ্ছে, খেয়েছেও প্রয়োজনের তুলনায় কম। অনিয়ম আর অতিরিক্ত শ্রম এখন আঘাত হেনেছে শরীরে, কাবু করে ফেলছে ওকে।

ফায়ারবক্স র‍্যাঞ্চ হাউসে যখন পৌঁছল ওরা, স্যাম তখন ঘুমে কাদা হয়ে গেছে স্যাডলে, কীভাবে এখনও টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

র‍্যাঞ্চের বেশিরভাগ কামরা আলোকিত। বার্নের কাছে একটা বাকবোর্ড দেখা যাচ্ছে। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার লাগাম ড্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল স্যাম। কী করতে হবে জানে ড্যান, ওকে কিছু বলা অত্যুক্তি হবে।

পোর্চে পা রাখল স্যাম, কিছুটা হলেও সুস্থির বোধ করছে, তবে ক্লান্তি কাটেনি। ভেজানো কবাট ঠেলে কামরায় পা রাখল।

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রোয়েনা ক্রকেট, দরজা

খুলবার শব্দে ফিরে তাকাল। ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বছরের এই সময়েও, এমনকী যথেষ্ট উচ্চতায় না-হলেও আগুন জ্বালানো লাগছে। বিশেষ করে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।

গড়পড়তার চেয়ে লম্বা মেয়েটা, ছিপছিপে কিন্তু ভরাট শরীর। কাপড় ঢেকে রাখছে বটে, তবে ভিতরের কাঠামো কখনও কখনও প্রকটও করে তোলে। বড় বড় গাঢ় নীল চোখ, ঘন কালো চুল। সব মিলিয়ে কাঙ্ক্ষিত এক নারী।

ওকে দেখেই ছুটে এল রোয়েনা। 'স্যাম!' অস্ফুট স্বরে আনন্দ ও স্বস্তি প্রকাশ করল। 'ফিরে এসেছ তুমি!'

'তুমি এখানে যে!' স্বস্তি রয়েছে স্যামের কণ্ঠে, তবে দুশ্চিন্তা চেপে রেখেছে। যা ঝামেলা হচ্ছে, রোয়েনার উপস্থিতি তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে—ওকে নিয়ে সারাক্ষণই উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। 'র‍্যাঞ্চ থেকে পুরো পথ বাকবোর্ড চালিয়ে এসেছ?'

'আরে নাহ্, আমি বাকবোর্ড চালাইনি, ম্যাকনীল চালিয়েছে,' জানাল রোয়েনা। 'আমাদের সঙ্গে শর্টিও এসেছে। বলল আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওর আসা, কিন্তু আদপে হয়তো তা নয়; ওর ধারণা তুমি বিপদে আছ। সেক্ষেত্রে, শর্টির এখানেই থাকা উচিত।'

'রোয়েনা, তুমি এখানে আসায় ভাল লাগছে। সত্যি খুশি হয়েছি, কিন্তু না-এলেই বোধহয় ভাল হতো। ফ্যাসাদে পড়ে গেছি আমরা, এর শেষে কী আছে আমি নিজেও জানি না।

'আমার মতো তুমিও জানো ভাল ঘাঁস অন্যের ঈর্ষা আর লোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমার হাতে থাকলে তা অন্যরাও পেতে চাইবে। দুনিয়ার সব জায়গায় এটা ঘটে। কেউ কেউ দখলও পেতে চেষ্টা করে। তবে ওরা বেশিরভাগ সময় পানি আর ওঅটরহোলের কথা ভুলে যায়। এখানে আমাদের অবস্থান দারুণ। ঘাস, পানি বা ঝর্না···সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

রোয়েনার দু'কাঁধে হাত রাখল স্যাম। 'আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের।' মেয়েটিকে কাছে টেনে চুমো খেল ও। অধীর হয়ে সাড়া দিল রোয়েনা।

ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল স্যাম, ঘুরে কামরা থেকে বেরোতে উদ্যত হতে বাধা দিল রোয়েনা। 'স্যাম? দয়া করে সব খুলে বলো তো! কোন কিছু লুকিয়ো না। সত্যি কি ঝামেলা হচ্ছে, পরিস্থিতি অতটাই খারাপ? বেনের কাছে শুনলাম তোমাকে গ্রেফতার করে কোর্টে নেয়া হয়েছে, জেলও হয়ে যেতে পারত?'

'ওটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, তবে সামনে আরও অনেক বিপদ বা ঝামেলা সামাল দিতে হবে আমাদের।'

'কে আছে এসবের পিছনে, স্যাম? আসলে কী চায় সে?'

'আসল সমস্যা তো ওটাই!' তিক্ত স্বরে বলল স্যাম। 'লোকটার পরিচয় কারও জানা নেই, আমিও জানি না। হয়তো এমন কেউ যাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করছি না।'

চুলোয় চড়ানো কফিপটের দিকে এগিয়ে গেল রোয়েনা। 'স্থির হয়ে বসো তো! কফি খেতে খেতে সবকিছু খুলে বলো আমাকে।'

'র‍্যাঞ্চটা এককথায় দারুণ। উন্নত জাতের পর্যাপ্ত ঘাস, প্রচুর পানি, রেঞ্জের কণ্ডিশনও ভাল। অতিরিক্ত গরু না-চরালে সারা বছর পানি থাকবে। র‍্যাঞ্চটাকে মনের মতো করে গড়ে তুলেছিল বাওয়ার, বেশ কয়েকটা ঝর্না বড় করেছে, জমিনে নালা খুঁড়েছে, বাঁধ দিয়ে পুরো রেঞ্জে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করেছে, অথচ এসব পানি ঝর্না থেকে উপচে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। অন্তত রেঞ্জের কোন কাজে লাগত না। এত ভাল একটা র‍্যাঞ্চ হওয়ার পরও বেচে দিয়েছে। কারণটা তখন বুঝতে না-পারলেও এখন অনুমান করতে পারছি।'

কফি পান করে বেরিয়ে এল ওরা। ম্লান চাঁদের আলো বাইরে, দূরে পাহাড়ের অবয়ব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ঝিরঝিরে পাইনের গন্ধ

মাখা বাতাস ধেয়ে আসছে। হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করল ওরা, পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছে।

'কী যেন ঝামেলার কথা বলছিলে? গোলাগুলি হয়েছে নাকি?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রোয়েনা ক্রকেট।

'গোলাগুলি হয়েছে বটে, তবে সেটা আমরা এখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই ঘটেছে।' তরুণ জেমস বাওয়ারের খুনের ঘটনা খুলে বলল স্যাম, পরবর্তীতে রাসলারদের ধরতে ওর অভিযান, সিমন ফ্লিচের সঙ্গে হাতাহাতি, ডেভ অ্যালেনের অপমৃত্যু এবং সবশেষে, ডিক রিগেলের খুন হওয়া সম্পর্কে জানাল।

'তা হলে ডিক রিগেলই নয়, অন্য লোকও আছে এসবের মূলে?' রোয়েনার বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

'ডিক রিগেল ছোট্ট একটা ঘুঁটি ছিল। প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টাও করেছে পিছনের লোকটা । ফ্লিচ না-থাকলে হয়তো সফল হয়ে যেত সে।'

'লোকটাকে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

'শিগ্‌গিরই ওকে দেখতে পাবে, আমাদের হয়ে কাজ করবে ও। বিশালদেহী, রগচটা এবং হিংস্র, কিন্তু মনে-প্রাণে ভদ্রলোক। মুখের কথা ওর কাছে ধর্মের মতো। আমার ধারণা কিছুদিনের মধ্যে সাচ্চা লোকে পরিণত হবে ফ্লিচ। বিকল্প বা কিছু করবার নেই বলে কেউ কেউ বে-পথে চলে যায়, ফ্লিচের ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই ঘটেছে।

'ফ্লিচ না-থাকায়, আমার ধারণা বিয়ার ক্যানিয়নের লোকজন তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। বাড়ি-ঘর আবার তুলবে বলে মনে হয় না।'

'স্যাম, এসব আর ভাল লাগছে না! আর কত! অযথা এত রক্তক্ষয়, সংঘাত! খুনোখুনি না-করলেই কি নয়? রীতিমতো ঘৃণা

ধরে গেছে আমার! প্রথমে বাবা, তারপর ভাই। এ রক্তারক্তিতে স্বজনদের হারিয়েছি আমি।'

'এসব আমারও ভাল লাগে না, রোয়েনা, কিন্তু না-চাইলেও করা লাগে। তবে সময়ের সাথে সাথে সংঘাত কমে যাচ্ছে এখন। পুরানো সেসব দিন প্রায় গত হয়ে গেছে। পরিস্থিতি এখানে একটু ভিন্ন, খুবই ধূর্ত আর নিষ্ঠুর একজন লোক রয়েছে এসবের পিছনে, মানুষের জীবনের কানাকড়ি মূল্যও নেই তার কাছে। স্বার্থটাই তার কাছে বড়। সব মানুষের মধ্যেই কোন না কোন ভাল গুণ থাকে, কিন্তু এমনও মানুষ আছে যাদের মধ্যে ওসব খুঁজে পাবে না।

'এসবের মূলে যে-ই আছে, আমার অনুমান সত্যি হলে, স্বার্থ হাসিল হওয়া পর্যন্ত একের পর এক খুন করতে থাকবে সে। অতীতে নিশ্চয়ই সব ক্ষেত্রে সফল হয়েছে লোকটা, পরিস্থিতি তাতে আরও খারাপ হয়ে গেছে। কোন কিছুরই পরোয়া করছে না সে।

'ভ্যান হিস্কিট বা হার্ভে ক্লাইডের মতো লোক কারা কাজে লাগায়? তাদের অন্তত সৎ বলা যাবে না। এখন আমরা জেনে গেছি রিগেলের হয়ে কাজ করত না ওরা। রিগেল যার হয়ে কাজ করত, ওরাও তার হয়ে কাজ করে।

'শিগ্‌গিরই ড্রাই লেগেটে গিয়ে আহত ওই লোকগুলোকে ধরতে হবে। পিছনের লোকটাকে খুঁজে পেতে হলে ওদের ধরতেই হবে! খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমার, রোয়েনা, পিছনের ওই লোকটা কোন কিছুতেই থামবে না।'

'কিন্তু আমি তো একটা মেয়ে!'

'মেয়ে বলে এতটুকু খাতির করবে না ওই লোক। সাধারণ ভব্যতা বা শিষ্টাচার তার মধ্যে নেই।'

'তোমাকে নিয়ে আমার যত চিন্তা, স্যাম! তোমার কিছু হয়ে গেলে কোথায় যাব আমি?'

'উঁহুঁ, ঠিকই সামলে নিতে পারবে। সাহস, সামর্থ্য বা দক্ষতা, সবই আছে তোমার। নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবার সময় সব দেশ বা শহরেই কিছু সমস্যা দেখা দেয়, এখানেও তাই ঘটছে। সময়ে সব সেরে যাবে, পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের জন্যে অনুকূল হবে, কিন্তু অতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরবার পাশাপাশি দেশ গড়বার বা শান্তি স্থাপনের কাজটা আমাদেরই করতে হবে।'

'চলো, অনেক রাত হয়েছে,' বলল রোয়েনা।

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে ওরা দেখল টেকো বেন ডেগনার ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

'এখনও কি ষোলো-সতেরোয় আছ তোমরা?' ত্যক্ত স্বরে বলল ডেগনার। 'মাঝে মধ্যে ভাবি সাপার না-খেয়ে লোকে কেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়! এর মধ্যে কী মজা আছে?'

'চুপ করো, বুড়ো স্কুঅ্-ম্যান!' কৃত্রিম ঝাঁঝ স্যামের কণ্ঠে। 'দরকার হলে খাবার নিয়ে সারা রাত জেগে থাকবে! হ্যাঁ, এমন খিদে পেয়েছে যে তোমার ভাগেরটাও খেয়ে ফেলব আমি।'

'স্যাম!' প্রতিবাদ করল রোয়েনা। 'এভাবে ওর সঙ্গে কথা বলছ কেন? তুমি ভাল করেই জানো শত মাইলের মধ্যে ওর চেয়ে ভাল কূক নেই কেউ।'

খুশিতে বুকে দুটো চাপড় মারল ডেগনার। 'শুনে রাখো! কান খাড়া করে শোনো! বস্ নিজেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিল! মিস্ ক্রকেট যেখানে একনজর দেখেই খাঁটি জিনিস চিনতে পারে, তোমরা বছরের পর বছর রান্না খেয়েও চিনলে না কত ভাল খাবার খাচ্ছ! আধা-সেদ্ধ বীন আর মুতের মতো স্টু খেয়ে খেয়ে তোমাদের জিভ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাল জিনিস এখন রুচছে না।'

জবাব দেয়ার আগেই বাইরে হাঁক শোনা গেল। 'স্যাম? স্যাম রেডলিন!'

ত্যক্ত মনে গজগজ করতে করতে দরজার কাছে চলে গেল

বেন ডেগনার, এক টানে দরজা খুলে ফেলল। কড়া গলায় বলবে কী যেন, কিন্তু বলা হলো না। বাইরে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। বুলেটের ধাক্কায় আধ-চক্কর ঘুরে গেল ডেগনারের দেহ, হাত থেকে কফির পট খসে পড়েছে। পরপর আরও তিনটা গুলি হলো। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

ততক্ষণে বাতি নিভিয়ে মেঝেয় ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্যাম, হাতে উদ্যত সিক্সগান। রোয়েনাকেও পাশে শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল গুলির শব্দ। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। শুধু কর্কশ শব্দে ডেগনারের নিঃশ্বাস নেয়ার আওয়াজ হচ্ছে। এবার খুরের শব্দ শোনা গেল, একটাই ঘোড়া–ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল স্যাম, দিয়াশলাই জ্বালিয়ে লণ্ঠন ধরাল। সহসা দূরে কোথাও ফের গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বহু দূরে, রহস্যময় রাইডার যেদিকে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্যাম, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দূরে বনভূমির পটভূমিতে এক ঝলক আলো দেখতে পেল।

'বেনের দিকে খেয়াল রেখো!' বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল স্যাম।

ছুটে করালে ঢুকল ও, হাতের সামনে যেটাকে পেল তাই নিয়ে বেরিয়ে এল। কালো একটা চেস্টনাট। এক লাফে ওটার পিঠে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, দেরি হয়ে যাবে বলে স্যাডল পরায়নি।

তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল স্যাম। আগুনের কাছে পৌঁছে টের পেল পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে এক অশ্বারোহী। ড্যান বোধহয়, অনুমান করল ও। একটা হাত তুলে ড্যানকে ঘোড়ার গতি কমানোর নির্দেশ দিল।

হঠাৎ ট্রেইলের ঠিক মাঝখানে বিশালদেহী এক লোককে দেখতে পেল, দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'রেডলিন! এদিকে এসো, ব্যাটাকে পাকড়াও করেছি!'

সিমন ফ্লিচ!

স্যাডল ছাড়ল দুই বন্ধু। এগিয়ে গিয়ে স্যাম দেখতে পেল ট্রেইলের মাঝখানে খড়ের গাদায় আগুন জ্বলছে। একটু দূরে মাটিতে পড়ে আছে একটা লোক, বুকের কাছে শার্ট রক্তাক্ত, মাটিতেও রক্ত পড়ে আছে।

'বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম, ভাবলাম সকাল থেকে কাজ শুরু করব যখন রাতটা তোমাদের সঙ্গে কাটানোই ভাল। এখানে এসে হঠাৎ লোকটার চিৎকার কানে এল। গুলির শব্দ শুনলাম। তোমাকে টার্গেট করেছিল?

'স্যাডল ছেড়ে কেটে রাখা খড় এনে রাখলাম এখানে। তারপর ব্যাটা সামনে আসতেই একটা কাঠি ফেলে দিলাম। ব্যস, আগুন ধরে গেল। আমাকে দেখেই গুলি করল ও, কিন্তু আমার স্পেন্সারের সঙ্গে গতিতে কুলাতে পারেনি। পয়েন্ট সিক্স-ফাইভের গুলিটা ঠিক বুকে গেঁথেছে।'

সরু মুখের এই রাইডারকে আগেও দেখেছে স্যাম। পাসির সঙ্গে ছিল। 'জবান খুলবে নাকি, দোস্ত?' জানতে চাইল ও।

'নরকে যাও! মরে গেলেও মুখ খুলব না!'

'মরতে বসেছ, তারপরও মুখ খুলবে না?'

এক কনুইয়ের ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হলো লোকটা, ভয়ানক কাশছে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে এল মুখে। 'শুনে কী লাভ হবে? রিগেল বলেছিল কীভাবে টাকা বা নির্দেশ পেতে হবে। গর্তঅলা একটা গাছের কথা বলেছিল ও, গিয়ে দেখলাম সত্যি টাকা আছে, সঙ্গে চিরকুটে নির্দেশ–রেডলিনকে শেষ করে দিতে হবে...' কাশতে কাশতে কেঁপে উঠল লোকটা, মুখের কোণ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'কার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ, ধারণা করতে পারোনি?'

'একটা মেয়ে বোধহয়,' শেষ শক্তি দিয়ে তিনটা শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো লোকটা, মাটির উপর ঢলে পড়ল শরীর।

'মেয়ে!' বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ় বোধ করছে স্যাম। 'অসম্ভব!'

মাথা নাড়ল ফ্লিচ। 'কী জানি, হতেও পারে! আমার তো মনে হয় যে-কেউ এর পিছনে থাকতে পারে।'

সূর্য এখন তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সর্বত্র, ঝলমলে উপত্যকা পেরিয়ে ঝর্নার কাছে এসে থামল ওরা। স্যাম আর রোয়েনা। সকাল থেকে পাশাপাশি রাইড করছে দু'জন। মূল উদ্দেশ্য রোয়েনাকে পুরো র‍্যাঞ্চ দেখানো। ক্রীক ধরে স্পার লেকের দিকে এগোল স্যাম, প্রকাণ্ড এক সিয়েনাগাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

রোয়েনা অভিভূত। এত সমৃদ্ধ ও সুন্দর রেঞ্জ, পানির জোগান বা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ–সব মিলিয়ে বাথানটা অপূর্ব। পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলেছিল বাওয়াররা। রেঞ্জের কিছু কিছু জায়গা এখনও শুকনো ও অনুর্বর রয়ে গেছে, তবে পরিশ্রম করলে সেখানেও সবুজ ঘাস ফলানো সম্ভব।

'একটা কথা,' হঠাৎ জানতে চাইল রোয়েনা। 'কালাহান নামে এক লোকের কথা শুনেছ? খুবই সুদর্শন লোকটা, বয়সও বেশি নয়, সদ্য যুবক বলা চলে। "এইচ" ছাড়া নামটা উচ্চারণ করে সে, তাতে হয়ে যায় কালান।

'হলব্রুকে থাকতে দেখেছি কালাহানের খোঁজ করছে পিঙ্কারটনের এক গোয়েন্দা। পুরস্কারের অঙ্কও নাকি লোভনীয়। সান্তা ফেতে ট্রেন ডাকাতি করেছিল সে, মেসেঞ্জার ছাড়াও এক যাত্রীকে খুন করেছে। এটা চার মাস আগের ঘটনা। তার আগে এদিকেই নাকি দেখা গেছে তাকে, তবে হঠাৎ হঠাৎ সান্তা ফেতেও উদয় হতো।

'আগে আরও একটা ট্রেন ডাকাতি করেছিল সে, নির্দয় ভাবে

খুন করেছে তিনজনকে। ঘটনা শুনে পিঙ্কারটন ধারণা করেছে যখনই পালানোর দরকার হয়, সোজা এখানে চলে আসে সে।'

'কখনও এমন কারও নাম কানে আসেনি,' বলল স্যাম। 'তবে এখনও এলাকায় নতুন আমরা।'

'পিঙ্কারটন গোয়েন্দার কাছে শুনেছি পিস্তল বা রাইফেলে ডেডশট লোকটা, এবং খুবই বিপজ্জনক। অনুসরণ করে আলমা পর্যন্ত একবার চলে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু গিলা ক্রসিং পেরিয়ে দক্ষিণ-পুবে আসবার পর ট্রেইল হারিয়ে ফেলে।'

এগিয়ে চলল ওরা, ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে এখন। র‍্যাঞ্চের সীমানা নির্দেশক ফলকগুলো দেখাল স্যাম। 'এলাকায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ এটা,' জানাল। 'স্পার লেক এলাকা, সেন্টার-ফায়ারের সমস্ত উপত্যকা আর পুব-পশ্চিমে ড্রাই লেক থেকে অ্যাপাচি ক্রীক পর্যন্ত।

'বন বা গাছের অভাব নেই, তাই গরমের সময় ছায়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এই র‍্যাঞ্চের আরও একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এর সীমানার বেশিরভাগ প্রাকৃতিক, তাই চরতে থাকা গরু হারিয়ে যাওয়ার বা অন্য কোন রেঞ্জে চলে যাওয়ার ভয় নেই।'

'যে-ঝামেলার কথা বলেছ, স্যাম, ওটা কি শিগ্‌গিরই মিটে যাবে, না মাসের পর মাস ধরে চলতে থাকবে?'

'আলামত দেখে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই শো-ডাউন হবে। ভাবছি কয়েকজনকে নিয়ে বেরোব, ঝামেলাবাজ কিছু লোককে ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করব। বেন আহত হওয়ায় একটু অসুবিধাই হলো, এলাকাটা হাতের তালুর মতোই চিনত ও।'

'কিন্তু ওকে বিছানায় রেখে ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেলে তোমার আরাম হারাম করে দেবে ও,' মনে করিয়ে দিল রোয়েনা। 'ক্ষতটা তেমন গুরুতর নয়, মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে শুধু। বিস্তর রক্ত হারানোর পরও ভালই আছে বেন। গায়ে বুলেট

বিঁধেছে এই আতঙ্ক ওকে কাবু করে ফেলেছিল।'

থেমে ফিরতি পথে র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটল ওরা। উঁচু একটা রীজের চূড়ায় এসে থামল স্যাম, সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবারিত সবুজ ঘাস। বাতাসে দুলছে একইসঙ্গে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

'এই সমৃদ্ধ স্বর্গ, সবই তোমার, রোয়েনা,' বিষণ্ন সুরে বলল স্যাম। 'সাধারণ একজন কাউহ্যাণ্ডের বউ হওয়া তোমার শোভা পায় না।'

'আবার শুরু করেছ! স্যাম, এ-নিয়ে বেশ কয়েকবার আলাপ হয়েছে আমাদের। ভুলে গেছ একটা রফায়ও পৌঁছেছিলাম যে এ-কথা আর তোলা যাবে না? বুঝলাম এসব আমার, কিন্তু কে এনে দিল আমার হাতে, কে সামাল দিল যাবতীয় ঝামেলা? কার কারণে সম্ভব হলো? আমি যদি ধনী হয়েই থাকি, তার পিছনে সমস্ত অবদান তোমার। গত দশটা বছর তুমি পাশে না-থাকলে কিছুই হতো না। কিচ্ছু না! আমার ভাই যদি বেঁচেও থাকত, এসব সামাল দিতে পারত না, অন্তত তুমি যেভাবে সামলেছ। মানুষ হিসাবে খুব ভাল জর্ডান, সব মেয়ের এমন একটা ভাইও থাকা উচিত, কিন্তু র‍্যাঞ্চার বা গরু ব্যবসায় তোমার ধারে-কাছেও ছিল না সে।

'তা ছাড়া, দিনের পর দিন খেটেছ তুমি, আমার ছোট্ট স্প্রেডকে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চে পরিণত করেছ। এখন আমি একাধারে চারটা র‍্যাঞ্চ আর দুটো খনির মালিক। রেল ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছি...সবই তোমার জন্যে হয়েছে। অন্তত দু'বার বোকার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি জোর করে আমাকে রক্ষা করেছ। সত্যি কথা বলতে কী, সব সম্পত্তির অর্ধেক বরং তোমার হওয়া উচিত!'

'আমার হয়তো কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা র‍্যাঞ্চ খাড়া করবার চেষ্টা করা উচিত,' চিন্তিত স্বরে বলল স্যাম। 'তখন

তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে নিজেকে কপর্দকশূন্য মনে হবে না।'

'তাতে কয় বছর লাগবে, স্যাম?' পমেলে রাখা স্যামের হাতের উপর হাত রাখল রোয়েনা। 'পাগলামি বাদ দাও তো, ডার্লিং! এসব চিন্তা মাথায় এনো না! তুমি চলে যাবে ভাবলেই ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার! গত দশটা বছর তোমার উপর নির্ভর করে এসেছি, এবং আজ পর্যন্ত কখনও আমাকে হতাশ করোনি।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল বুনো একটা টার্কি, এক দৌড়ে হারিয়ে গেল আবার। সামনে দু'শো গজ দূরে ঘাসে চরছিল তিনটা হরিণ, ওদের সাড়া পেয়ে এক ছুটে হারিয়ে গেল ক্রীকের ধারে।

'এখনও বুঝতে পারোনি?' প্রায় মরিয়া শোনাল রোয়েনার কণ্ঠ। 'তোমার মতোই দেখবার চেষ্টা করছি সমস্যাগুলো। আজ পর্যন্ত নিজ থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিইনি আমি, বরং তুমি যা বলেছ তাই করেছি। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তোমার মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছি। তোমার উপর নির্ভর করতেই ভাল লাগে আমার।

'তোমার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আমি একটা মেয়ে, স্যাম, তোমার ক্ষতি হওয়ার চিন্তা ভুলেও কল্পনা করি না। সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেদের ব্যাপারেও আমার একই ভাবনা। সবাই ভাল থাকুক। আমি বরং তোমাকে নিয়ে বেশি ভাবছি, এসব খুনোখুনি বা রক্তারক্তি তোমার মধ্যে কী প্রভাব ফেলে, তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন। তুমি যদি খুব কঠিন হয়ে যাও, সেটা সহ্য করতে পারব না আমি।'

'বুঝেছি তোমার আশঙ্কাটা কোথায়। উঁহুঁ, ওরকম কিছু হবে না এখন। একসময় হয়তো সম্ভাবনা ছিল। সেটা অনেক আগের কথা। তখন প্রতিবার বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সময় ঘেন্না

লাগত, কিন্তু কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার তো উপায় থাকে না, তাই অন্যের রক্ত মাড়িয়ে পথ চলতে হয় মানুষের। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কিছু কিছু মানুষ শক্তি ছাড়া বোঝে না। ওদেরকে বোঝাতে হলে শক্তি বা সামর্থ্য দেখাতে হয়।'

কেবিনের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল ওরা। 'তুমি তা হলে কাল বেরোবে?' জানতে চাইল রোয়েনা।

'হ্যাঁ।'

'গুড লাক তা হলে!' ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

পিছনে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যাম, নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ আর রিক্ত মনে হচ্ছে। তবে এও জানা আছে এসব স্রেফ বিলাসিতা। এ মেয়ে ওরই, কখনোই অন্যের হবে না, দু'জনেই ভাল করে জানে ওরা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। সম্পর্কের শুরুতে রোয়েনা ছিল র‍্যাঞ্চের মালিক–টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু রেঞ্জ আর গরু সম্পর্কে কিছুই জানত না। স্যামের হাতে আজকের ধনীর দুলালী রোয়েনা ক্রকেটের উত্থান। গত দশ বছরে যা কিছু গড়েছে বা অর্জন করেছে, এর সবই স্যামের মাধ্যমে।

স্যামের তত্ত্বাবধানে ক্যান্সাসে গরু কিনেছে রোয়েনা, উত্তরের ট্রেইলের ধারে-কাছে চরতে দিয়ে ওদের পেটমোটা করেছে; এবং কয়েকদিন পর কয়েক হাজার ডলার লাভে ওই ক্যান্সাসেই বিক্রি করে দিয়েছে অর্ধেক গরু। পালের বাকি অংশ ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে আরও পশ্চিমে। একা রোয়েনার পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না, এমনকী ড্যান বেণ্ডার হলেও সম্ভব হতো না, যদিও অস্ত্রে ওর সমকক্ষ লোক খুব কমই দেখা যায়, কিন্তু স্যামের মতো কর্মঠ, দায়িত্ববান, বিচক্ষণ বা সূক্ষ্ম বিচারবোধসম্পন্ন নয় সে।

বাঙ্কহাউসের দরজায় দেখা গেল ড্যানকে। 'কাল, স্যাম?'

'বিস্তর অ্যামুনিশন লাগবে। রাইফেল, পিস্তল…দুটোরই

লাগবে। তুমি, এম, শর্টি ওয়েব আর...'

'টেকোকে নেবে না? ওকে সঙ্গে না-নিলে মাথা খারাপ করে দেবে, সামাল দিতে না-পেরে শেষে হয়তো বাঙ্কের সঙ্গে ওকে বেঁধে যেতে হবে তোমার। এক্ষেত্রে আর যাকে পাও, অন্তত আমার সাহায্য পাবে না। এমনিতে তেতে আছে, কীভাবে যেন বুঝে গেছে তুমি ওকে র‍্যাঞ্চে রেখে যাওয়ার কথা ভাবছ।'

'রাইডটা সামলাতে পারবে ও?'

'কী যে বলো!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ড্যান। 'আমরা যখন হাঁটতে শিখছি, তখন থেকে বনে-বাদাড়ে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে বেন। সাধে কি আর মাথায় টাক পড়েছে? বড় শক্ত ওর প্রাণ! র-হাইড বা তিমির হাড়ের মতো মজবুত।'

'বেশ, তা হলে ওকে সঙ্গে নেব আমরা।'

পরদিন সূর্য উঠবার আগেই যাত্রা করল ওরা। সূর্য যখন সবে পুবাকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে, তখন বক্স ক্যানিয়নের তলায় গাঢ় ছায়া ধরে এগোচ্ছে পাঁচজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল। সবার আগে, জীর্ণ হ্যাট পরা টেকো বেন ডেগনার।

ঠিক পিছনে রয়েছে স্যাম রেডলিন, ড্যান বেণ্ডার, শর্টি ওয়েব এবং এমেট পেকার। এ-পর্যন্ত একটা কথা বলেনি কেউ। সতর্ক ও সচেতন ওরা, জানে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে। মরিয়া হয়ে খুন করতে হবে শত্রুকে, সক্রিয় হতে সামান্য দেরি হলে বা কিঞ্চিৎ অসতর্ক বা বেখেয়ালী থাকলে মৃত্যু এসে হানা দেবে। প্রত্যেকে জানে কীসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, এও জানে একবার শুরু হলে সবকিছুর নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত থামতে পারবে না। পতাকা বা ড্রামের বাদ্য ছাড়াই লড়তে বেরিয়েছে ওরা, যে লড়াইয়ে যে-কারও মৃত্যু হতে পারে।

চলবার পথে বারবার রোয়েনার মুখে শোনা পিঙ্কারটন গোয়েন্দার কথা মনে পড়ছে স্যামের। কালাহান নামের সুদর্শন

এক খুনির পিছনে লেগেছিল লোকটা। এমন দাগী একজন দস্যু, কিন্তু কখনও নামটা ওর কানে আসেনি–এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

ডেগনারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কালাহান? উঠতি বয়সের এমন কারও নাম শুনিনি, তবে যদ্দূর মনে আছে বছর কয়েক আগে এদিকে বাস করত একটা পরিবার। খুবই নীচ চরিত্রের লোক! চার ভাই ছিল ওরা। একজন ছিল ছিপছিপে দেহের খাটো লোক, কিন্তু সবার চেয়ে নীচ আর বখাটে স্বভাবের। অন্যরা দীর্ঘদেহী। সবচেয়ে বড় ভাইটা লিঙ্কন কাউন্টি গানফাইটারদের হাতে খুন হয়ে যায়। সম্ভবত জেসি জেমস বা ওর কোন বন্ধুর হাতে।

'কলোরাডোর ওদিকে পাসির হাতে ফাঁসি হয়ে যায় ওদের অন্তত একজনের, দু'জনও হতে পারে। এই লোকটা যদি সেই কালাহানদের একজন হয়ে থাকে, তা হলে সত্যি কপালে খারাবি আছে আমাদের। খুবই বিপজ্জনক ও বদলোক ওরা।'

ফ্রিস্কোর পাহাড়শ্রেণীকে হাতের বামে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। অনেকক্ষণ চলবার পর হাত তুলে ওদের থামাল ডেগনার। স্যাম খেয়াল করল পাহাড়ের কোলে ঘন পাইন বনের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

স্যাডলে ঘুরে বসে অন্যদের দিকে ফিরল স্যাম, বলল: 'এটা হচ্ছে হেইফার বেসিন। নাক বরাবর দুই মাইল গেলে ড্রাই লেগেট। ভাবছি মিনিট কয়েক বিশ্রাম নেব, অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে নেব। তবে সারাক্ষণই সতর্ক থাকতে হবে। ভ্যান হিস্কিট যদি ড্রাই লেগেটে থাকে, নির্দ্বিধায় বলা যায় জবর লড়াই হবে!'

স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে বনের ভিতরে ঢুকল ওরা। পরিচিত একটা ঝর্নার কাছে ওদের নিয়ে এল ডেগনার, ঘাসের উপর বসল সবাই। সবক'টা অস্ত্র পরীক্ষা করে যথাস্থানে রেখে

দিল স্যাম রেডলিন। রিলোড করবার চিন্তা করছে না, কারণ গোলাগুলির ফাঁকে সবসময়ই রিলোড করতে অভ্যস্ত ও।

'এ জায়গাটা সত্যি সুন্দর,' মন্তব্য করল ড্যান। 'পাহাড়ের চূড়া বা ওরকম জায়গা সবসময়ই ভাল লাগে আমার।'

'কাউবয় জীবনের মজাই এখানে,' বলল শর্টি ওয়েব। 'কত জায়গায় যে যাওয়া যায়!'

'টেক্সাসের ধূলিঝড়ের মধ্যে পড়েছ কখনও?' জানতে চাইল বেন ডেগনার।

'নিশ্চয়ই! আমার তো মন্দ লাগেনি, তবে শুরুতে খুব ভড়কে গিয়েছিলাম। জানোই তো, সব কঠিন কাজ করবার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে? কাউবয় জীবনে কম তো ঘুরলাম না, যত রকম জায়গা আছে, সব জায়গায় ঢুঁ মেরেছি। আমার কাছে কিছুই নতুন নয় এখন।'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' চট করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল স্যাম। 'সবাই তৈরি হও! আসছে ওরা!'

বেসিনের অন্য প্রান্তে অশ্বারোহীদের একটা দল দেখা গেল। ছয়জন। শেষ লোকটাকে চিনতে পারল স্যাম, ভ্যান হিস্কিট।

ডান দিকে সরে গেল ড্যান। গড়িয়ে প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেল ডেগনার, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে। ঝর্নার বাম দিকে গাছের পিছনে অবস্থান নিয়েছে শর্টি আর এমেট।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল ওরা, শেষে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল স্যাম রেডলিন। 'হিস্কিট! এবার পাকড়াও করেছি তোমাদের! অস্ত্র ফেলে দাও!'

পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে ওরা। আচমকা স্যামকে ভূতের মতো সামনে উদয় হতে দেখে চমকে গেছে। তবে পেশাদার লোক বলে চমক সামলাতে দেরি হলো না। স্পার দাবিয়ে ঘোড়াটাকে দ্বিগুণ

বেগে ছুটিয়ে দিল ভ্যান হিস্কিট, স্যাডল থেকে শরীর খসিয়ে মাটিতে পড়ল সে।

'রেডলিন? আমাকে পাকড়াও করা অত সহজ নয়, সেজন্যে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে!' চেঁচিয়ে জবাব দিল আউটল।

ড্র করল সে।

এমন কিছু প্রত্যাশা করছিল স্যাম, তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না। হিস্কিটের আগেই পিস্তল উঠে এল ওর মুঠিতে। প্রথম বুলেট যখন বিঁধল আউটলর দেহে, তখন সবে পিস্তল হোলস্টার থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে সে। গুলির ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল দেহ।

কয়েক পা এগিয়ে এল স্যাম, পিস্তলের নল স্থির, অপেক্ষায় আছে। হঠাৎ নরক নেমে এসেছে জায়গাটায়, চারপাশে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। সমানে গুলি করছে দুই পক্ষ। হিস্কিটের উপর নজর রেখেছে স্যাম। আউটল পিস্তলের নল ওর সোজাসুজি তুলে নিয়ে আসতে পরের গুলি পাঠিয়ে দিল।

মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল হিস্কিট, ঘাস খামচে ধরে নিজেকে তুলবার প্রয়াস পেল, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারল না। সারা দেহে খিঁচুনির মতো কাঁপন উঠল একবার, তারপর একেবারে নিথর পড়ে থাকল।

চারপাশে তাকিয়ে বেশ কয়েকটা শূন্য স্যাডল দেখতে পেল স্যাম। মোট চারটা লাশ পড়ে আছে। শুধু একজন লোক খাড়া আছে, বাম হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে, ডান হাতে একটা স্লিং।

ষষ্ঠজন পালাতে সক্ষম হয়েছে।

'নাম কী তোমার?' জানতে চাইল স্যাম।

'স্টিভ ভেটার,' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার মুখ, তবে ভয় পায়নি। 'বাম হাত চলে না আমার, তাই গোলাগুলির মধ্যে

যাইনি।'

'ভাল করেছ, ভেটার। চাইলে আরও ভাল একটা কাজ করতে পারো এবার। এক দল কয়োটের সঙ্গে চলাফেরা করলেও একটা সুযোগ পাবে, মুখ খুললে হয়তো দড়ি এড়াতে পারবে। তোমাদের বস্ কে, কার কাছ থেকে পাওনা পাও?'

'আমি টাকা পাই হিস্কিটের কাছে, কিন্তু সে কোত্থেকে পায় জানি না,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যামকে নিরীখ করছে লোকটা। 'হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে বাওয়ার ছেলেটার ওই ঘটনার পর থেকে এসব থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম আমি। নিষ্ঠুর ভাবে কোন সুযোগ না-দিয়ে খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। জঘন্য কাজ!'

'শিকারী দলের মধ্যে তুমিও ছিলে, অন্যদের সাহায্য করেছ,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল স্যাম। 'আর কে কে ছিল তোমাদের সঙ্গে? নেতা কে ছিল?'

'নেতৃত্ব দিয়েছিল একেবারে কমবয়সী এক লোক। সদ্য যুবক বলা চলে ওকে। ছিপছিপে দেহ, কিন্তু পিস্তল হাতে শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর। হার্ভে ক্লাইডের সঙ্গে এসেছিল সে। ওকে আগে কখনও দেখিনি, পরেও দেখিনি। চুলে সোনালি ছোপ আছে। কাছ থেকে অবশ্য ওকে দেখবার সুযোগ পাইনি, না আমি না অন্য কেউ, কেবল ক্লাইড ছাড়া। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম হার্ভে ক্লাইডকে, বলল ওর নাম নাকি কালাহান।'

কালাহান! নামটা আবার শুনল। পিঙ্কারটন গোয়েন্দা তা হলে ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। এই এলাকার কোথায় লুকিয়ে আছে সে। সবকিছুর পিছনের লোকটাই কি কালাহান? উঁহুঁ, মিলছে না। কালাহান একজন লুটেরা, গানফাইটার বা খুনি হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই গরু ব্যবসায়ী বা খুবই চতুর চালবাজ নয়।

'আমাকে তা হলে ঝুলিয়েই দেবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল

ভেটার। 'তা হলে দেরি করছ কেন? কাজ সেরে ফেলো। অপেক্ষা করতে একটুও ভাল লাগে না আমার!'

লোকটার চোখে চোখ রাখল স্যাম, খেয়াল করল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, ভয় নেই চাহনিতে, নিয়তি মেনে নিয়েছে। হয়তো সুযোগের অভাবে বখে যাওয়া তরুণ, ভাবল স্যাম, সৎ সঙ্গ পেলে ড্যান বেণ্ডার বা শর্টি ওয়েবের মতো হাসি-খুশি কিন্তু বেপরোয়া ও সৎ যুবক হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

'আগে-পরে হয়তো ঠিক ফাঁসি হবে তোমার, যেহেতু এই পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছ। তবে কাউকে ফাঁসি দেয়ার কাজটা আইনের, আমার নয়। যাও, তোমার ঘোড়ার পিঠে চাপো।'

ততক্ষণে টাম্বলিং-সি রাইডাররা যার যার স্যাডলে চেপে বসেছে। মিনিট কয়েক পর যাত্রা করল ওরা। স্যাডলে উপুড় করে বাঁধা হয়েছে ভ্যান হিস্কিটের লাশ। সামান্য বিব্রত দেখাল ড্যান বেণ্ডারকে, ব্যাপারটা যেন ওকে লজ্জিত করেছে। 'হিস্কিটের লাশ দেখে অন্যরা কেটে পড়বে না তো, বস্? ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়বার দশা হলে অবশ্য মন্দ হবে না, আমাদের কাজ কমে যাবে। ভাবছি আরও দু'একটাকে ধরতে পারলে পার্টিটা জমে যেত।'

ভেটারের দিকে ফিরল ড্যান। 'শুধু এটাকে ধরেছি, অন্যরা হয় মরেছে নয়তো লেজ তুলে পালিয়েছে। বস্, একটা কথা বলি? এত ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার! জীবিত একজনকে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে তার লাশ নিয়ে যাওয়া ঢের আরামের এবং নিরাপদও বটে।'

চট করে স্যামের দিকে চলে গেল ভেটারের শঙ্কিত চাহনি। 'ইয়ে, তোমরা কি সত্যি...!' কেঁপে উঠল তার কণ্ঠ। 'দেখো, মি. রেডলিন, আমি সত্যি কথাই বলেছি। কে আমাদের পাওনা দিত সত্যি জানি না। তবে না-জানলেও এটা ঠিক আমি তো বোকা

নই, বিচার-বুদ্ধি থাকলে অনুমানও করা সম্ভব, তাই না? হিস্কিট ও ক্লাইডের মধ্যে যোগসাজশ আছে, এবং যদ্দূর বুঝেছি দু'জনেই এম্পোরিয়ামে গিয়ে কার সঙ্গে যেন দেখা করত। কিংবা জায়গাটা ব্যাট কেভও হতে পারে। দু'জায়গাতেই দেখা গেছে ওদের।'

'চৌহদ্দির অর্ধেক লোক ওই দু'জায়গায় দেখা করে, গল্প করে একে অন্যের সঙ্গে,' বলল স্যাম, মোটেই প্রভাবিত হয়নি। 'তুমি বরং কালাহান সম্পর্কে বলো।'

'জীবনেও দেখিনি ওকে...মানে ওই ঘটনার পর আর কী!'

'ওকে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলো,' ক্রুদের নির্দেশ দিল স্যাম। 'ওয়াল্টের হাতে ওকে তুলে দেব।'

পেল্‌নার পথ ধরল ওরা। এবার আগে আগে রয়েছে স্যাম। আনমনে নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় শহরে অনেক বিপদ ও অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। মনে মনে আশা করছে শেরিফ শহরের বাইরে থাকলেই ভাল হবে। বুড়ো ল-ম্যানের সঙ্গে টক্কর দেয়ার ইচ্ছে নেই ওর। শেরিফ হিসাবে সৎ ও দায়িত্ববান সে, নিজস্ব রীতিতে ঝামেলার সমাধান করে, একটু ধীর-স্থির। কিন্তু আশপাশে বহু লোকই পিস্তল হাতে মুখিয়ে আছে। শান্তিপূর্ণ শহর পেল্‌নার শেরিফ হিসাবে সফল জ্যাক ওয়াল্ট, সুনামের সঙ্গে সাধারণ রাসলার, জুয়াড়ি, চোর-বাটপার বা আউটলদের সামাল দিয়েছে, কিন্তু প্রেয়ারি শেয়ালের মতো ধূর্ত ও নিষ্ঠুর শত্রুর মোকাবিলা করবার সামর্থ্য তার নেই।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওরা। এস-ইউ ক্যানিয়ন হয়ে টুলারোসায় নেমে এল, তারপর আড়াআড়ি পক মেসা পাড়ি দিয়ে স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়নের দিকে এগোল। পুরোটাই রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পথ।

বিকালে পাহাড়শ্রেণী পেরিয়ে ঢেউ খেলানো তৃণভূমিতে নেমে

এল ওরা, মাইলকে মাইল ছুটে পেল্‌নার দিকে এগোল। জেল হাউসের সামনের ধূলিময় রাস্তায় যখন থামল, ততক্ষণে ঘোড়া আর সওয়ারদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে, সবাই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।

বেরিয়ে এসে ওদের সম্ভাষণ জানাল শেরিফ। সরু চোখে স্টিভ ভেটারকে দেখল। 'এই ব্যাটাকে পেলে কোথায়?'

'জেমস বাওয়ারের খুনিদের সঙ্গে ছিল ও। জেমসের গুলি ওর বাহুতে লেগেছে। ট্রায়ালের জন্যে নিয়ে এসেছি ওকে।'

'তোমাদের নেতা কে?' ভেটারকে জিজ্ঞেস করল ওয়াল্ট।

দ্বিধা করছে আউটল, কিন্তু একইসঙ্গে চাপা উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশ একবার দেখে নিল, নিশ্চিত হতে চায় কেউ শুনতে পাচ্ছে না। 'কালাহান,' ফিসফিস করে জানাল সে। 'তবে হিস্কিটও ছিল সঙ্গে।'

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল শেরিফের চোয়াল, মুখ দেখে মনে হলো বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে। এই প্রথম লোকটাকে চিন্তিত ও বিচলিত মনে হলো।

'ভিতরে নিয়ে এসো ওকে,' থমথমে মুখে বলল শেরিফ। 'ওকে সেলে ঢুকিয়ে হিস্কিটের খোঁজে বেরোব আমি।'

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই,' বলল স্যাম, মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল একটু পিছনে পড়ে যাওয়া লাশবাহী ঘোড়াটার দিকে। 'ওই যে, হিস্কিটের লাশ।'

থমকে দাঁড়িয়ে থাকল শেরিফ।

'শোনো, এ তল্লাট সাফ-সুতরোর কাজে নেমেছি আমরা,' যোগ করল স্যাম। 'কাজটা আজই শেষ করব।'

'একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ, রেডলিন! আমি এখানকার আইন। চোর-বাটপার ধরা বা শায়েস্তা করা আমার কাজ।'

'আমি তো অস্বীকার করছি না। হিস্কিটকে নিয়ে চিন্তা করতে

হবে না, একজন পালিয়ে গেছে। কেবল ভেটার পালায়নি। ওর মতো কেউ যদি সুবুদ্ধি দেখায়, তা হলে তোমার কাছে নিয়ে আসব তাদের। কিন্তু বেপরোয়া হলে তাকে নিরাশ করব না আমরা।'

'তুমি আইনের লোক নও!' প্রতিবাদ করল শেরিফ।

'তা হলে আইনের লোক বানিয়ে নাও আমাদের,' সহজ সমাধান বাতলে দিল স্যাম। 'ডেপুটি করে নাও, তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, তোমারও কাজ সহজ হয়ে যাবে। তুমি একা সারতে পারবে না, আমাদের সাহায্য করতে দাও।'

'আমার বোধহয় দিন ফুরিয়ে গেল!'

'উঁহুঁ। যদ্দূর জানি সব শেরিফেরই ডেপুটি লাগে। একা সব কাজ বা সারা বছর কাজ চালানো যায় না। ডেপুটি হওয়ার প্রস্তাব আমিই দিচ্ছি।'

'বেশ,' নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো শেরিফ। 'চাইলে স্টিভ ভেটারকে ঝুলিয়ে দিতে পারতে, কিন্তু আইনের কাছে নিয়ে এসেছ। এ-ঘটনায় তোমার সৎ মানসিকতা প্রকাশ পায়। যাক, তোমার উপর আস্থা রাখতে আপত্তি নেই আমার।'

ল-অফিসের বাইরে স্যামের অপেক্ষায় রয়েছে টেকো বেন ডেগনার। 'ঘোষণাই যখন করে ফেলেছ,' স্যামকে বেরিয়ে আসতে দেখে সোৎসাহে জানতে চাইল সে। 'এবার বলো ফেলো, কী করতে হবে।'

'এমেট, শর্টিকে নিয়ে এম্পোরিয়ামে চলে যাও। সাই গেলভিনকে দেখলে পিছনে লেগে যেয়ো। কোনক্রমে ওকে চোখের আড়াল করা যাবে না। এম্পোরিয়ামে অন্য লোকজন ঢুকতে চাইলে বাধা দিয়ো না, যার খুশি ঢুকুক বা বের হোক, কিন্তু গেলভিনকে চোখে চোখে রাখতে হবে।'

ডেগনারের দিকে ফিরল ও। 'বেন, রাস্তার ওপাশে চলে যাও।

চারদিকে ঢুঁ মারতে থাকো, আর সারাক্ষণ ওপাশের স্টোরের দিকে খেয়াল রেখো।'

'মেয়েটার দিকে নজর রাখতে হবে? কী পেয়েছ আমাকে? আর কাজ পেলে না, একটা মেয়েলোকের উপর নজর রাখতে হবে! তুমি বোধহয় আসল মজা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও।'

'যা বলছি তাই করো!' ধমকে উঠল স্যাম। 'ড্যান, আমার সঙ্গে এসো। ব্যাট কেভে যাচ্ছি আমরা।'

স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট, তারপর ঘুরে নিজের অফিসে ঢুকে পড়ল। সেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল স্টিভ ভেটার, তার উদ্দেশে শেরিফ বলল: 'বুঝলে, স্টিভ, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন অন্যরা আমার কাজ করে দিচ্ছে।'

সুইভেল চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল সে। দারুণ ভয় পেয়েছিল একটু আগে–নিজের কাছে স্বীকার করল শেরিফ। গোলাগুলি বা রক্তপাতের নয়, বরং আবিষ্কারের ভয় কাজ করেছে ওর মনে। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা আশা করছে না, হয়তো প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগবে মনে।

ক্রমে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে আসছিল, মেঘ কেটে গেছে। এতদিন যেসব এড়িয়ে গেছে, তা আর এড়ানো যাচ্ছে না এখন। স্যাম রেডলিন দায়িত্ব নেয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছে, অন্তত ওর জন্যে। নিজেকে হয়তো পুরোপুরি নির্ভার ভাবতে পারত না, কিংবা ওর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও উঠতে পারত।

'স্যাম রেডলিনের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, শেরিফ,' পরামর্শের সুরে বলল আউটল। 'সৎ লোক, অন্যায্য কিছু করবে না।' হাত বাড়িয়ে গরাদ চেপে ধরল সে। 'বিশ্বাস করো, শেরিফ, এই গারদের ভিতরে আসতে পেরে কী যে স্বস্তি

লাগছে! দিন গড়িয়ে আরেকটা দিন আসবার আগেই বহু লোক খুন হয়ে যাবে।

'হিস্কিটের সঙ্গে ডুয়েলের সময় রেডলিনকে যদি অ্যাকশনে দেখতে! অবিশ্বাস্য! নিজের চোখে না-দেখলে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না ভ্যান হিস্কিটকে কেউ হারিয়ে দিতে পারে! তাও যেন-তেন ভাবে নয়, বিস্তর ব্যবধানে। পিস্তল বের করবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়েছিল হিস্কিট, অথচ আগে সে-ই পিস্তলে হাত দিয়েছিল।'

'হিস্কিট তো একজন, হার্ভে ক্লাইড আছে এখনও।'

'হ্যাঁ, রেডলিনের সঙ্গে ওর লড়াই দেখবার মতোই ব্যাপার হবে!' উত্তেজনা স্টিভ ভেটারের কণ্ঠে। 'হায় হায়! ওয়াল্ট, ওদেরকে জিম ইয়োন্টের কথা বলতে ভুলে গেছি!'

'ইয়োন্ট? সেও জড়িত আছে এসবে?' বিস্ময়ে কপালে উঠতে বাকি শেরিফের চোখ।

'জড়িত কি-না? কী যে বলো, ইয়োন্ট এমনকী পালের গোদাও হতে পারে। সবসময় বাড়তি একটা পিস্তল রাখে ও, বগলে লুকিয়ে রাখে। ডুয়েল লড়বার সময় তুমি ওর কোমরে নজর রাখবে, কিন্তু দেখবে ভোজবাজির মতো অন্য জায়গা থেকে হাতে পিস্তল চলে এসেছে, এবং আসল ঘটনা বুঝবার আগেই খুন হয়ে যাবে।'

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'ধন্যবাদ, ভেটার। ট্রায়ালের সময় তোমার সাহায্যের কথা মনে রাখব আমরা।'

সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি আছে, কিন্তু এখনই জমজমাট হয়ে গেছে ব্যাট কেভ। প্রতিটা টেবিল ভরে গেছে, বারের কাছে টুলের সারির একটাও খালি নেই। একেবারে কোণের দিকে এক টেবিলে বসে আছে জিম ইয়োন্ট, এমন জায়গায় যাতে দরজার উপর নজর

রাখতে পারে সারাক্ষণ। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো ওর, গায়ে দামী স্যুট, পায়ে পালিশ করা বুট। সুদর্শন মুখে চাপা হাসি। বরাবরের মতো অনায়াস দক্ষতায় কিন্তু অভ্যস্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাস বাঁটছে। চোখ দুটো চঞ্চল ওর, কোন কিছুই দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। বাড়ির পিছনের স্টেবলে ঘোড়াটা তৈরি আছে, সবসময়ই থাকে। জিম জানে যে-কোন মুহূর্তে কেটে পড়তে হতে পারে।

বারে বসে দেদার পান করছে হার্ভে ক্লাইড। প্রকাণ্ড এক ভালুকের মতো দেখাচ্ছে তাকে। যত গিলছে ততই নির্লিপ্ত এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোন একদিন হয়তো এই বদভ্যাস থেকে মুক্তি পাবে সে, এমন ভাবে পরাস্ত হবে না নেশার কাছে, কিন্তু সেদিন কবে আসবে জানা নেই ক্লাইডের।

পানরত অবস্থায় তাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত সবার। কথাটা যে-কারও জন্যে প্রযোজ্য। পেটে তরল পানীয় পড়লে মাথার ঠিক থাকে না ওর। কেউ কথা বলতে গেলে মারমুখী হয়ে পড়ে, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। অথচ এমনিতে যেদিন পান করে, গভীর রাত পর্যন্ত খেতে থাকে, নিজ থেকে কারও সঙ্গে একটা বাক্যও খরচ করে না, কাউকে বিরক্তও করে না। গভীর রাতে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের ডেরায় চলে যাবে সে, লম্বা ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে অন্য মানুষ হয়ে যাবে।

বারে ভিড়, তবে ক্লাইডের দু'পাশে দু'হাত করে খালি। অন্যত্র গাদাগাদি করে বসেছে লোকজন, জায়গা পাওয়ার জন্যে মাঝে মধ্যে ঠেলাঠেলিও করছে, কিন্তু কেউ বিরক্ত করছে না ক্লাইডকে, এমনকী ধারে-কাছেও ঘেঁষছে না। বেহেড মাতাল অবস্থায় হার্ভে ক্লাইড কী জিনিস, সবার জানা হয়ে গেছে।

পুরো স্যালুনে ধোঁয়ার আস্তর জমেছে। সস্তা পারফিউম, হুইস্কি এবং ঘামের গন্ধে ভারী হয়ে গেছে গুমট বাতাস। রীতিমতো অস্বস্তিকর পরিবেশ, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করছে না। যারা

পান করতে এসেছে, সবাই এতে কম-বেশি অভ্যস্ত। দুই কোণে জ্বলন্ত বিশাল স্টোভ তাপ বিতরণ করায় ঘরের পরিবেশ বাইরের তুলনায় তুলনামূলক উষ্ণ এবং আরামদায়ক।

দুই বারটেণ্ডার ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে, খদ্দেরদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার দশা।

আজকের রাতটা যে একটু ভিন্ন, সবার আগে বারটেণ্ডাররাই টের পেল। হার্ভে ক্লাইড এখানে কালে-ভদ্রে আসে, মাসে হয়তো একবার। কিন্তু যেদিন আসে, লোকটা বিদায় হওয়া পর্যন্ত তটস্থ ও সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। খিটখিটে মেজাজের গ্রিজলিকে সার্ভ করা সবচেয়ে কঠিন কাজ—কোন ভাবেই সন্তুষ্ট করা যায় না, সামান্য পান থেকে চুন খসলে কপালে খারাবি নেমে আসে।

আজকের ব্যাপারটা আরও একটা কারণে ভিন্ন। হার্ভে ক্লাইড ওদের দুশ্চিন্তার এক অংশ মাত্র। অস্বস্তিকর পরিবেশ ছাপিয়েও বিপদের ঘনঘটা টের পাচ্ছে বারটেণ্ডাররা।

বিয়ার ক্যানিয়নে টাম্বলিং-সি রাইডারদের অভিযান, ডেভ অ্যালেনের অপমৃত্যু এবং হেইফার বেসিনের সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করছে লোকজন, তবে নিচু স্বরে। মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তে তাদের শঙ্কিত চাহনি চলে যাচ্ছে ক্লাইডের দিকে। সবাই জানে আরও একটা শো-ডাউন শিগ্‌গিরই ঘটবে—স্যাম রেডলিনের মুখোমুখি হবে হার্ভে ক্লাইড। ঘটনাটা কখন ঘটবে, এটাই চিন্তার বিষয়।

আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল ক্লাইড। তার চড়া কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পেল সবাই। বারটেণ্ডার আস্ত বোতল এগিয়ে দিতে থাবা দিয়ে ওটা নিল সে, খটাস শব্দে বারের উপর নামিয়ে রাখল। চট করে সরে গেল বারকীপ, পাছে তাকে পেয়ে বসে বিশালদেহী গানফাইটার।

পুরানো পিয়ানোয় প্রাচীন একটা ব্যালাডের সুর তুলল কে

যেন।

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল স্যাম রেডলিন। তার ঠিক পিছনে ড্যান বেণ্ডার। ছিপছিপে দেহ ড্যানের, চলাফেরায় চিতার ক্ষিপ্রতা। চট করে এক পাশে সরে গেল সে, চকিত চাহনিতে পুরো স্যালুনে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নিল। জিম ইয়োন্ট বা হার্ভে ক্লাইডের অবস্থান মগজে ঢুকিয়ে নিল।

স্যালুনে ঢুকে থামেনি স্যাম রেডলিন, একই গতিতে এগিয়ে চলল বারের দিকে, তারপর হার্ভে ক্লাইডের কাছ থেকে তিন ফুট দূরে থাকতে থামল। বিশালদেহী গানফাইটার বোতল ধরবার জন্যে হাত বাড়াতে ধাক্কা দিয়ে ওটা ফেলে দিল স্যাম।

ঝনঝন শব্দে বোতল ভেঙে গেল। পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো স্যালুন, একটা পিন পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে এখন। সবার মনোযোগ বারের দিকে। ড্যান বেণ্ডার ছাড়া আর কেউই খেয়াল করেনি ঠিক ওই মুহূর্তে সেলুনে ঢুকেছে শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট।

'ক্লাইড, ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করছি আমি এখন,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল স্যাম রেডলিন। 'তোমার জন্যে একটা নোটিশ আছে। কাল দুপুরের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাবে। আর কখনও ফিরে আসবে না এখানে।'

'আচ্ছা, তুমি তা হলে রেডলিন? হিস্কিট তোমার হাতেই খুন হয়েছে? ড্যান নিশ্চয়ই ভড়কে গিয়েছিল। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল ওর, পিস্তলে নিজেকে প্রথম শ্রেণীর মনে করত। এমনকী আমার চেয়েও চালু ভাবত নিজেকে, অথচ আদপে তা ছিল না। ভুল ধারণাটা নিয়েই মরল বেচারা, যাচাই করবার সুযোগ পেল না!'

ঠায় দাঁড়িয়ে স্যাম, অপেক্ষা করছে। জানে সুবোধ বালকের মতো ওর নির্দেশ মেনে নেবে না ক্লাইড। পরিণতিটা যে-কোন একজনের জন্যে মারাত্মক হবে, কিন্তু আইনের প্রতিনিধি হিসাবে

একটা সুযোগ তাকে দিতেই হবে। নইলে ওর তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। জেমস বাওয়ারের খুনের সঙ্গে হার্ভে ক্লাইডের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ প্রমাণ করা পিস্তল হাতে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেয়ে ঢের কঠিন।

এক হিসাবে ঠিকই বলেছে ক্লাইড, ভাবছে স্যাম। হিস্কিটের মতো সহজে কাবু করা যাবে না একে। বিশালদেহে অন্তত এক গণ্ডা বুলেট ঢোকাতে হবে।

'কালাহান কোন্ চুলোয় লুকিয়ে আছে?' জানতে চাইল ও।

উঠে দাঁড়িয়েছে জিম ইয়োন্ট। বারের উদ্দেশে পা বাড়ানোর সময় চকিত দৃষ্টি হানল দরজার দিকে। ড্যান বেণ্ডারের সঙ্গে দৃষ্টি এক হলো ওর, বুঝে গেল এখন স্যালুন থেকে বেরোতে গেলে গুলি খেতে হবে। অথচ গোলাগুলির জন্যে প্রস্তুত নয় সে।

'কালাহান? হাসালে! আমাকে পেরিয়ে যেতে পারলেও ওকে কখনও ধরতে পারবে না!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্লাইড, কুৎসিত হয়ে গেছে চাহনি। 'অযথা ওকে খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ো না, সময় হলে ও-ই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

এবার স্যামের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিল হার্ভে ক্লাইড, এক ধরনের প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে। বাম হাতে গ্লাস তুলে নিল। 'হুইস্কি!' হাঁক ছাড়ল সে। 'হুইস্কি দাও আমাকে! সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'কালাহান কোথায়, ক্লাইড? এখানেই?'

লোকটা প্রস্তুত, জানে স্যাম, খুন করবার জন্যে প্রস্তুত। সুস্থির, তৈরি এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। স্যাম তার এই স্থৈর্য ভেঙে দিতে চাইছে, সামান্য চমকে দিতে পারলে বা মনঃসংযোগে চিড় ধরাতে পারলে...

এক কদম আগে বাড়ল ও। 'ব্যাটা দৈত্য? ভয়ে বলছিস না, তাই না? পেটে হুইস্কি পড়লে অমন বড় বড় কথা সবাই বলে!'

কথা বলতে বলতে সপাটে চড় মারল বিশালদেহী বন্দুকবাজের বাম গালে।

আঘাতটা প্রচণ্ড ছিল, কিন্তু বিস্ময়টাই বেশি আঘাত করল তাকে। তুলনায় স্যাম অন্তত পঞ্চাশ পাউণ্ড কম, গায়ে-গতরেও ছোট। শৈশবের পর দুনিয়ার কোন মানুষের ওকে চড় মারবার স্পর্ধা হয়নি।

প্রতিক্রিয়াটা হলো অসামান্য–আর কোন কিছুতে এতটা খেপত না হার্ভে ক্লাইড। রাগে জ্বলে উঠল চোখজোড়া, খুনে চাহনিতে স্যামকে দেখল সে। উন্মত্ত রাগ আর আক্রোশে গলা থেকে উঠে আসা খিস্তিটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। হোলস্টারে ছোবল মারল সে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে, নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইছে। কেউ চেয়ার উল্টে পড়ে গেল, কেউ টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই স্যালুন থেকে বেরোল না।

ততক্ষণে দুই কদম পিছিয়ে এসেছে স্যাম রেডলিন, একইসঙ্গে ড্র করেছে। পিস্তল থেকে কমলা আগুন উগরে দেয়ার সময় বাম দিকে এক পা সরে গেল ও, ক্লাইডকে ওর মুখোমুখি হতে পাশ ফিরতে বাধ্য করল।

ট্রিগার টেনে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ক্লাইডের শরীরে আঘাত হানল স্যামের প্রথম বুলেট। বুলেটের ধাক্কায় বারের উপর হেলে পড়ল সে, গুলিটা স্যালুনের মেঝেতে প্ল্যাঙ্কের পাটাতন ফুটো করল। একই মুহূর্তে দ্বিতীয় গুলি করেছে স্যাম।

শরীরে ঝাঁকি তুলে সিধে হলো হার্ভে ক্লাইড। বুকের কাছে শার্ট রক্তাক্ত হয়ে গেছে, একটা চোখ বুজে গেছে। ফের গুলি করল সে। দুলে উঠল স্যামের দেহ, মনে হলো যেন প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েছে, যদিও বুঝতে পারল না শরীরের ঠিক কোথায় আঘাত করেছে বুলেট।

আবার কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল। ক'টা গুলি করেছে নিজেও জানে না। বাম হাতের পিস্তল ড্র করল ও, দু'হাতের পিস্তল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল আবার–অদল-বদল হওয়ায় ডান হাতে পুরো লোডেড পিস্তল চলে এসেছে এখন। নিখুঁত নিশানায় পরের গুলি করল।

ঘরের উল্টোদিকে ছোট্ট একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। ক্লাইড আর রেডলিনকে ড্র করতে দেখে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল জিম ইয়োন্ট–এবার মওকা পাওয়া গেছে! সবার দৃষ্টি এখন ক্লাইড আর রেডলিনের দিকে। স্যাম রেডলিন তো ক্লাইডকে নিয়ে ব্যস্ত, স্রেফ একটা গুলি করতে পারলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে!

বগলে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা আলগোছে চলে এল হাতে, অভ্যস্ত হাতে নিশানা করে গুলি করল। কিন্তু একই মুহূর্তে দু'দিক থেকে ধেয়ে এল দুটো গুলি। ইয়োন্টের হাতে নীলচে ইস্পাতের ঝিলিক দেখা মাত্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ড্যান আর শেরিফ।

ড্যান বেণ্ডারের অবস্থান মূল দরজার পাশে, শেরিফ দাঁড়িয়ে আছে ওর বাম দিকে, পিছনের দরজার কাছে। দু'দিক থেকে ধেয়ে আসা গুলি দুটো পরস্পরের সঙ্গে একটা কোণ তৈরি করল, তীব্র ধাক্কায় ঝাঁকি খেল ইয়োন্টের দেহ, অজান্তে এক হাতে পেট চেপে ধরল সে। নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে হাতে উপচে পড়া রক্ত দেখল, বার দুয়েক কেঁপে উঠল সুঠাম দেহ, তারপর আর্তচিৎকার করে উঠল সে।

চিৎকারটা অন্যদের সচকিত করল, ইয়োন্টের দিকে তাকাল কেউ কেউ। বিস্ফারিত চোখে শেরিফ আর ড্যান বেণ্ডারকে দেখল ইয়োন্ট, উদ্যত পিস্তল হাতে অপেক্ষায় আছে ওরা–প্রয়োজন হলে আবার গুলি করবে।

হঠাৎ হাঁটু অবশ হয়ে এল ওর, মরিয়া চেষ্টা করেও খাড়া থাকতে পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। শেষ মুহূর্তে

হাত বাড়িয়ে টেবিলের কিনারা ধরতে চাইল সে, কিন্তু পারল না। কিনারে রাখা তাসের বাণ্ডিলে পড়ল হাত, টেবিল থেকে খসে পড়ল ওগুলো, কোনটা কোনটায় ওর রক্ত লেগে গেছে। ইয়োন্টকে অনুসরণ করে তাস আর চিপ্‌স সুদ্ধ টেবিলটাও ঢলে পড়ল, সরাসরি জুয়াড়ির গায়ের উপর।

এদিকে বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হার্ভে ক্লাইড, চাহনিতে মরিয়া চেষ্টা। 'তুমি···তুমি···!'

এবার পতন শুরু হলো। পড়ন্ত অবস্থায় বারের গোলাকার কিনারা খামচে ধরল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে, কী যেন বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু শেষ করতে পারল না। শিথিল আঙুল ধরে রাখতে পারল না বারের কিনারা, পিছলে যেতে হুড়মুড় করে মেঝেয় ঢলে পড়ল বিশালদেহী, তারপর একটা গড়ান খেয়ে একেবারে নিথর হয়ে গেল।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে, শূন্য চাহনিতে ড্যান বেণ্ডার আর শেরিফকে দেখল স্যাম রেডলিন।

স্যালুনের দিকে ছুটে আসছে কেউ, বোর্ডওঅকে বুটের শব্দ। তারপর দড়াম করে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা। তিনটা পিস্তল একইসঙ্গে ঘুরে গেল দরজার দিকে, বেচাল দেখলে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করবে।

বেন ডেগনার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'স্যাম! ঈশ্বর সহায় হোন! একটা মেয়েকে খুন করে ফেলেছি আমি! মেয়েটা···মেয়েটা জেনিফার ম্যাককুইন!'

'কী!' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল লোকজন।

সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত শহরবাসী উন্মত্ত মবে পরিণত হতে পারে। সবার চোখ স্থির হয়ে আছে ডেগনারের উপর।

'যার যার জায়গায় দাঁড়াও সবাই!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম, আশঙ্কা করছে কেউ অতি উৎসাহী হয়ে গুলি করে বসতে

পারে ডেগনারকে। 'আগে ওর সব কথা শোনো।'

পিস্তলে তাজা বুলেট ঢোকানোর সময় কূকের দিকে ফিরল স্যাম। 'হ্যাঁ, বেন, এবার বলো তো, কী হয়েছিল।'

'স্টোরের পাশের গলি থেকে হঠাৎ উদয় হলো একটা ছায়া,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডেগনার। 'দেখলাম পিস্তলের নলে নিশানা করছে আমাকে। সামান্য নড়াচড়া করে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, উঁহুঁ, কেউ ভুল করছে না–আমিই টার্গেট। এরপর কি আর অপেক্ষা করা যায়? ঝটপট গুলি করে ফেলে দিলাম তাকে।'

'চলো তো, দেখি,' বলল স্যাম।

দ্রুত স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পিছু নিয়েছে উত্তেজিত জনতা। নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে তাদের, কারও কারও স্বর রীতিমতো উস্কানিমূলক।

স্টোরের পিছনের গলিতে ওদের নিয়ে এল বেন ডেগনার। স্টোরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা চৌকো আলোয় ওরা দেখল মাটিতে পড়ে আছে একটা কাঠামো, রাইডিং ড্রেস পরা। দারুণ সুশ্রী মুখটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যাম, তারপর ঝুঁকে পড়ে জেনিফার ম্যাককুইনের সোনালি চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

ওর কাজ দেখে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল কেউ কেউ, কিন্তু ফলাফল দেখে একেবারে চুপসে গেল। আলগা চুলের উইগ স্যামের মুঠিতে চলে এল, আর ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে পড়ল লাশের মাথা। এখন আর জেনিফার ম্যাককুইনের মাথা নেই ওটা, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের একজন যুবকের মাথা হয়ে গেছে!

আরও ঝুঁকে পড়ল স্যাম, ব্লাউজটা মুঠোয় ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। ফোমের তৈরি প্যাড সরানোর পর দেখা গেল ছিপছিপে দেহের এক যুবকের লোমশ বুক এটা।

'যাকে দেখছ তোমরা, ও জেনিফার ম্যাককুইন নয়,' বলল

স্যাম রেডলিন। 'আসলে ও দুর্ধর্ষ কালাহান।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ড্যান বেণ্ডার, তাকে অনুসরণ করল স্যাম। এম্পোরিয়ামের সামনে পৌঁছতে এমেট পেকারের সঙ্গে দেখা হলো ওদের।

'ওই মেয়েটা ছাড়া আর কেউ এখান থেকে বেরোয়নি,' দ্রুত জানাল এমেট। 'মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে ছিল। পরপরই স্টোর থেকে বেরোতে চেয়েছিল গেলভিন, কিন্তু ওকে আটকে রেখেছি।'

শেরিফ, ড্যান, ডেগনার, এমেট আর শর্টিকে নিয়ে সাই গেলভিনের এম্পোরিয়ামে ঢুকল স্যাম।

রোলটপ ডেস্কের পিছনে বসে আছে সাই গেলভিন। সরু চিবুক বা চোয়াল আরও শুকিয়ে গেছে যেন, মুখ মলিন ও থমথমে। ক্রুদ্ধ আক্রোশমাখা চাহনিতে ওদের দেখল সে, তারপর গর্জে উঠল: 'এসবের মানে কী, জানতে পারি? সাহস আছে তোমাদের, আমার স্টোরে আমাকে আটকে রাখছ!'

'জেমস বাওয়ার আর ডিক রিগেলের খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, গেলভিন,' ঘোষণা করল স্যাম। 'খুন দুটো তুমি নিজে করোনি, তবে নির্দেশ দিয়েছ অধীন লোকদের।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল এম্পোরিয়াম মালিক। 'খুনের নির্দেশ দিয়েছি? সেজন্যে আমাকে গ্রেফতার করবে? এখনও অনেক কিছু শিখবার বাকি আছে তোমার, বয়। এখানে আইন আমার প্রশ্নের জবাব দেয়, আমি কারও প্রশ্নের জবাব দিই না। আমি বলে দিই কাকে গ্রেফতার করতে হবে আর কাকে শাস্তি দিতে হবে।

'প্রমাণ আছে তোমাদের হাতে? কিচ্ছু নেই! শত অভিযোগ আনলেও লাভ হবে না, সানি!'

পিছন থেকে এগিয়ে এল বেন ডেগনার। 'স্যাম, এর কথাই বলেছিলাম তোমাকে! আজকের আগে ওকে এত কাছ থেকে বা ভাল করে দেখিনি তো, তাই বুঝতেও পারিনি। ও হচ্ছে শর্টি

কালাহান, সবচেয়ে জঘন্য বদমাশটা! ওই ছদ্মবেশী মেয়েটার বড় ভাই।'

'আরও অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে, গেলভিন,' বলল স্যাম। 'সব খুন তুমি অন্যদের দিয়ে করিয়েছ, তবে একটা নিজে করেছ। তুমিই গুলি করেছ ডেভ অ্যালেনকে।'

শেরিফের দিকে ফিরল ও। 'একটু চিন্তা করলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, শেরিফ। সেদিনের অবস্থাটা চিন্তা করো—কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল ডেভ? ঘোড়ার পিঠে ছিল। ওকে এক গুলিতে ফেলে দেয়ার মতো জায়গা কেবল একটাই—ওই জানালাটা! এবং কেবল একজন লোকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল। লোকটা হচ্ছে সাই গেলভিন!'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল সাই গেলভিন, মুখ চুপসে গেছে। শেরিফকে এগোতে দেখে একেবারে কুঁকড়ে গেল। 'জ্যাক! দয়া করো! ওদের হাতে আমাকে তুলে দিয়ো না! ওরা আমাকে ফাঁসিতে চড়াবে!' মিনতি করল সে।

'আমাদের কাজ শেষ, শেরিফ,' বলল স্যাম। 'এখান থেকে তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ। বুলেটটা কোন্ দিক থেকে বা কোন্ অ্যাঙ্গেলে গেছে, জানালা থেকে মেপে দেখতে পারো। তা ছাড়া, ভেটার তো সাক্ষী হিসাবে আছেই। একটু চেষ্টা করলে ডিক রিগেল এবং জিম ইয়োন্টের সঙ্গে গেলভিনের সম্পর্কও প্রমাণ করতে পারবে। স্টিভ ভেটার এর সবই জানে।'

দরজার দিকে এগোল স্যাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। এখন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আর কিছু চাই না। তা ছাড়া, ডান কোমরের কাছে হাড়টা জ্বালাচ্ছে। দপদপ করছে যন্ত্রণায়। একটু আগেও স্রেফ টের পাচ্ছিল, কিন্তু এখন তীব্র যন্ত্রণা করছে।

ব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ হয়নি দেখবার, তাই এবার কোমরের দিকে দৃষ্টি দিল স্যাম। মনে পড়েছে হার্ভে ক্লাইডের সঙ্গে

গোলাগুলির সময় কোমরে কী যেন আঘাত করেছিল।

গানবেল্টটা এক জায়গায় ধসে গেছে, দুটো কার্তুজের নাক বোঁচা হয়ে গেছে। একটা বুলেট লেগে ছিটকে গেছে। দুটো কার্তুজ নষ্ট হয়েছে ওর, আর কোমরে সামান্য ছড়ে গেছে। ব্যস, ক্ষতি এটুকুই।

'ড্যান,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'চলো, এবার বাথানে ফিরে যাই।'

টেক্সাসে রাউণ্ড-আপ

নীচের বেসিনে ঘোড়সওয়ারদের দেখা মাত্র আসল ঘটনা আঁচ করে ফেলল স্যাম রেডলিন। শঙ্কায় কলজেয় কাঁপ দিল ওর। লাল সোরেলে আসীন ড্যান বেণ্ডারকে ঘিরে ফেলেছে তিন অচেনা রাইডার, একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

স্ট্রবেরি রোয়ানের পাছায় স্পার দাবাল স্যাম, তুফান বেগে ছুটল ঘোড়া। প্রবল ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে নেমে এল ও, তারপর চারজনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে ঘোড়ার গতি কমাল।

উঁহুঁ, একেবারে অচেনা নয়, বরং চেনা লোকই ড্যানকে চেপে ধরেছে। পালের গোদা মার্ক লেনিং। স্যামকে চেনা মাত্র যুগপৎ রাগ ও হতাশায় রক্তিম হয়ে গেল মুখটা।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল স্যাম।

'হয়েছে, বয়েজ,' নিচু স্বরে বলল ও। 'এবার সরে যাও!'

মুহূর্তের মধ্যে, স্যামের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। তিন রাইডার মিলে এমন ভাবে ঘিরে ধরেছিল ড্যানকে, গোলাগুলি শুরু হলে তিন দিক থেকে কচুকাটা করে ফেলত টাম্বলিং-সি সেগুণ্ডোকে। কোন সম্ভাবনাই ছিল না তার।

মুখ ব্যাদান হয়ে গেছে মার্ক লেনিং-এর, অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে চাহনিতে। তিনের বিপরীতে দুই, কাগজে-কলমের হিসাব অনুযায়ী এখনও সংখ্যায় ভারী ওরা—তাই সম্ভাবনাও বেশি—কিন্তু তিনজনের একজন, লিও মার্শালের ঠিক পিছনে অবস্থান নিয়েছে

স্যাম রেডলিন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ড্যান বেণ্ডারের খানিক পিছনে ও কিছুটা বামে রয়েছে টাম্বলিং-সি ফোরম্যান, যেখান থেকে লেনিং সহ তিনজনকে অনায়াসে গুলি করতে পারবে, কিন্তু সহকর্মী ড্যানের গায়ে টোকাও লাগবে না। মোদ্দা কথা, ক্রসফায়ারের ভয় নেই। অথচ মার্শালের অবস্থান ঠিক মাঝামাঝি, রেডলিন ও তার অন্য দুই সঙ্গীর মাঝে।

'যদি গোলাগুলি শুরু হয়, বস্,' নিচু স্বরে ঘোষণা দিল ড্যান বেণ্ডার। 'লেনিংকে আমার ভাগে ফেলে দাও!'

অন্ধকার হয়ে গেল লেনিং-এর মুখ, কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। বোকা নয় সে, তাই জানে পরিস্থিতি প্রতিকূল। সোটলে একবার অ্যাকশনে দেখেছে ড্যান বেণ্ডারকে, বেপরোয়া এক মেক্সিকান খুনির বিরুদ্ধে; পিস্তলে ড্যানকে কাভার করেছিল মেক্সিকান, কিন্তু ওই অবস্থা থেকে ড্র করেছে ড্যান এবং শত্রুকে ঘায়েল করেছে। উদ্যত পিস্তল থেকে একবারও ট্রিগার টানতে পারেনি মেক্সিকান, তার আগেই ড্যান বেণ্ডারের গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে। এমন দুর্ধর্ষ ও বিপজ্জনক লোককে সমান সমান সুযোগ দেয়া যায় না বলেই তিনজনে মিলে কোণঠাসা করে ফেলেছিল; হতচ্ছাড়া স্যাম রেডলিন আচমকা উপস্থিত না-হলে এতক্ষণে নিকেশও করে ফেলত, কিন্তু পাশার দান উল্টে দিয়েছে টাম্বলিং-সি ফোরম্যান। ড্যানের চেয়ে আরও এক কাঠি সরেস মাল সে, এমনকী তিনজনে মিলেও কুলিয়ে উঠতে পারবে কি-না সন্দেহ।

পিস্তলে টাম্বলিং-সি ফোরম্যানের খ্যাতি কারও অজানা নয়। বিশেষ করে টেক্সাসের লোকজন তো জানেই, ক্যাম্পে অলস সময় পার করবার সময় নিয়মিত গল্পও করে। ওয়াইওমিং কিংবা নেভাডায় যাওয়ার আগে থেকেই খুনে বন্দুকবাজ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। পারতপক্ষে তাকে ঘাঁটায় না কেউ, ওই দুঃসাহস এমনকী সেয়ানা বন্দুকবাজরাও করে না। এখানে যদি শো-ডাউন

হয়, চোখের পলকে খুন হয়ে যাবে লিও মার্শাল; নিশ্চিত মার্ক লেনিং, কারণ প্রথম গুলিটা তাকেই করবে রেডলিন, এবং সেকেণ্ড পূর্ণ হওয়ার আগে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেবে। উঁহুঁ, মার্শাল হচ্ছে ওর তুরুপের তাস। লিওকে ছাড়া একা ড্যান বেণ্ডারের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই ওর।

'তোমার ক্রু একটু মুখিয়ে আছে বোধহয়, রেডলিন,' শান্ত স্বরে অভিযোগ করল মার্ক লেনিং, কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। 'আমাদেরকে রেঞ্জ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ও।'

'ভুলটা কী করেছে? এখানে তোমাদের কোন কাজ আছে?' স্পষ্ট কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল স্যাম।

পরিস্থিতি বিলকুল অনুধাবন করতে পারছে লিও মার্শাল, সে নিজেও জানে এখানে গোলাগুলি হওয়া মাত্র পরপারে চলে যেতে হবে। ভিতরে ভিতরে ঘেমে সারা! উপায় একটাই, অবস্থান বদল করতে হবে। সন্তর্পণে খানিক সরে যাওয়ার মতলব করল সে।

'লিও, এক চুল নড়বে না!' বরফ শীতল স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম রেডলিন। 'নড়েছ কি তোমার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেব!'

অজান্তে ঢোক গিলল লিও মার্শাল, স্যাডলে জমে গেল বরফের মতো। বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মরবার খায়েশ নেই। ভূত দেখেছে যেন, অস্থির লাগছে তার। স্যাম রেডলিনের সামনে যদি থাকে, এমন বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে, স্বয়ং বিলি দ্য কিড কিংবা ওয়েসলি হার্ডিনও বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিতে পারবে না। লিও জানে সবার আগে সে-ই খুন হয়ে যাবে। মনে বিতৃষ্ণা জাগছে তার, কী কুক্ষণে যে এখানে এসেছিল! সোটল বা অন্য কোথাও থাকলে এ গ্যাঁড়াকলে পড়তে হতো না।

থমথমে হয়ে গেছে লেনিং-এর মুখ, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে স্যাম রেডলিনকে, মনে মনে তার পিণ্ডি চটকাচ্ছে। 'যেখানে খুশি রাইড করবার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে!' তর্ক করল ও।

'না, নেই!' কোনরকম দয়া বা সৌজন্যের ধার ধারছে না স্যাম। খুব ভাল করে জানে ত্রিশ সেকেণ্ড পর পৌঁছালে ড্যানের লাশ দেখতে পেত। 'তুমি কি গরু চরাও, না গরুর ব্যবসা করো, লেনিং? কোনটাই না। সেক্ষেত্রে, অন্যের রেঞ্জে তোমার কোন কাজ থাকতে পারে না। গরুর কারবার করি আমরা, ব্যস্ত আছি কাজে। নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি। গরুচোর দু'চোখে দেখতে পারি না আমরা। এবার ভালয় ভালয় কেটে পড়ো, অন্য কোথাও গিয়ে ধান্ধা করোগে!'

স্পষ্ট ঘৃণা ফুটল লেনিং-এর চোখে, মুঠি শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। এ ছাড়া উপায় কী? লাগতে গিয়ে খুন হবে নাকি? এর কোন মানে নেই। 'অনেক বাড় বেড়েছে তোমার, স্যাম রেডলিন,' খরখরে স্বরে বলল সে, বিষ খেয়ে বিষ হজম করছে। 'হয়তো একদিন সীমা ছাড়িয়ে যাবে! সেদিন আর পার পাবে না!'

'যখন খুশি সময় বেছে নিয়ো,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল স্যাম রেডলিন, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল, ধীর গতিতে দুই কদম এগোল স্ট্রবেরি রোয়ান। 'না-হয় এখনই হয়ে যাক, ড্যান এসবের বাইরে থাকবে!'

রাসলার হিসাবে যত কুখ্যাতই হোক, কিন্তু কেউ বলবে না যে মার্ক লেনিং কাপুরুষ। আসলে সাবধানী লোক সে। ঝুঁকি নিলেও তা আগে থেকে হিসাব করে নেয়। বিপজ্জনক পেশার কারণে সতর্ক থাকতে হয়, কখনও কখনও পিছিয়েও যেতে হয়; কিংবা আগ্রাসী হতে হয়। এরচেয়েও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে সে বহুবার, কিন্তু একইসঙ্গে স্যাম রেডলিন বা ড্যান বেণ্ডারের মতো তুখোড় বন্দুকবাজের মুখোমুখি পড়েনি। লেনিং নিশ্চিত জানে, এখানে কোন সম্ভাবনা নেই ওদের; বরং চালে সামান্য ভুল হলে প্রাণ দিয়ে খেসারত দিতে হবে।

'ঠিক আছে, যাচ্ছি!' সহসা বেসুরো কণ্ঠে ঘোষণা করল সে। 'কিন্তু আজকের ঘটনা ভুলে যাব না!' ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধীর ভঙ্গিতে সরে গেল সে, সতর্ক যাতে ভুল বোঝাবুঝি না-হয়।

পালের গোদাকে অনুসরণ করতে একটুও দেরি করল না অন্য দু'জন, যেন সরে যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া ছিল; নেতা রওনা হওয়া মাত্র ঘোড়া ঘুরিয়ে তুফান বেগে যাত্রা করল।

যার যার স্যাডলে বসে অপেক্ষায় থাকল স্যাম ও ড্যান, নীরবে চলে যেতে দেখল দলটাকে—ঢালু জমি পেরিয়ে তিনজন ওপাশে চলে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত বোধ করল। আপাতত।

'ব্যাটাদের অনুসরণ করলে ভাল হতো না?' জানতে চাইল ড্যান বেণ্ডার।

'উঁহুঁ, চলো, ফিরে যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

স্থির দৃষ্টিতে স্যামকে দেখল সেগুণ্ডো। 'একেবারে মোক্ষম সময়ে উপস্থিত হয়েছ, বস্,' শুকনো স্বরে বলল সে। 'মাত্র এক মিনিট দেরি হলে আমাকে ঠিক ঘায়েল করে ফেলত ওরা!'

'হ্যাঁ, খুন করতে মুখিয়ে ছিল ওরা, সে-ভাবে পরিকল্পনাও করেছিল,' স্বীকার করল স্যাম। 'কিন্তু কারণটা বুঝলাম না! এমন গায়ে-পড়ে লাগতে এল কেন? ওদের সঙ্গে কখনও কোন গোলমাল বা ঝামেলা হয়েছিল?'

'নাহ্!' বিস্মিত দেখাল ড্যানকে, বুঝতে পারছে না রহস্যটা কী। 'একটু আগে ওদেরকে রেঞ্জ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতেই না ঝামেলার শুরু হলো! আমার ধারণা, সাদা চোখে যতটা দেখা যাচ্ছে তারচেয়েও গূঢ় কোন ঘটনা বা কারণ আছে। এভাবে অকারণে আমার উপর চড়াও হওয়া অস্বাভাবিক, যদি না নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য থাকে...'

উত্তরে কিছু বলল না স্যাম, যাত্রা করল। ঢালের উপর উঠে

আসবার পর ঘোড়া থামাল ও, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে কপাল ও ভুরু থেকে ঘাম মুছল, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখল নীচের উপত্যকায় রাখা গরুর পালটা। ট্রেইলের ধুলোর কারণে মলিন চেহারা পেয়েছে সব গরু, কিন্তু সেটা স্যামের চিন্তার বিষয় নয়; বরং গরুর সংখ্যা নিয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। বুড়ো অ্যারন রিচার্ডের কাছ থেকে যখন গরুর পাল কিনেছিল, মনে হয়েছিল ভাগ্য খুব ভাল গেছে–ঈর্ষণীয় কম দামে হৃষ্টপুষ্ট গরু কিনতে পেরেছে। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা মনে করেছে স্যাম। যৌবনের শুরুতে বুড়ো রিচার্ডের র‍্যাঞ্চে পাঞ্চার হিসাবে কাজ করত ও, বুড়োকে ভালই চিনত–হাড়কিপটে হলেও অকপট ও এক কথার মানুষ হিসাবে খ্যাতি ছিল। কথা দিলে সেটা রাখত। স্রেফ মুখের কথায় হাজার হাজার টাকার লেনদেন করতে দেখেছে তাকে, কখনও প্রতিশ্রুতিতে বা কথায়-কাজে গরমিল করেনি। নেভাডায় গিয়ে টাম্বলিং-সি ফোরম্যান হিসাবে দায়িত্ব শুরু করবার আগ পর্যন্ত বুড়ো রিচার্ডের হয়ে কাজ করেছে স্যাম।

কয়েক বছর কাছ থেকে বুড়োকে দেখেছে ও, বরাবরই তাকে সৎ ও বিশ্বস্ত মনে হয়েছে, নিশ্চিন্তে ভরসা করবার মতো লোক। তাই বুড়োর মুখের কথায় নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে গরু কিনেছে। টালি বুক দেখিয়ে বুড়ো জানিয়েছিল চার হাজারেরও বেশি গরু আছে। স্যাম যাচাই করতে যায়নি, যাচাইয়ের গরজও অনুভব করেনি। মানুষটাকে চেনা ছিল বলে ভরসা করেছে, ধরে নিয়েছে একটা গরুও কম হবে না। মূল্য ন্যায্য মনে হয়েছিল ওর কাছে। তবে বুড়োর কাছে গ্যারান্টি চেয়েছিল, কারণ রেঞ্জে থাকতে গরু নির্দিষ্ট কোথাও স্থির থাকে না, বরং নানা জায়গায় সরে যায়; তাই বুঝে নেয়ার সময় আসল সংখ্যা ও প্রাপ্তির মধ্যে ফারাক থেকে যেতে পারে। বুড়ো আপত্তি করেছিল প্রথমে, কিন্তু শেষে স্যামের পীড়াপীড়িতে গ্যারান্টি দিতে বাধ্য হয়েছিল। ন্যূনতম তিন হাজার

গরু পাওয়া যাবে।

স্যাম যদি নিজের জন্যে গরু কিনত, তা হলে গ্যারান্টি নিয়ে একটুও চিন্তা করত না, কিন্তু রোয়েনা ক্রকেটের টাকা বলেই তা চেয়েছে। ও নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে প্রদত্ত টাকার বিনিময়ে ন্যায্য হিসাবে সঠিক সংখ্যায় গরু পাবে। চার হাজার গরুর দাম দিয়েছে ও, স্রেফ টালি বইয়ের হিসাবের উপর আস্থা রেখেছে; রেঞ্জে গিয়ে যাচাই করেনি। পশ্চিমে এভাবেই গরু বিক্রি হয় সব জায়গায়, বিক্রেতার মুখের কথায় ভরসা রাখে ক্রেতা। ব্যতিক্রম হলে বিক্রেতা 'অসৎ' বা 'ঠগ' হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করে, কোথাও গিয়ে প্রাপ্য সম্মান পায় না; পরবর্তীতে কেউ তার সঙ্গে ব্যবসাও করে না।

এটাই পশ্চিমের রীতি। মুখের কথায় এখানে ব্যবসা চলে। কথা যে রাখে, তাকে সম্মানের চোখে দেখে সবাই। সমীহ করে। কথায়-কাজে মিল আছে, এমন লোক সমাজে সবচেয়ে উঁচু স্থান দখল করে থাকে।

কিন্তু এখন, অনুমান হলেও স্যাম দিব্যি বুঝতে পারছে গরুর সংখ্যা আসলে চার হাজারের কাছাকাছিও হবে না। কারণটা ওর বোধগম্য নয়। বরং স্যাম এখনও দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে রিচার্ড মিছে বলেনি, কিংবা ভুলও গণনা করেনি; আর বুড়ো সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, রিচার্ডের গণনার পদ্ধতিও সঠিক ছিল। সারা জীবন বুক ফুলিয়ে চলা একজন মানুষ শেষ বয়সে এসে প্রতারণা বা মিথ্যের আশ্রয় নেবে না। অন্য কেউ নিলেও নিতে পারে, কিন্তু অ্যারন রিচার্ড নয়। মরে গেলেও এমন জঘন্য কাজ সে করবে না।

তারমানে···কোথাও একটা ঘাপলা আছে। এ-মুহূর্তে হয়তো অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে, কিন্তু একটা ভজকট হয়েছে।

'টালি বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে মিলছে না, তাই না?' জানতে

চাইল ড্যান বেণ্ডার, ফোরম্যানের চিন্তার সূত্র ধরতে পেরেছে। জানে এ নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছে স্যাম। 'কী মনে হয়, মার্ক লেনিং এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে?'

'কীভাবে? উঁহুঁ, মনে হয় না। রিচার্ডের দু'একজন কাউহ্যাণ্ড ছাড়া আর কাউকে রাউণ্ড-আপে নিইনি আমরা, সবাই আমাদের নিজস্ব লোক। আজকের আগে লেনিং বা ওর চামচাদের কাউকে ধারে-কাছে দেখাও যায়নি।'

গণনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গরু কিনেছিল স্যাম, তাতে ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষেরই লাভ হয়েছিল। টাকার সাশ্রয় হয়েছে টাম্বলিং-সির, যেহেতু রিচার্ডের রাউণ্ড-আপের ফাঁকে ফাঁকে গরু বুঝে নিয়েছে; আর নগদ টাকার বিশেষ দরকার ছিল বলে একটু তাড়া দিচ্ছিল বুড়ো। এ-ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর কেনা-বেচার ক্ষেত্রে গরুর সংখ্যায় সামান্য হেরফের হতে পারে, কিন্তু এখন যা হয়েছে–লাভ তো দূরের কথা, চড়া লোকসান হয়ে যাবে টাম্বলিং-সির।

নেভাডায় রোয়েনা ক্রকেটের র‍্যাঞ্চ ধীরে ধীরে লাভজনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে, আরও সমৃদ্ধির জন্যে বাড়তি গরু কিনতে চেয়েছিল রোয়েনা। বুদ্ধিটা তারই। টেক্সাসে গরু কিনে নেভাডায় নিয়ে আসলে, চলবার পথে খেয়ে-দেয়ে নাদুস-নুদুস হয়ে যাবে গরুগুলো।

প্ল্যানটা পছন্দ করেছিল স্যাম। একদিকে কমবয়সী গরু আসবে, অন্য দিকে র‍্যাঞ্চ থেকে বয়স্ক গরু বাছাই করে নেব্রাস্কা বা ক্যান্সাসের রেলরোড বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিলে ট্রেইল ড্রাইভের খরচ অনায়াসে উঠে আসবে; চাই কী, ভাগ্য ভাল হলে হয়তো কেনা গরুর দামই উঠে আসবে।

সরাসরি র‍্যাঞ্চ থেকে গরু কেনার সুবিধা রয়েছে। বেশিরভাগ সময় ক্রেতার লাভ হয়। গণনা শেষে দেখা যায় অনুমিত সংখ্যার

চেয়ে বেশি হয়ে যায় গরু। তবে বুড়ো রিচার্ড সম্পর্কে জানে বলে স্যাম নিশ্চিত ছিল হাড়কিপটের কথার হেরফের হবে না তেমন, চার হাজার থেকে দু'চারটা বেশি হবে হয়তো, কিন্তু কম হবে না একটাও।

নেভাডা থেকে টেকো বেন ডেগনার ও এমেট পেকার ছাড়া আরও দুই কাউহ্যাণ্ড এসেছে ওদের সঙ্গে। ছোটখাট গরুর পাল নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল চারজন।

'ত্রিশটা গরু এনেছি,' জানাল এমেট।

'মার্কা ছাড়া গরু পেয়েছ?'

'না। রিচার্ড নিশ্চয়ই ভুল অনুমান করেছিল, কারণ যা পাচ্ছি এখন পর্যন্ত, প্রায় সব গরুই মার্কা মারা। ব্র্যাণ্ডহীন নেই বললেই চলে।'

পকেট থেকে তামাক ও কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল স্যাম, ফাঁকে চিন্তিত দৃষ্টিতে নিরীখ করল সদ্য আনা ত্রিশ গরুর পালটা। 'ওই কে-টির দালালটা কোথায়?'

'এড ডার্বির কথা বলছ?' টেকো মাথায় হাত বুলাল বেন ডেগনার। 'কোথায় আর! যেখানে থাকবার কথা ওর। সোটলে। বলল কী একটা চিঠি নাকি পাঠাতে হবে ওর।'

নীরবে হাসল ড্যান। 'ধ্যাৎ, টাকু! একটু বাড়িয়ে বলছ না? নিজে সোটলে যেতে পারছ না বলে ঈর্ষা করছ ওকে।'

'ঈর্ষা করব? ফুঃ!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল কূক। 'ক্যান্সাস সিটির কাউহ্যাণ্ড হয়ে মামুলি ওই শহরে যাওয়ার খায়েশ হবে কেন আমার?'

'যত যাই বলো, ওই ব্যাটা আসলে মহা ফাঁকিবাজ,' মন্তব্য করল এমেট। 'দড়ির কাজে একটুও সিরিয়াস না।'

'বহু আউটফিটের হয়ে কাজ করেছে ও, কারও কাছ থেকে অভিযোগ শুনিনি,' বলল স্যাম। 'যা খুশি করুক বা যেখানে খুশি

যাক, আমাদের কাজটা করে দিলেই হলো! ওর অন্য ব্যাপারে নাক গলাব না। যাক্‌গে, বনে-বাদাড়ে কী পরিস্থিতি দেখলে, এম?'

'প্রায় সবই জড়ো করা হয়ে গেছে। নেয়ার মতো দু'চারটা ধাড়ি বলদ আছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ হরিণের মতো বুনো ও ভীতু হয়ে গেছে।'

'বাদ দাও ওদের,' পরামর্শ দিল স্যাম। 'বুনো বলদ খেদিয়ে পোষাবে না আমাদের। এক মাস ধরেও যদি ওই বনে চিরুনি অভিযান চালানো হয়, মনে হয় না সব বলদ জড়ো করা যাবে।'

'ওই ডার্বি ব্যাটাকে খুব জুতের লোক মনে হয় না আমার,' চিন্তিত স্বরে মন্তব্য করল ড্যান বেণ্ডার। 'হিসাব মেলাতে পারি না। মনে আছে, তামাকের স্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় ক'দিন আগে আমাকে সটলে পাঠিয়েছিলে? ডার্বি নাকি সোটলে যায় সবসময়, কিন্তু সেদিন সোটলে গিয়ে ওকে দেখতে পাইনি।'

'তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়নি ওর,' যুক্তি দেখাল এম পেকার।

'সোটলে দেখা হবে না?' প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে এম পেকারকে দেখল বেণ্ডার, চাহনিতে ভর্ৎসনা। 'সোটল এতই ছোট শহর যে একটা তেলাপোকাকেও লুকিয়ে রাখতে পারবে না! শুধু নামেই শহর। পুরো শহরকে কোন মেক্সিকানের কম্বলের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা যাবে!'

ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখল স্যাম রেডলিন, উসখুস করতে থাকা ঘোড়াকে নিচু ভর্ৎসনার স্বরে শান্ত করল। অস্বস্তিপূর্ণ ও নিরানন্দ চাহনিতে ফের নিরীখ করল পুরো গরুর পাল। ভাবছে রাতে রোয়েনার সঙ্গে আলোচনা করবে। জানাতে হবে যে বুড়ো অ্যারন রিচার্ডের সঙ্গে এ ব্যবসাটা ফলপ্রসূ হয়নি, বরং কার্যত অলাভজনক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিক্ত মনে সবকিছু বিশ্লেষণ

করল স্যাম, হতে পারে এমন কোন ব্যাপার ছিল যা ওদের দৃষ্টি বা মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। উঁহুঁ, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। বুড়ো রিচার্ডের চার ক্রু—পার্কিন্স, জেনসেন, গ্যালাটিন ও লোপেয ওদের হয়ে কাজ করছে; পুরো রেঞ্জ হাতের তালুর মতো ওদের চেনা বলে বড্ড উপকারই হচ্ছে টাম্বলিং-সির, বরং চারজনের কাজকর্মে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি কারও।

সন্ধ্যার আগে-ভাগে পালের গরু গুছিয়ে রাখতে হয়, যাতে রাতে কোথাও সরে না-যায়। গোছানোর কাজ শেষ করে স্যামের কাছে চলে গেল ড্যান বেণ্ডার। 'সোটলে যাবে নাকি, বস্?' জানতে চাইল সে।

তেরছা চোখে ছিপছিপে দেহের যুবকের দিকে তাকাল স্যাম রেডলিন, সেগুণ্ডোর মতলব বুঝতে চাইছে। 'হ্যাঁ। কিছু বলবে?'

'নাহ্,' গা-ছাড়া ভাবে শ্রাগ করল ড্যান। 'মনে করেছি তুমি হয়তো আমাকে সঙ্গে যেতে বলবে। গেলে অবশ্য ভালই হয়, শুষ্ক ধুলোয় গলা খরখরে হয়ে গেছে। হুইস্কি গিলে গলা পরিষ্কার করা দরকার!'

মুখ টিপে হাসল স্যাম। ড্যান সম্পর্কে ভাল করে জানে ও। পারতপক্ষে হুইস্কি বা অন্য কোন পানীয় ছোঁয় না, এ জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হতে তাকে কখনোই দেখেনি। গলা পরিষ্কার করাটা আসলে ছুঁতো, স্যামের সঙ্গে সোটলে যেতে চাইছে। র‍্যাঞ্চের কাজে সে টপহ্যাণ্ড, কিন্তু পিস্তলও দারুণ চালাতে পারে। উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের নেশায় মুখিয়ে থাকে, সম্ভবত কম বয়সের কারণেই।

স্যাম জানে, মনে মনে মার্ক লেনিং-এর কথা ভাবছে ড্যান, এবং আশায় আছে, সোটলে গেলে হয়তো দেখা পেয়ে যাবে তার। লেনদেনটা চুকিয়ে ফেলবার জন্যে অধীর বোধ করছে।

'কোন গোলমাল চাই না আমি, ড্যান,' দৃঢ় স্বরে বলল স্যাম রেডলিন। 'আর মিস্ ক্রকেট সম্পর্কেও জানো তুমি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ড্যান বেণ্ডার, স্যামের পাশাপাশি র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশে এগোল। 'আচ্ছা, বস্, মিস্ ক্রকেটের সঙ্গে কখন গাঁটছড়া বাঁধছ তুমি?'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি বুলাল স্যাম। 'নেভাডায় ফিরে যাওয়ার আগে বিয়ে-শাদীর চিন্তা করছি না,' শ্রাগ করল ও। 'আর ও যদি জানতে পারে যে এটা কত বাজে ডীল হয়েছে, হয়তো আর বিয়ে করতেও চাইবে না।'

'বস্, একটা ব্যাপার,' সামান্য দ্বিধা প্রকাশ পেল ড্যানের কণ্ঠে। 'কখনও কি তোমার মনে হয়েছে যে বুড়ো রিচার্ড মিছে বলেছে? কসম খেয়ে তো বলেনি চার হাজারের বেশি গরু আছে, এও বলেনি যে তিন হাজারের বেশি হবে।'

মোড় ঘুরে করালে ঢুকে পড়ল স্যাম। 'কখনও কি আমাকে এমন কসম খেয়ে বলতে দেখেছ রেঞ্জে কত গরু আছে? এটা কেউ করে না। আমিও কখনও করিনি।'

স্যাডল ছাড়ল ড্যান, সোরেলের পিঠ থেকে স্যাডল খসাতে শুরু করল। 'বড়জোর এক হাজার বা অমন কিছু অনুমান করতে পারব আমি, এর বেশি নয়,' জবাবে বলল সে।

মুহূর্তের জন্যে থামল স্যাম রেডলিন, অস্বস্তির সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল। রিচার্ডকে বিশ্বাস করে হয়তো ভুলই করেছে। যত যাই হোক, দাম্ভিক ও কৃপণ হিসাবে বদনাম আছে বুড়োর; শত মাইল দূর থেকে গরু কিনতে আসা একজন মানুষকে ঠকানোর সাহস কঠিন নয়, যেহেতু গরু কিনে দ্রুতই নিজের ভুবনে ফিরে যাবে চেনা মানুষটা; হয়তো অ্যারন রিচার্ডও আর দশজন লোকের মতো, যে-কোন অবস্থায় সততা বজায় রাখবার ঊর্ধ্বে নয়।

চিন্তাটা শুধুই অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে স্যাম রেডলিনের মনে। একবার মনে হচ্ছে বুড়োকে সন্দেহ করা অন্যায় হচ্ছে, পরক্ষণে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে মন। প্রায় এক হাজার গরুর হিসাবে গরমিল,

চাট্টিখানি কথা নয়। চড়া লোকসান হবে টাম্বলিং-সির। হিসাব কোন ভাবে মেলানো যাচ্ছে না। রিচার্ডের রেঞ্জে রাউণ্ড-আপ করছে ওরা, রিচার্ডের লোকই সাহায্য করছে; অথচ গরুর সংখ্যা মিলছে না–বাস্তব আর প্রতিশ্রুতিতে বিরাট ফারাক। বুড়োকে অবিশ্বাস করতে মন চাইছে না, কিন্তু এক হাজার গরুর গায়েব বা অদৃশ্য থাকবার রহস্যেরও কিনারা করতে পারছে না স্যাম। কোন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না।

আসলে ঘটনাটা কী?

দুই

রোয়েনা ক্রকেটকে হোটেলের পোর্চে অপেক্ষায় থাকতে দেখতে পেল স্যাম রেডলিন, হিচিং রেইলের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল ও, ঘোড়া বেঁধে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। রোয়েনার মুখের হাসিটাকে স্মিত বলা যাবে না, বরং উচ্ছল বলতে হবে।

'আমার সঙ্গে কথা বলবার পর,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম। 'এ হাসি হয়তো মুছে যাবে। খাবার খেয়েছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার সঙ্গে বসে কফি খাব আরও।'

রোয়েনা ক্রকেট দীর্ঘদেহী, ঘন কালো চুল আলগা ঝুঁটি করে বাঁধা ঘাড়ের পিছনে। কফির কাপে চুমুক দেয়ার সময় বড় বড় নীল চোখে স্যামকে নিরীখ করল রোয়েনা। ফোরম্যানের মুখের বলিরেখাগুলো গাঢ় হতে দেখছে ও, দুশ্চিন্তার ফল; আর চোখের চাহনিতে চাপা উদ্বেগ–ঠিক ধরা পড়ল ওর চোখে।

'কোন সমস্যা হয়েছে, স্যাম?' জানতে চাইল রোয়েনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম। 'রিচার্ডের টালি বইয়ের হিসাব অনুযায়ী চার হাজার গরুর পাল কিনেছি আমরা, কিন্তু রাউণ্ড-আপে তিন হাজারের বেশি পাচ্ছি না।'

পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল রোয়েনার ঠোঁট। 'বলো কী! কেন যেন এমন একটা কিছুর আশঙ্কা করছিলাম মনে মনে!'

'রিচার্ডের পক্ষে সাফাই গাইব আমি, এখনও মনে করি মিছে বলেনি সে।'

হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল দরজা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্যাম। পাঁচজন লোক ঢুকেছে ক্যাফেতে। সবার সামনে বুড়ো অ্যারন রিচার্ড। দশ বছর আগে যেমন দেখাত, এখনও তাই আছে: নীল চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনি, রোদপোড়া মুখের পটভূমিতে অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ দেখায়; না-কাটা সাদা চুল লুটাচ্ছে ঘাড়ের উপর। অ্যারন রিচার্ডের হাঁটা-চলার ভঙ্গিতে প্রবল কর্তৃত্ব ও অহঙ্কার ঠিকরে পড়ে। কাউকে কেয়ার করে না সে, কাউকে ডরায় না। কারও প্রতি কখনও অন্যায় করেনি বলে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে। সব জায়গায়।

পিছনে চার ক্রু। এ-মুহূর্তে থমথমে দেখাচ্ছে সবার মুখ। স্পষ্ট বুঝল স্যাম, শুভেচ্ছা জানাতে এখানে আসেনি রিচার্ড।

স্যামকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এল বুড়ো। 'রেডলিন!' প্রায় শূন্য কামরায় গমগম করে উঠল বুড়োর ভারী কণ্ঠ। 'কানে এল তুমি নাকি বলেছ গরুর সংখ্যার ব্যাপারে আমি মিছে বলেছি? আমাকে কি মিথ্যুক বলেছ?'

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যাম, টের পেল ক্যাফের পিছনের দরজাটা আলতো শব্দে খুলে গেল।

'আমি তোমার পিছনে আছি, বস্,' মৃদু স্বরে নিজের আগমন ঘোষণা করল ড্যান বেণ্ডার।

'উঁহুঁ, অ্যারন,' বলল স্যাম। 'আমি তোমাকে মিথ্যুক বলিনি।'

'শুনেছিলাম স্যাম রেডলিন নাকি খুব সাহসী লোক, এখন দেখছি ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল রিচার্ডের এক ক্রু। বিশালদেহী লোক সে, নামটা জানে স্যাম–কানে এসেছে–হামফ্রে হকিন্স।

হকিন্সের দিকে মনোযোগ দিল স্যাম। 'ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছি না, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ তোমার চেয়ে ঢের বেশি দিন ধরে চিনি অ্যারন রিচার্ডকে।'

হকিন্সকে বাতিল করে দিয়ে রিচার্ডের দিকে ফিরল স্যাম। 'টালি বই অনুযায়ী চার হাজার গরু আমার কাছে বেচেছ তুমি, অ্যারন। তোমার জবান আর টালি বইয়ের হিসাব, দুটোকেই বিশ্বাস করি বলে ধরে নিয়েছি এর মধ্যে কোন ফাঁকিজুঁকি নেই। হলফ করে তা বলতেও পারি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রিচার্ড, সন্দেহ যায়নি এখনও। 'তা হলে এসব নিয়ে ফ্যাঁকড়া বাধল কেন?' জানতে চাইল শেষে।

'কথা উঠছে এ জন্যে যে রাউণ্ড-আপের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা পেলাম তিন হাজার গরু।'

'তিন হাজার?' ফাঁকা শোনাল বুড়োর কণ্ঠ। 'স্যাম, তুমি কি আমার সঙ্গে চালিয়াতি করছ? রেঞ্জ খুঁজে যদি তিন হাজার পেয়ে থাকো, নির্ঘাত বাকি গরু অন্য কোথাও জড়ো করেছ।' শক্ত হয়ে গেল বুড়োর চোয়াল, চাহনি কঠোর। 'কি বলো, এমন কিছু কি ঘটেছে? তিন হাজার বলে আমার কাছ থেকে এক হাজার গরু ফাউ নেয়ার ধান্ধা করোনি তো? উঁহুঁ, স্যাম, কাজ হবে না।'

অপ্রতিভ দেখাল স্যামকে। 'উঁহুঁ, অন্যায্য কোন সুবিধা আমি নেব না, চাইছিও না। ডীলটা পরিষ্কার থাকুক।'

'ঝামেলা পাকাতে চাইছে ও, রিচার্ড,' উস্কানির স্বরে বলল

হকিন্স। 'ওকে তাই দেয়া উচিত।'

'দেখো, বড়মুখ,' কামরার ভিতরে দুই কদম এগিয়ে এল ড্যান বেণ্ডার। 'পিস্তলবাজি করতে যদি এতই খায়েশ থেকে থাকে তোমার, চলো, রাস্তায় গিয়ে আমার সঙ্গে ফয়সালা করে নাও।'

'ড্যান, থামো তো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম। ঝটিতি হকিন্সের দিকে ফিরল ও। 'তোমার চোপাটা বন্ধ রাখো! রিচার্ড, লোকজনকে সরিয়ে নাও এখান থেকে, আর সবার আগে বড়মুখ ওই ছোকরাকে খেদাও! এখানে যদি গোলাগুলি হয়, কেউ বেঁচে থাকবে না। মনে রাখতে হবে, এখানে একজন সম্মানিত মহিলা আছেন!'

মুহূর্তে রাগ উবে গেল বুড়োর। স্যামের কথার সত্যতা এবং বাস্তবতা, দুটোই উপলব্ধি করেছে। রোয়েনা ক্রকেট আছে এখানে। একজন ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতে গোলাগুলি করবার কোন মানে হয় না, পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক। তা ছাড়া, কথাবার্তা যেভাবে এগোচ্ছে, যে-কোন সময় শো-ডাউন ঘটে যেতে পারে।

'চুপ করো সবাই!' দাবড়ানি দিল বুড়ো। 'হামফ্রে, আমার নির্দেশ ছাড়া একটা কথাও বলবে না! সবাইকে নিয়ে বাইরে চলে যাও।' স্যামের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, স্যাম। উল্টাপাল্টা শুনে মাথা গুলিয়ে গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছিলাম না। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, অযথা কারও বিরুদ্ধে লাগবার লোক নই আমি, কাউকে ঠকাবও না। ধরে নিচ্ছি, সবাই আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'মি. রিচার্ড,' মুখ খুলল রোয়েনা ক্রকেট। 'তুমি এখানে ঢুকবার ঠিক আগ মুহূর্তে স্যাম আমাকে বলছিল সংখ্যায় এক হাজার গরু কম পাওয়া গেলেও এর মধ্যে তোমার কোন হাত নেই। জোর গলায় তোমার পক্ষে সাফাই গাইছিল ও।'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল বুড়ো, বিব্রত দেখাচ্ছে। 'আমি বোধহয় আসলে বোকার হদ্দ,' লজ্জিত স্বরে বলল সে, ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'কোন্ সাহসে মোকাবিলা করতে এলাম, যেখানে তোমার সঙ্গে কুলিয়ে উঠবার প্রশ্নই আসে না, স্যাম? আসলে হয়েছে কী, উল্টাপাল্টা শুনে মাথা একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল।'

'বাদ দাও। আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করে ফেলব আমরা,' বলল স্যাম, ড্যানের দিকে ফিরে বলল: 'ড্যান, কোনরকম গোলমাল চাই না আমরা।'

'একই কথা তোমাদের জন্যেও প্রযোজ্য,' নিজের ক্রুদের নির্দেশ দিল বুড়ো। 'স্যামের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করে ফেলব।'

একে একে বেরিয়ে গেল ক্রুরা। কাউকে খুব খুশি দেখা গেল না, কিন্তু মালিকের নির্দেশ অমান্য করে কী করে? সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা ঠেলে ক্যাফেয় ঢুকল বিশালদেহী এক লোক। চওড়া কাঁধ তার, মাথায় সোনালি চুল। পরিপাটি কালো পোশাক পরনে। রোয়েনাকে দেখতে পেয়ে চওড়া হাসি ফুটল মুখে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

'মিস্ ক্রকেট! সারা শহর তোমাকে খুঁজে হয়রান হতে বাকি, অথচ তুমি কি-না এখানে বসে আছ!' আমুদে স্বরে বলল সে। 'অফিসে গিয়েছিলাম, ওরা আমাকে বলল এক হ্যাণ্ডের সঙ্গে এখানে এসেছ। তুমি কি তৈরি এখন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্যাম রেডলিন, বিস্মিত হয়েছে বেশ। সুবেশী লোকটা এড ডার্বি। রিচার্ডের প্রতিবেশী সার্কেল-কে-টি আউটফিটের ব্যবসায়িক এজেন্ট বা প্রতিনিধি। গরু বেচা-কেনার সময় বড় আউটফিটগুলো কখনও কখনও এ ধরনের লোকের সাহায্য নেয়, তাতে দাম ভাল পাওয়া যায়। বিনিময়ে কমিশন

দিতে হয় এজেন্টকে। খুব চলতি না-হলেও ইদানীং এ ব্যাপারটার প্রচলন শুরু হয়েছে পশ্চিমে, বিশেষ করে বড় বড় বাজারগুলোয়।

এড ডার্বিকে ভিন্ন বা অচেনা চেহারায় দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছে স্যাম, সাধারণত রেঞ্জে এ ধরনের পরিপাটি চেহারা বা পোশাকে তাকে দেখা যায়নি কখনও। নিজের উপর লোকটার দৃষ্টি টের পেল স্যাম, তার চাহনিতে অস্বস্তি ফুটে উঠতে দেখতে পেল। পরমুহূর্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ডার্বি, রোয়েনার দিকে ফিরল।

'হ্যাঁ, তৈরিই আছি, মি. ডার্বি,' বলল রোয়েনা। 'তবে এক মিনিটের একটা ছোট্ট কাজ বাকি আছে।' স্যামের দিকে ফিরল ও, হাত বাড়িয়ে স্যামের হাতে মৃদু চাপ দিল। 'আমি জানতাম না তুমি আজ রাতে এখানে আসবে। এদিকে মি. ডার্বি আমাকে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। তুমি কি কিছু মনে করবে, স্যাম?'

পাথুরে মূর্তির মতো কয়েক সেকেণ্ড বসে থাকল স্যাম, মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। কোন্ কুক্ষণে যে এল এখানে, অনুতাপ হচ্ছে ওর। এক মুহূর্ত ভাবল বলে দেবে যে তীব্র আপত্তি করবে, কিন্তু শেষে নিজেকে সামলে নিল। শ্রাগ করল ও।

'না, কিছু মনে করব না,' বলল স্যাম, মুখ একেবারে নিস্পৃহ রইল। 'রিচার্ডের সঙ্গে আলোচনা করা আরও বেশি জরুরি।'

উঠে দাঁড়াল রোয়েনা, ডার্বির সঙ্গে পাশের কামরায় হেঁটে চলে গেলেও পিছন থেকে অপছন্দের চাহনিতে তাদেরকে দেখল স্যাম।

'দারুণ জোড়া তো!' মন্তব্য করল রিচার্ড। 'ও নিশ্চয়ই বিয়ে করেনি, তাই না?'

'গরু নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি আমরা,' নিরুত্তাপ স্বরে মনে করিয়ে দিল স্যাম।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' একমত হলো রিচার্ড, পকেট থেকে টালি-বই বের করল। 'বুঝলে, ব্যাটার টাকা আছে, তাও বিস্তর টাকা! ওই ডার্বির কথা বলছি। বয়সেও তরুণ। আমি মাঝে মধ্যে ভাবি এত

টাকা থাকতেও কেন কে-টির হয়ে কাজ করে ও! কে জানে, হয়তো গরু ব্যবসায় ঢুকবে ও, এজেন্ট হিসাবে ব্যবসাটা আগে শিখে নিচ্ছে।'

পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগাল বুড়ো, টালি-বই খুলে পাতা উল্টাল। 'যাক্‌গে, এবার কাজে মনোযোগ দেই: এই যে, দেখো, সেমিনোল ক্যানিয়নে কয়েকশো গরু আছে। ওখানে নিশ্চয়ই ঢুঁ মারোনি? ওগুলো কি রাউণ্ড-আপ করেছ?'

দুই ঘণ্টা পর স্যালুনে গিয়ে ঢুকল স্যাম রেডলিন, একাধারে ত্যক্ত ও অসুখী হয়ে আছে। আলোচনা কিংবা অ্যারন রিচার্ডের সযত্নে রাখা সব রেকর্ড যাচাই করবার পরও গরুর সংখ্যার ঘাটতির হেরফের হয়নি। এক হাজার গরু যেন অলৌকিক কোন উপায়ে লাপাত্তা হয়ে গেছে রেঞ্জ থেকে! কিন্তু এক হাজার গরু বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না, কিংবা লুকিয়ে রাখাও চাট্টিখানি কথা নয়।

একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে।

এক টেবিলে একা বসে আছে ড্যান বেণ্ডার, এক প্যাক তাস নিয়ে নিতান্ত অনীহা ও আলসেমির সঙ্গে শাফল করছে। আসলে নজর রাখছে হামফ্রে হকিন্সের উপর। নিচু ব্রিমের হ্যাট পিছনে ঠেলে দিয়েছে সে, বিড়াল যেমন ইঁদুরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে, তেমন চোখে দেখছে হকিন্সকে। স্যাম যখন স্যালুনে ঢুকল, পাশ ফিরে ওকে দেখল বিশালদেহী গানম্যান। কোন দিকে না-তাকিয়ে সরাসরি ড্যানের টেবিলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল স্যাম, আর সারাক্ষণই আড়চোখে ওকে অনুসরণ করল হকিন্স।

এক হাতের আঙুল চালিয়ে নিপুণ ভাবে তাস শাফল করল ড্যান বেণ্ডার, মুখ না-তুলেই মন্তব্য করল: 'ওই হকিন্স লোকটার টাকা আছে! চল্লিশ ডলার মাইনের কাউহ্যাণ্ডের পক্ষে দেদার ড্রিঙ্ক কেনা অস্বাভাবিক।'

টাকা আছে! কথাটা স্যামের মনে দোলা দিয়ে গেল, কিন্তু কিছু ভাববার আগেই মনোযোগ অন্য দিকে চলে গেল, দরজা ঠেলে স্যালুনে ঢুকেছে মার্ক লেনিং। সঙ্গে যথারীতি দুই স্যাঙাৎ: লিও মার্শাল ও ডিক ওয়েবার।

স্যামের উপর চোখ পড়তে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লিও মার্শাল, যেন বিশ্রী কোন জিনিস দেখেছে। তিনজনের একজন, অনুমান করল স্যাম, নিজের চরকায় তেল দেবে বোধহয়। মিনিট খানেক পর খেয়াল করল সরাসরি বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লেনিং, ঠিক হকিন্সের পাশে; নিচু স্বরে কী যেন বলছে।

স্পষ্টত, দূর থেকে দেখলেও ভুল হলো না স্যামের, উস্কে উঠছে হকিন্স। এমনিতে তাতিয়ে ছিল, ঝামেলার ফিকির করছিল, এখন লেনিং-এর দু'এক কথায় তেতে উঠেছে বন্দুকবাজ। কিন্তু হিসাব মেলাতে পারছে না স্যাম। লেনিং ও হকিন্সের মধ্যে খাতির কীসের? হকিন্স কি লেনিং-এর আগে থেকে পরিচিত, বা একাট্টা হয়ে কাজ করছে? যে-স্যালুনে ঢুকেছে ড্যান আর ও, ঠিক সেটাতেই দলবল সহ লেনিং ও হকিন্সের উপস্থিতিকে আদৌ স্বাভাবিক বলা যাবে কি?

কোন কিছু কি ঘটতে চলেছে এখানে?

'চলো, ড্যান। কালকের দিনটা কঠিন যাবে। অনেক খাটতে হবে।'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে র‍্যাঞ্চের ট্রেইল ধরল দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে রোয়েনা ক্রকেটকে দেখতে পেল স্যাম, হোটেলের পোর্চে এড ডার্বিকে শুভরাত্রি জানাচ্ছে। 'বিস্তর টাকা আছে ব্যাটার!' ডার্বি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল অ্যারন রিচার্ড। খানিক আগে হামফ্রে হকিন্স সম্পর্কেও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছে ড্যান। দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে? হকিন্স ও ডার্বি কি একই উৎস থেকে আয় করছে? নাকি ঈর্ষার কারণে অন্ধ

গলিতে ঢুঁ মারছে ও?

মামুলি পাঞ্চার হিসাবে দেদার টাকা খরচ করছে হকিন্স, এ টাকার উৎস কী? লোকটাকে দেখে মোটেই সুবিধার মনে হয় না, বরং ধান্ধাবাজ বলে সন্দেহ হয়। ধুরন্ধর ধান্ধাবাজ। তবে সন্দেহ নেই সেয়ানা লোক।

'ভালই হয়েছে আমাকে ওখান থেকে বের করে এনেছ,' ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে বলল ড্যান বেণ্ডার, ক্লান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'যতটা মনে করেছিলাম আসলে তারচেয়ে বেশি ঘুম পাচ্ছে আমার।'

ঘুম পাচ্ছে···ঠিক আছে, কিন্তু ড্যান অমন লোক নয় যে ঘুমের জন্যে কাতর হয়ে পড়বে। সহসা একটা ব্যাপার মনে পড়তে সচেতন হয়ে উঠল স্যাম, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে, স্যাডলে নড়েচড়ে বসেছে। 'আচ্ছা, ড্যান, অন্য ব্র্যাণ্ডের গরু মনে করে আমরা যে গরুগুলো আলাদা করেছিলাম, ওগুলো কি নিজ চোখে দেখেছ তুমি?'

ঘুম-জড়ানো চোখে ওর দিকে তাকাল সেগুণ্ডো, স্যাডলে বসে ঢুলতে শুরু করেছে। 'না তো! কী জন্যে? অন্য ব্র্যাণ্ডের গরু তো কবেই আলাদা করা শেষ!'

অন্য ব্র্যাণ্ড বলতে কে-টি, ব্রোকেন-অ্যারো বা রানিং-এম-এর গরু পেয়েছে ওরা। সব মিলিয়ে অন্তত তিন হাজার হবে, অনুমান করল স্যাম রেডলিন। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। বিশাল পাল বলা চলে।

পরদিন দুপুর নাগাদ রাউণ্ড-আপের জায়গায় পৌঁছল স্যাম। গত রাতে শহর থেকে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসবার পথে হঠাৎ মনে আসা পৃথক গরুর পাল নিয়ে অনেক ভেবেছে ও, কিছু খোঁজ-খবর করেছে, তালাশ চালিয়েছে। এখন খতিয়ে দেখছে সবকিছু। ছোট্ট একটা গ্রে ঘোড়ার পিঠে চেপেছে ড্যান বেণ্ডার, কাছাকাছি রয়েছে

টেকো বেন ডেগনার। টানা দুই ঘণ্টা খেটে মাত্রই বিশ্রামে গেছে ওরা।

ওয়েব আর ডায়াজ মাটির উপর বসে পড়েছে। জাডসন ও লারসেন সবে স্যাডলে চেপেছে, ব্র্যাণ্ডিং করবে। পালাক্রমে কাজ সারে ওরা, যাতে নির্দিষ্ট কারও উপর চাপ না-পড়ে। ব্র্যাণ্ডিং-এর কাজ যথেষ্ট ঝক্কির। কষ্টকরও বটে।

স্যাডল ছেড়ে ডায়াজের সামনে চলে গেল স্যাম।

'গতকাল কোন্ ঘোড়ায় চড়েছিলে, ডায়াজ?'

দ্বিধা করল মেক্সিকান। 'একটা বে পনিতে চড়েছি, সেনর।'

'বে ঘোড়ায়?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল টেকো ডেগনার্। 'তুমি এত ভুলোমনা! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভুলে গেলে কী করে, হ্যাঁ? কালো-মুখো সোরেলে চড়েছিলে না, যেটার পিছনের একটা নাল ভাঙা? নিজের চোখে তোমাকে ওটায় চড়তে দেখেছি!'

বেকুবের মতো কূকের দিকে তাকিয়ে থাকল মেক্সিকান, ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। মুখ ব্যাদান হয়ে গেছে। হাতে-নাতে ধরা পড়লে ভাল লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক; রীতিমতো অসুস্থ দেখা যাচ্ছে তাকে।

'ঠিকই বলেছে ও, ডায়াজ,' বেল্টের পিছনে দুই হাতের দুই আঙুল ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম রেডলিন, টের পাচ্ছে সব ক্রু হাজির হয়ে গেছে ঘটনাস্থলে, ওর পিছনে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেছে। 'এবার বলো তো, গভীর রাতে গরু সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'গরু সরিয়ে নিচ্ছিলাম? ক-ক্বী বলছ, সেনর?' ডানে-বামে সরে যাচ্ছে ডায়াজের দৃষ্টি, ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করছে, এ-মুহূর্তে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। 'নাহ্, সেনর, আমি তো বাঙ্কে ঘুমিয়ে ছিলাম, গরু সরানোর প্রশ্নই আসে না!'

'মিথ্যা কথা বলছ!' তীক্ষ্ণ ও কঠিন স্বরে বলল স্যাম, কিছুটা

নিষ্ঠুরও শোনাল কণ্ঠটা। এ-মুহূর্তে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই ওর মনে। গরুচোর বেঈমান ও নেমকহারামকে সহানুভূতি বা দয়া দেখানোর কী আছে? এক কদম এগিয়ে গেল ও। 'কালো ঘোড়া নিয়ে বরাবরের মতো গত রাতেও বেরিয়েছ তুমি, সঙ্গীদের নিয়ে আলাদা করে রাখা ব্র্যাণ্ডহীন গরুর পাল থেকে গরু সরিয়ে পাঁচমিশালী ব্র্যাণ্ডের পালে নিয়ে গেছ!'

'অ, তুমি তা হলে ঘুমাচ্ছিলে? কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখলাম বেরিয়ে গেলে কালো ঘোড়ায় চড়ে!' রূঢ় স্বরে জানাল ডেগনার। সপাটে নিজের উরুতে চাপড় মারল সে। 'আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল! আরে, পাঁচমিশালী গরুর পালটা পরখ করবার কথা কারও মাথায়ই আসেনি। আমাদের রাউণ্ড-আপ শেষ হয়ে গেলে আপসে পুরানো রেঞ্জে ফিরে আসত গরুগুলো, কারণ ওগুলো অ্যারন রিচার্ডের কি-না। তবে মার্কা না-বসানো পর্যন্ত নিশ্চিত মালিকানা দাবি করতে পারবে না কেউ, বরং যে-কোন একটা মার্কা বসিয়ে নিলে রিচার্ডের গরু হজম হয়ে যাবে অনায়াসে! এ ব্যবসা কদ্দিন ধরে চলছে, চান্দু?'

'দারুণ ব্যবসা, হে!' মন্তব্য করল এমেট পেকার। অভিনব কৌশলের তারিফ না-করে উপায় নেই। 'এর আগে কয় পার্টিকে ঠকিয়েছ? রাউণ্ড-আপের সময় মিশ্র ব্র্যাণ্ডের পালে মার্কাহীন গরু সরিয়ে রাখা এবং রাউণ্ড-আপ শেষে ওসব গরুর গায়ে নিজেদের মার্কা বসিয়ে নিলে বিনা পুঁজিতে গরুর মালিক বনে যাওয়া! এ বুদ্ধিটা আগে পেলে হয়তো এদ্দিনে আমিও কয়েক হাজার গরুর মালিক বনে যেতাম! এক দিকে রিচার্ডকে গরিব বানাচ্ছ, অন্য দিকে গরু বিক্রি হলে ক্রেতাকেও ঠকিয়ে দিচ্ছ।' জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না এমেট। আদপে কেউই করছে না। ডায়াজের বিরস মুখ ও চাহনি দেখে উত্তর জানা হয়ে যাচ্ছে। 'শাস্তিটা নগদ হয়ে যাক, কী বলো, বস্?' হোলস্টারের কাছে চলে গেছে এমেট

পেকারের ডান হাত।

'তথ্য পেলে হাত নোংরা করতে রাজি নই আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল স্যাম, মেক্সিকানের একেবারে সামনে চলে গেল। 'এবার ঝেড়ে কাশো, ডায়াজ, তোমাদের বস্ কে? আরও দু'একটা প্রশ্ন আছে আমার। সবগুলোর জবাব দিলে জান নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

'হারামীটাকে আমার উপর ছেড়ে দাও!' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল গ্রেগরি জাডসন, মুখ শক্ত হয়ে গেছে, চোখে খুনের নেশা। 'এ ব্যাটাকে...'

'এসবের বাইরে থাকো!' দাবড়ানি দিল স্যাম। 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব! বেশি তড়পিয়ো না, চোরের পালে যে দ্বিতীয় শকুনটা তুমি, সে আমার ভালই জানা আছে!'

ছিটকে সরে গেল গ্রেগ জাডসন, মুখ হিংস্র হয়ে গেছে হঠাৎ। 'তাই ভাবছ তুমি? কিন্তু আমার সঙ্গে যে এখনই...' বিদ্যুৎ বেগে হোলস্টারে ছোবল মারল সে।

'থামো!' ধমকে উঠল স্যাম। 'পিস্তল ফেলে দাও, নইলে খুন হয়ে যাবে!'

পেশাদার বন্দুকবাজদের মতো ঝুঁকে পড়েছে জাডসন, পিস্তল বের করেছে হোলস্টার থেকে। দ্রুত উঠে আসছে নলটা। 'থামব কেন, তোমাকে তা হলে মারব কীভাবে?'

উপায় নেই, অগত্যা ড্র করল স্যাম। ভোজবাজির মতো হাতে উঠে এল কোল্ট। কালো মাযল থেকে কমলা আগুন উগরে গেল। সবে যখন স্যামের বুক বরাবর পিস্তল তুলতে পেরেছে জাডসন, তখনই তার বুকে ও পেটে আঘাত হানল জোড়া সীসা। বাতাসের অভাবে খাবি খেল যেন, মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, শরীর স্থির হয়ে গেল বাতাসে; তারপর ধীর গতিতে দুই কদম পিছিয়ে গেল সে। চোখে নিদারুণ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে, আগে পিস্তল বের

করেও রেডলিনকে নিকেশ করতে পারেনি–দুনিয়ায় এরচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

দুলে উঠল গ্রেগ জাডসনের পৃথিবী, শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা, তারপর নিজেও সে ভূপাতিত হলো। অপার বিস্ময় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে পরপারের উদ্দেশে।

তিন

ঘোড়ার খুরের তুমুল দাপানি এবং একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন। সময়মতো ঘুরেছে, নইলে দেখতে পেত না–ভোজবাজির মতো পালিয়ে যাচ্ছে মেক্সিকান হুগো ডায়াজ, তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। মাত্রই একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়েছিল, ওটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

পিস্তল তুলল স্যাম, তবে নিরস্ত হলো। চাইলে ফেলে দিতে পারে রাসলারকে, কিন্তু লাইন অভ ফায়ারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে পালের অন্য অংশে কর্মরত দুই ক্রু। মামুলি এক রাসলারকে আটকাতে গিয়ে অন্যদের জীবনের ঝুঁকি নিতে নারাজ স্যাম। মেক্সকে পরেও পাকড়াও করা যাবে।

'ব্যাটা চলেই গেল!' বিরক্তির স্বরে বিড়বিড় করল স্যাম। 'কেউ এত দ্রুত পালাতে পারে, জানতাম না!'

ঘোড়ার ব্রিডল আনতে গেল টেকো ডেগনার, ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'বস্, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিশ্র পালের কাছে যেতে হবে, পরখ করতে হবে। এখন নিশ্চয়ই যত দ্রুত সম্ভব কাজ গুটিয়ে

ফেলবে ওরা, যেহেতু ধরা পড়ে গেছে। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা যাবে না!'

'মেক্স বা গ্রেগের কাজ-কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না আমরা,' সাফাই গাইল লারসেন। 'চাইলে অ্যারন রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ওর হয়ে বহুদিন কাজ করছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে দু'জনকে দেখল স্যাম। 'তোমাদের মধ্যে কেউ জানে পালের গোদাটা কে? সোটলে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করেছে জাডসন বা মেক্স?'

ইতস্তত করল লারসেন। 'ইয়ে, আমার মনে হয় রিচার্ডের ওই ক্রু, হকিন্সের সঙ্গে দেখা করত ওরা। নিয়মিতই করত। প্রায় সময়ই একসঙ্গে রেঞ্জে রাইড করত ওরা, বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল ওদের মধ্যে। আর···ডিক ওয়েবারের সঙ্গেও দেখা করত। কোন একসময় রিচার্ডের হয়ে কাজ করত ওয়েবার। ব্রিডল নিয়ে কী একটা ঝামেলা হওয়ার পর রিচার্ডের আউটফিট ছেড়ে দেয় সে, যোগ দেয় মার্ক লেনিং-এর সঙ্গে।'

'মিলে যায়,' মন্তব্য করল ড্যান বেণ্ডার। 'স্পষ্টত ওরা সবাই এক সূত্রে গাঁথা। সবক'টার পিঠে একই মার্কা লাগানো। চলো, বস্, কয়োট শিকার করিগে!'

কিন্তু দ্বিধা কাটাতে পারছে না স্যাম। বেঈমান শিকার করবে ভাল কথা, তবে পালের গরু–যে-কোন বিচারে–সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেভাবে হোক, রোয়েনা ক্রকেটের গরুর পাল রক্ষা করতে হবে। 'উঁহুঁ, শিকার পরেও করা যাবে। আগে বরং মিশ্র পাল যাচাই করি, মার্কাহীন গরুগুলো আলাদা করে আমাদের ভাগে নিয়ে নিতে হবে।'

'বস্, মেক্স ব্যাটা কিন্তু সোটলের দিকে যায়নি,' মনে করিয়ে দিল এমেট পেকার। 'পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। যদি আমার মতামত জানতে চাও, তা হলে বলতে পারি, এখানকার

ঘটনা লেনিংকে জানানোর চেয়ে বরং নিজের জান বাঁচানো কর্তব্য মনে করেছে সে। চুপচাপ থেকে, যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব করে গরুর পাল আজই যাচাই-বাছাই করি না কেন?'

'বেশ,' লারসেনের দিকে ফিরল স্যাম, জাডসনের লাশটা নির্দেশ করল। 'দু'জনে মিলে বনের ধারে কবর দিয়ে ফেলো, কেউ দেখে ফেলবার আগেই। আর আমি চাই না কেউ যেখানে-সেখানে এ-নিয়ে আলোচনা করুক। কারও সঙ্গেই না! অন্তত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা। ঠিক আছে?'

একটা হাঁটু স্যাডল হর্নের সঙ্গে প্যাঁচাল ড্যান বেণ্ডার। 'আমার ধারণা কিন্তু ভিন্ন, বস্, যদ্দূর মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে হাজির হয়ে যাবে এড ডার্বি।'

'বলেছি তো, কারও সঙ্গেই নয়!' এমেট পেকারের দিকে ফিরল স্যাম। 'তোমার আইডিয়া মনে ধরেছে আমার। কাল আবার মিশ্র পাল থেকে গরুর পাল আলাদা করব। আজ, সারা দিন যা করেছি, ব্র্যাণ্ডিং চালিয়ে যাব। আর রাতে,' ডেগনারের দিকে ফিরল ও, তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল ড্যানকে। 'আজ রাতে মার্কাহীন গরুর পালটা পাহারা দেব। কেউ যদি ওগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে আসে, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি থাকব।'

দিন গড়িয়ে চলল। কাজে ব্যস্ত ওরা। গরম বা ধুলো, কোনটাই ভ্রূক্ষেপ করছে না। একটুও বাতাস নেই, ঝিম মেরে আছে। মাঝে মধ্যে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আকাশ দেখছে স্যাম রেডলিন। ওর সন্দেহ হচ্ছে রাতে হয়তো ঝড়-বৃষ্টি নামবে।

উত্তর আকাশে এক খণ্ড ভারী মেঘ জমেছে। ঠিক নীচে, পাহাড়ি চাতালে করালের ভিতর ব্র্যাণ্ডিং করছে ওরা। মার্কাহীন পাল থেকে সংগ্রহ করা গরুর গায়ে মার্কা বসাতে ব্যস্ত। ল্যাসো ছুঁড়ে গরু ধরছে বেণ্ডার, আগুনের কাছে নিয়ে আসছে, আর উত্তপ্ত

ব্র্যাণ্ডিং রড গরুর পাছায় বসিয়ে দিচ্ছে টেকো ডেগনার। কাজে ব্যস্ত থাকলেও ঠিকই এড ডার্বির আগমন দেখতে পেল সবাই। করালের কাছে এসে পেইন্ট ঘোড়া থামাল ডার্বি, স্যাডল ছাড়েনি এখনও।

'সার্কেল-কে-টির বাছুর!' গরুর পাছায় ব্র্যাণ্ড বসিয়ে চেঁচিয়ে জানাল ডেগনার। 'টাম্বলিং-সির একটা বাছুর!' উত্তপ্ত লোহার স্পর্শে ঝাঁকি খেল বাছুরের শরীর, হাত-পা ছুঁড়ে মুক্ত হতে চাইল, সেই সঙ্গে বিকট স্বরে চিৎকার শুরু করল।

টালি বুক খুলে গরুর সংখ্যা মিলিয়ে নিল ডার্বি, ছোট্ট পেন্সিল দিয়ে একটা দাগ কাটল। হাতের তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম ও ধুলো মুছল। ইচ্ছে করে ডার্বির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না স্যাম, নিজের কাজে ব্যস্ত। ল্যাসো ছুঁড়ে সাদা-মুখো একটা বলদ ধরল ও, তারপর টেনে ওটাকে ডেগনারের কাছে নিয়ে এল।

'টাম্বলিং-সি! একটা বলদ!' ব্র্যাণ্ডিং করবার সময় চেঁচিয়ে জানান দিল কূক।

সশব্দে টালি বুক বন্ধ করল এড ডার্বি, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। 'আমি তা হলে যাচ্ছি, রেডলিন,' বলল সে নিস্পৃহ কণ্ঠে। 'শহরে কাজ আছে!'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল স্যাম, মুখ-চোখ শক্ত হয়ে গেছে ওর। 'যাও, এখানে তোমাকে দরকার হবে না আমাদের।'

ঠা ঠা করে হেসে উঠল ডার্বি, কণ্ঠে আমোদ। 'হয়তো, কিন্তু অন্য কোথাও অন্য কারও হয়তো দরকার আমাকে!'

স্যামের মুখ লালচে হয়ে গেল। 'জানি না তুমি কী বোঝাতে চাইছ, এড,' সোজাসাপ্টা স্বরে বলল ও। 'কিন্তু তুমি চলে গেলেই ভাল করবে।'

'তোমার সুন্দরী বস্ খুব চমৎকার মহিলা! কী জানো, আমি যা বলি, সেটা যত তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র হোক, কেন যেন ওর ভাল লেগে

যায়! যা বলি তাতেই ভারী মজা পায়!'

রোয়ান ঘোড়াকে ঘুরিয়ে নিল স্যাম। 'তুমি কি আসলে থেকে যেতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও, সতর্ক করে দিচ্ছে এড ডার্বিকে। 'যদি সত্যি যাবে, তা হলে ভালয় ভালয় কেটে পড়ো, বিশেষ করে আমার ধৈর্য ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল এড ডার্বি, যদিও চোখে একটুও আমোদ নেই, বরং চাহনি হিংস্র হয়ে উঠেছে। আচরণে তাচ্ছিল্য স্পষ্ট। 'স্যাম, আসলে তুমি একটা বুদ্ধু! আগে তোমার বস্‌কে কব্জা করে নিই, তারপর ফিরে এসে তোমাকে কিছু সবক দেব! ওগুলো তোমাকে দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দুলকি চালে ছুটিয়ে দিল ডার্বি, সোটল শহরের ট্রেইল ধরেছে। এদিকে প্রচণ্ড রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে স্যামের মুখ, মুঠি শক্ত, চাহনিতে উন্মত্ততা। চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, তারপর তুফান বেগে ছুটিয়ে দিল ডার্বির পিছু পিছু।

'বেচারা ডার্বি!' বলে উঠল ডেগনার। 'ঈশ্বর সাহায্য করুন ওকে! নইলে...বস্ যা খেপেছে, কপালে খারাবি আছে ডার্বির!'

'ডার্বির জন্যে মনে হচ্ছে চোখের জল পড়ছে তোমার?' শক্ত কণ্ঠে দাবড়ানি দিল ড্যান; আসলে পুরোটাই মেকী, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'আমার তো মনে হয় এতে ভালই হবে! দারুণ একটা কিছু ঘটতে চলেছে!'

খোশমেজাজে ছিল এড ডার্বি, মনে মনে সুখকল্পনা করছিল, তাই বিপদ টের পেল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছনে ছুটন্ত খুরের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল, বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'জনের মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছে স্যাম রেডলিনের ঘোড়া, ইতোমধ্যে ডার্বির পাশে চলে এসেছে।

ক্ষিপ্র বেগে বাম হাত চালাল স্যাম, ছুটন্ত পেইন্টের লেজ

চেপে ধরে ডান হাতের ল্যাসো দিয়ে চাবুকের মতো প্রচণ্ড আঘাত করল। তীক্ষ্ণ স্বরে হ্রেষাধ্বনি ছাড়ল ঘোড়াটা, টলে উঠেছে তাল সামলাতে না-পেরে। এবার লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল স্যাম, হাঁটু দিয়ে উল্টোদিকে ধাক্কা দিল ঘোড়ার পেটে।

রেঞ্জে বেয়াড়া বলদ বা ষাঁড়কে শোয়াতে এ কৌশল ব্যবহার করে কাউহ্যাণ্ডরা। এভাবে শুধু শোয়ানো নয়, রীতিমতো আছড়ে ফেলা যায়। আর ঘোড়া বা বলদ যদি ছুটন্ত অবস্থায় থাকে, নির্ঘাত ঘাড় ও মাথা বাঁকা হয়ে যাবে। পিঠে আরোহী থাকলে তার কপাল খারাপ, কারণ তীব্র যন্ত্রণা ও ভারসাম্যহীনতার কারণে আরোহীকে ছুঁড়ে ফেলবে। হাড়গোড় আস্ত থাকলে ভাগ্য ভাল, কিন্তু খুব কম আরোহীর তা হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় বলদের, প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। শরীরে একাধিক হাড় ভেঙে যেতে পারে বলে রেঞ্জে এ কৌশল কখনও ঘোড়ার উপর প্রয়োগ করা হয় না, যদি না আগেই ঘোড়াটা বাতিল বা অকেজো বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ডার্বি এবং ঘোড়া, দু'জনেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো। উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল দশ হাত দূরে। দুই গড়ান খেয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এড ডার্বি, ছোবল মারল হোলস্টারে, কিন্তু পরমুহূর্তে জমে গেল। ঠিক সামনে, বিশ গজ দূরে, মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম রেডলিন, উদ্যত পিস্তলে কাভার করেছে তাকে। ডার্বি কসম কেটে বলতে পারবে, স্যামকে ড্র করতে দেখেইনি! কখন পিস্তল হাতে এল, কেবল খোদাই জানেন!

জনা দশ-বারো কাউহ্যাণ্ড ততক্ষণে ঘটনাস্থলে চলে এসেছে, ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'এম,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম। 'ওর পিস্তলটা নিয়ে নাও। ফিরিয়ে দিয়ো, আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেয়ার পর। বেশ বাড় বেড়েছে ওর, এখনই সবক না-দিলে চলছে না!'

'কী বলতে চাও?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল ডার্বি। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার, চাহনিতে তীব্র বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। 'কুকুরের মতো গুলি করে মারবে আমাকে?'

'না, অ্যামিগো,' কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল স্যাম। 'তোমার ওই মোটা খুলিটা ঘুসি মেরে ফাটাব আজ!'

ঝকঝকে হাসি দেখা গেল ডার্বির মুখে, স্বস্তিতে বুক ফুলে গেছে দুই ইঞ্চি। তাগড়া জোয়ান সে, গায়ে মোষের জোর। লড়িয়ে হিসাবে সুনাম আছে চারদিকে ওর সঙ্গে লাগতে যাইছে! স্যাম রেডলিন তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করল এই মাত্র! 'আমার সঙ্গে মারপিট করবে? হাহ্! বেদম মার খাবে! এত মার খাবে যে আগামী এক সপ্তাহ বিছানা থেকে উঠতেই চাইবে না।'

এড ডার্বির হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল এমেট পেকার, দূরে সরে গেল। এদিকে ঘোড়ার পিঠে আসীন সেগুণ্ডো ড্যান বেণ্ডারের কাছে চলে গেল স্যাম, নিজের হোলস্টার সহ দুই পিস্তল খুলে ড্যানের স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

অশ্বারূঢ়দের তৈরি বড়সড় বৃত্তের মধ্যে এড ডার্বির মুখোমুখি হলো স্যাম। ডার্বি অপেক্ষাকৃত বিশালদেহী মানুষ, গায়ে অসুরের শক্তি ধরে। বয়সে তরুণ বলে ক্ষিপ্র ও চটপটে। পেটা দেহ। এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই কোথাও। সারা দেহে কিলবিল করছে পুরুষ্টু পেশি। চওড়া কাঁধ ও বুকের ছাতি। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে স্পষ্ট যে মল্লযুদ্ধে যথেষ্ট পারদর্শী। মুখে চাপা হাসি, আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে চাহনিতে। সময় নিয়ে গায়ের শার্ট খুলল ডার্বি, সব দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আদায় করতে সক্ষম হলো।

এদিকে স্যামও শার্ট খুলে ফেলেছে। খালি গায়ে মুখো হলো দু'জন।

প্রায় এক যোগে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল ওরা। মুগুরের

মতো বাম মুঠি চালাল ডার্বি, স্যামের মুখে লাগল, কিন্তু থামাতে পারল না ওকে। গায়ের সবটা ওজন নিয়ে ডার্বির উপর চড়াও হলো স্যাম, ঝটপট দুটো আঘাত করল। বাম হাতেরটা ডার্বির মুখে লাগল, ডান হাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁজরের নীচ বরাবর জবর ঘুসি হাঁকাল। ঘুসির চোটে আধ-পাক ঘুরে গেল ডার্বির বিশাল দেহ, তবে দ্রুতই সামলে নিল সে। ঝটিতি, ছিটকে সরে গেল এক পাশে; যাওয়ার সময় দুই হাতে দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল স্যাম রেডলিনের মুখে।

মাথা নিচু করে আঘাত এড়ানোর প্রয়াস পেল স্যাম, কিন্তু উল্টো ডার্বির ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেল মুখে। গুঙিয়ে উঠল ও, দাঁতে দাঁত চেপে হজম করল তীব্র ব্যথা। যন্ত্রণা উপেক্ষা করে এক কদম আগে বাড়ল ও, রোলিং হিপ-লকের সাহায্যে আছড়ে ফেলল ডার্বিকে।

এবারও ঝটিতি উঠে পড়ল ডার্বি এবং ডাইভ দিল স্যামের হাঁটুর উপর। তাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল স্যাম, পড়ন্ত অবস্থায় দেহের ভার ডার্বির উপর চাপিয়ে দিল।

দু'জনে যখন উঠে দাঁড়াল, একেবারে নাকে-নাক ঠেকিয়ে লড়াই শুরু করল। আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করছে না কেউ, বরং কত জোরে ঘুসি হাঁকানো যায় সেই কসরত করছে। শরীরের সব শক্তি ব্যবহার করছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে, ভারী বুকের ছাতি ওঠা-নামা করছে হাপরের মতো। মাঝে মধ্যে মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠছে কেউ। মাংসের সঙ্গে মুঠির সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ ক্রমাগত হয়ে চলেছে।

উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে এগিয়ে এল এড ডার্বি, চোখে খুনের নেশা। সমানে দু'হাত চালাচ্ছে, তবে আগের মতো ক্ষিপ্রতা নেই এখন। দু'জনের পায়ের দাপানিতে ধুলোর মেঘ উঠেছে, এতটাই যে দর্শকরা কখনও কখনও ভাল করে লড়াই দেখতে পাচ্ছে না।

এক বিন্দু ছাড় দিতে নারাজ কেউ; দানবীয় আক্রোশ ও ক্রোধ নিয়ে লড়ে যাচ্ছে দু'জন।

স্যামের জন্যে এ-ধরনের লড়াই নতুন নয়, কারণ বহু কাউ-ক্যাম্পে লড়েছে ও। এতে নিয়মের কোন বালাই থাকে না, যে যেভাবে পারে মারে। কিল-ঘুসি-লাথি বা ঠেলাঠেলি, সব জায়েজ এতে। গায়ে গা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে লড়তে হয়।

লাগাতার ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছে স্যাম, সামান্য সময়ের জন্যেও বিরতি দিতে নারাজ। প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে, ভয় হচ্ছে যে-কোন সময়ে হয়তো পড়ে যাবে। তীব্র দুর্বলতা কিংবা যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়েছে। যে-কোন একজন কুপোকাত হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই চলবে।

এক জায়গায় ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। মুখে রক্তের নোনা স্বাদ টের পেয়েছে ও। মাথার উপর আকাশ যেন উত্তপ্ত লোহার প্রকাণ্ড কড়াই, অনর্গল তাপ ঢেলে দিচ্ছে। দুই পায়ে ভর দিয়ে, জুত হয়ে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন; ডার্বির শ্লথ গতির সুবিধা নিয়ে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল। আঘাতের তীব্রতায় কেঁপে উঠল সার্কেল-কে-টি এজেন্ট, অজান্তে পিছিয়ে গেল দুই কদম।

আগে বাড়ল স্যাম...বাম পা, তারপর ডান পা। লম্বা দম নিয়ে ডান হাতে জোরাল ঘুসি হাঁকাল। এবার আর সামাল দিতে পারল না ডার্বি, দু'হাত ঝুলে পড়েছে দেহের পাশে; একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

চট করে আরও এক কদম এগিয়ে গেল স্যাম, দু'হাত একত্র করে ঘা বসাল ডার্বির চিবুকে। গুঙিয়ে উঠল সে, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল বালিতে। এক পাক খেয়ে চিৎ হলো, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

'ব্যাটাকে আচ্ছা ধোলাই দিয়ে দাও, স্যাম!' সোৎসাহে বলল টেকো ডেগনার। 'জীবনে যাতে আর চালবাজি করতে না-আসে!'

'ওকে দাঁড় করাও তো,' হাঁপাতে হাঁপাতে নির্দেশ দিল স্যাম রেডলিন। 'এখনও শেষ করিনি। জবর প্যাঁদানির আরও বাকি আছে!'

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল এড ডার্বি। ধুলো ও রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে মুখ। বুকের কাছে শার্টেও রক্ত লেগে আছে। বীভৎস দেখাচ্ছে মুখ। শুধু চোখ দুটোয় প্রাণচাঞ্চল্য–প্রবল ঘৃণা সেখানে। শুধুই ঘৃণা। দাঁড়িয়ে থাকল সে, ভারসাম্য রাখতে পারছে না বলে দুলছে মাঝে মধ্যে।

আচমকা, শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে এল এড ডার্বি। কিন্তু তৈরি ছিল স্যাম। বাম হাতের প্রচণ্ড ঘুসিতে ডার্বিকে থামিয়ে দিল ও, তারপর গদার মতো চালাল ডান হাত। কানে গিয়ে লাগল ঘুসি। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল ডার্বি, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। কান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে।

এগিয়ে এল স্যাম, ক্লান্তির কারণে শ্লথ হয়ে গেছে গতি। খপ করে ডার্বির চুল খামচে ধরল ও, টেনে দাঁড় করাল; তারপর বাম হাতে দেহটা ধরে রেখে ডান হাতে পরপর কয়েকটা ঘুসি হাঁকাল মুখে ও গলায়। বাতাসে খাবি খেল যেন ডার্বি, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। অস্ফুট যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল সে। আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত থলথলে মুখে রক্তের ফোয়ারা বইছে। বুজে গেছে দুই চোখ। ঠোঁট ও নাক বেঢপ চেহারা পেয়েছে।

ধাক্কা দিয়ে নিজের কাছ থেকে ডার্বিকে সরিয়ে দিল স্যাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এল। বাতাসে দু'বার দুলে উঠল ডার্বির দেহ, তারপর হুড়মুড় করে বালির সমুদ্রে ভূপাতিত হলো।

নিজের ঘোড়ার কাছে এল স্যাম, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেহে ঠেস দিল ঘোড়ার সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর শার্ট তুলে নিয়ে মুখ মুছল প্রথমে, তারপর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ মুছল।

'গরুর পাল নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত,' মন্তব্য করল ও।

'অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে স্যামকে দেখল টাম্বলিং-সি কূক। 'তুমি বরং কূক-শ্যাকে গিয়ে মুখটা মেরামত করে নাও,' পরামর্শ দিল সে। 'বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মুখ, ঠিক না-করলেই নয়। তবে ওরটা আদৌ ঠিক হবে কি-না, কে জানে!'

এখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এড ডার্বি। চকিত চাহনিতে তাকে দেখল এমেট পেকার, তারপর বসের উদ্দেশে জানতে চাইল: 'ওকে কি তুলে নেব?'

'কেন, তোমার খুব মায়া হচ্ছে?' খেঁকিয়ে উঠল ডেগনার। 'পড়ে থাকুক না! এখন তো বিশ্রামই বেশি দরকার ওর!'

ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে যতটা সম্ভব নিজে ক্ষতের শুশ্রূষা করল স্যাম রেডলিন, তারপর নিবিষ্ট মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল। যত যাই হোক, এভাবে এড ডার্বির সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক হয়নি, মাথা আরও ঠাণ্ডা রাখা উচিত ছিল। ডার্বিকে পিটিয়ে হাতের সুখ ছাড়া আদপে অন্য কিছু কি অর্জন করেছে? না। সত্যি কথা হচ্ছে, হিংস্রতার মাধ্যমে কিছু অর্জিত হয় না; কেউ কখনও করেওনি।

এড ডার্বি আসল সমস্যা নয়। আগে থেকে জানত যে গ্রেগরি জাডসন ও হুগো ডায়াজ রাতের অন্ধকারে গরু সরিয়ে নিচ্ছে, এবং এও বোঝা যাচ্ছিল এদের সঙ্গে লেনিং বাহিনীর যোগসূত্র বা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আরও একটা ব্যাপার: সম্ভবত হামফ্রে হকিন্সও এসবের সঙ্গে জড়িত।

তবে অকাট্য প্রমাণ নেই হাতে। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।

করালে ফিরে যাওয়ার পথে, মত বদলে কূক-শ্যাকের পিছনে গাছের ছায়ায় বেঞ্চের মধ্যে বসে পড়ল স্যাম। এখান থেকে দূরে

হলেও করাল ও আশপাশের জায়গা স্পষ্ট চোখে পড়ে, ব্র্যাণ্ডিং দেখতে পাচ্ছে। হালকা ধুলোর আস্তর ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। আরও দূরে, দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া নানা আকার ও আকৃতির পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

কূক-শ্যাকের পিছন-দরজায় দেখা গেল মেক্সিকান রাঁধুনীকে, চওড়া হাসি ঝুলছে মুখে। 'কফি চলবে, সেনর?'

'তা আর বলতে! ধন্যবাদ।'

দিনের বেলায় রাউণ্ড-আপে জড়ো করা গরু চুপিসারে সরিয়ে নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, কিন্তু তাই করা হয়েছে। ডেগনার আর এমেট ঠিক পরামর্শ দিয়েছে: মিশ্র গরুর পাল রাতের বেলায় পরখ করা উচিত, ব্যাপারটা তা হলে সব দিক থেকে নিরাপদ হয়; একইসঙ্গে রাসলারদের আগমন সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। গরুচোর ধরবার বা শায়েস্তা করবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

চক্রটা বেশ বড়। এমনকী অ্যারন রিচার্ডও জড়িত থাকতে পারে–অন্তত যুক্তির খাতিরে হলেও বলা যায়–তবে স্যাম তা মনে করে না। এও নিশ্চিত বিশ্বাস করে না, যত খারাপ বা অসৎ হোক, মার্ক লেনিং এ রাসলিং চক্রের পালের গোদা নয়। আসলে তার দৌড় অনেক কম। চল্লিশ বা পঞ্চাশটা গরু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সীমান্তে বেচে দেবে লেনিং। কখনও কখনও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সে, কিন্তু এত বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা চক্র পরিচালনা করবার মুরোদ তার নেই।

জরুরি একটা তথ্য দিয়েছে ড্যান বেণ্ডার। রাউণ্ড-আপের স্থান ত্যাগ করে সবসময় শহরে যায় না এড ডার্বি। যদি সোটলেই না-যায়, তা হলে কোথায় যায়? পাহাড়ের গভীরে গোপন কোন হাইড-আউটে? নাকি, ও নিজেই মূল পাল থেকে ব্র্যাণ্ডহীন গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

কফি শেষ করে চাঙা বোধ হলো ওর। রোয়ানের পিঠে চড়ে

ব্র্যাণ্ডিং করালের কাছে এল স্যাম। ওকে দেখে এগিয়ে এল টেকো ডেগনার।

'পাহাড়ে যারা কাজ করছিল,' এমনিতে কূক, তবে এ রাউণ্ড-আপে দক্ষ পাঞ্চার হিসাবে খাটছে। অ্যারন রিচার্ডের মেক্সিকান কূক তাবৎ ক্রুর জন্যে রেঞ্জে রান্না করছে। 'ওরা জানিয়ে গেল পাহাড় থেকে প্রায় সব গরু বের করে আনা হয়েছে। ও হ্যাঁ, আরও একটা খবর,' গম্ভীর স্বরে যোগ করল। 'বনে বুড়ো অ্যারন রিচার্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে এমের।'

'রিচার্ড এখানে এসেছে?' খানিকটা হলেও বিস্মিত হয়েছে স্যাম। 'কী করছিল সে? বুড়োর সঙ্গে এমের কথা হয়েছে?'

'না। স্ল্যাশ-সেভেনের বেশ কয়েকটা গরু খুঁজে পেয়েছিল এম, ওগুলোকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরতি পথ ধরেছিল। বেয়াড়া গরুগুলো খোলা জায়গা ধরে আসতে চাইছিল না, বহুদিন বনে-বাদাড়ে থেকে বেয়াড়া হয়ে গেছে তো! বাধ্য হয়ে বুনো পথ ধরে আসতে হয়েছে এমকে।'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা?'

'ঠিক লড়াইয়ের পর। বুড়ো বোধহয় এখনও ওখানে আছে, কারণ ক্যানিয়নের দিকে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছি। ধরো আধ-ঘণ্টা আগে।'

'গুলির শব্দ? কাকে গুলি করবে রিচার্ড?'

শ্রাগ করল টেকো ডেগনার। 'ক্যানিয়নে গিয়ে দেখে আসব? কে জানে, স্যাম, আমার ভয় হচ্ছে বুড়ো তলে তলে তোমার চামড়া ছিলছে কি-না!'

'উঁহুঁ, রিচার্ডের সততা নিয়ে সন্দেহ নেই আমার। যাক্‌গে, মনে হচ্ছে আমারই যাওয়া উচিত। দেখি, আসলে কী ঘটেছে। চলো, তুমিও যাবে।'

'ড্যানের কাছে তোমার সঙ্গে লেনিং-এর খোশগল্পের কথা

শুনলাম। হকিন্সও নাকি চোটপাট দেখিয়েছে বেশ? কী মনে হয়, স্যাম, ওরা দু'জন কি একসঙ্গে আছে?'

শ্রাগ করল স্যাম। আসলেই নিশ্চিত নয় ও। 'হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে জাডসন বা ডায়াজ একা নয়, বরং আরও লোক আছে ওদের সঙ্গে।'

বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ঘাসের রঙ ঝলসে যেতে শুরু করেছে। বিবর্ণ বা বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে কোথাও কোথাও। ঘোড়ার খুরের দাপটে উপড়ে এসেছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বেড়ে ওঠা ওক, স্প্যানিশ ড্যাগার আর মেস্কিটের সারি ছাড়িয়ে আরও উঁচু জমির দিকে এগোল ওরা। সিডারের শুরু হলো একসময়। বাতাস ভারী ও আর্দ্র হয়ে উঠেছে, খেয়াল করল স্যাম।

পাহাড়ের কিনারে ভারী ঝোপ জন্মেছে। এখানে লারসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চারটা স্ল্যাশ-সেভেন, দুটো ওয়াই-টি এবং একটা টুয়েন্টি-ওয়ান গরু রাউণ্ড-আপ করেছে সে।

'এদিকে রিচার্ডকে দেখেছ নাকি?' জানতে চাইল স্যাম।

'না তো! একটু আগে অবশ্য একটা গুলির শব্দ শুনেছি, পরপর আরও দুটো হলো। এই গরু ক'টাকে পেয়ে গেছিলাম বলে খোঁজ নিতে যেতে পারিনি, গেলে নিশ্চয়ই এরা আবার ঝোপের ভিতর হারিয়ে যেত। কে জানে, কেউ হয়তো নেকড়ে বা কয়োট শিকার করেছে।'

মুহূর্ত খানেক কী যেন ভাবল স্যাম, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'এরিক, গরুগুলোকে রীজের দিকে চালনা করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো। তৃতীয় পক্ষের একজন সাক্ষী দরকার হতে পারে।'

চার

পাহাড়ি ঢালের উপর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে নীচের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ঘন বনানী ও উপত্যকা নিরীখ করল স্যাম রেডলিন। খড়ের গাদায় সুচ খুঁজবার মতো কঠিন হয়ে গেছে ব্যাপারটা। এত বড় এলাকায় কী করে খুঁজে পাবে বুড়ো অ্যারন রিচার্ডকে, বিশেষ করে অল্প সময়ের মধ্যে? তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যে-কারণেই এখানে এসে থাক রিচার্ড, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শুধু বা সামান্য কারণে এখানে আসবে না সে।

প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে সূর্য, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। উচ্চতা ও পাথুরে পরিবেশের কারণে এখানে উত্তাপও বেশি অনুভূত হয়। থম মেরে আছে বাতাস। ঝড়ের আগে যেমন হয়।

বৃষ্টি হলে এক দিক থেকে ভালই হবে। গরুর পাল নিয়ে যাত্রায় সুবিধা হবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সব গরু নিয়ে মূল ট্রেইলে উঠবার পরিকল্পনা করেছে স্যাম। যদি সম্ভব হয়, কিংবা যদি ঠিকঠাক থাকে সবকিছু। ক্রুদের বিশ্রাম জুটবে না তেমন, কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব উত্তরে রওনা হতে ইচ্ছুক ও, সামনে যেহেতু ঘাস-পানির জোগান বেশি, এগিয়ে যাওয়া ক্রমশ সহজ হবে। মূল ট্রেইলে উঠবার পর না-হয় গতি কমিয়ে দেবে, ধীরে-সুস্থে এগোবে। তাতে ক্রুদের বিশ্রাম পাওয়া হবে, আবার খাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাবে বলে গরুর স্বাস্থ্যহানিও হবে না। স্যামের ইচ্ছে ক্যান্সাস পর্যন্ত পুরো পথই গরুর পালকে ঘাস খাওয়া বা

বিশ্রাম নেয়ার ফুরসত দেবে।

কপাল থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম, ধুলোমাখা মুখে অদ্ভুত আল্পনা তৈরি করেছে। তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠবার দশা হয়েছে! ঘর্মাক্ত হাতের তালু প্যান্টে মুছল ও, তারপর ঘোড়াকে নিজ থেকে দশ ফুট উঁচু ঝোপের মাঝে পথ খুঁজে নিতে দিল।

'মনে হয় আরও বামে যেতে হবে,' জানাল লারসেন। 'কী জানো, এ-ধরনের পরিবেশে দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

'ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি!' উত্তেজিত, চাপা স্বরে বলল ডেগনার। 'থামো! খুব কাছাকাছি ধোঁয়ার গন্ধ!'

'এমন তীব্র গরমের দিনে আগুন জ্বালাবে কে?' শুধাল এরিক লারসেন, তবে নির্দিষ্ট কাউকে প্রশ্ন করেনি। 'পুরো এলাকাই যেন উনুন, এর মধ্যে আবার আগুন!'

'এক মিনিট!' এক হাত তুলে অন্যদের থামাল স্যাম। 'ওই যে, ওখানে কিছু একটা আছে।' ঘোড়ার গতিপথ ঘুরিয়ে শীর্ণ ওকের শাখা ঠেলে এগোল, তারপর আচমকা রাশ টানল। তীক্ষ্ণ স্বরে চিঁহি ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা, দুই কদম পিছিয়ে গেল।

'একটা লাশ!' বলল স্যাম।

রাশ ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল ও। লাশের পরিচয় জানতে বেশি নয়, তিন কদম এগোতে হলো। অ্যারন রিচার্ড। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সাদা-চুলো বুড়ো মানুষটা, এক বাহু চোখের উপর এমন ভাবে পড়ে আছে যেন সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করছে।

স্যাডল ছেড়ে বুড়োর কাছে চলে গেল এরিক লারসেন, হাঁটু গেড়ে বসল পাশে। বুকের বাম দিকে হাত রেখে হৃৎস্পন্দন পরখ করল।

'মারা গেছে। পরিস্থিতি কেমন হলো, বলো তো! এত ভাল

একজন মানুষ!'

'কিন্তু আগুন দিয়ে কী করছিল সে?' ডেগনারের জিজ্ঞাসা। 'আরে, এখানে দেখছি একটা গরম ব্র্যাণ্ডিং রড রয়েছে!'

শক্ত হয়ে গেল স্যামের চোয়াল। 'রিচার্ডের হাতে ব্র্যাণ্ডিং রড? ধ্যাৎ, কীসে ব্র্যাণ্ড বসাবে ও?' তীক্ষ্ণ চোখে লাশটা দেখল ও, তারপর আগুনের দিকে তাকাল। 'ওর ঘোড়াটা খুঁজে বের করো, টেকো। এরিক আর আমি এদিকে খোঁজাখুঁজি করে দেখব কিছু পাওয়া যায় কি-না।'

'কী জানো, মি. রেডলিন, রিচার্ড কিন্তু সঙ্গে সবসময় ব্র্যাণ্ডিং রড রাখত,' জানাল লারসেন। 'রেঞ্জে মার্কাহীন গরু দেখলে মার্কা বসিয়ে দিত ও। এ-নিয়ে অন্যরা হাসাহাসি করলেও রিচার্ড বলত এতে ওর অনেক সময় ও শ্রম বেঁচে যায়, মার্কাহীন গরুর গায়ে মার্কাও বসানো হয়। রেখে গেলে পরে অন্য কোথাও সরে যায় কি-না, রাউণ্ড-আপের সময় সেই গরুকে হয়তো পাওয়াই যায় না। ব্র্যাণ্ডিং রড ছাড়া ওকে কখনও রেঞ্জে দেখিনি এ পর্যন্ত। যেখানে যাক, সঙ্গে রাখবেই।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করল স্যাম। দৃশ্যত, ব্র্যাণ্ডিং রডটা ব্যবহার করেছে বুড়ো। ঝুঁকে রডটা স্পর্শ করল ও। ছায়ার মধ্যে পড়ে থাকলেও, এখনও গরম আছে ওটা।

দুটো গুলি বিদ্ধ হয়েছে রিচার্ডের বুকে। পিস্তল বের করবার সুযোগ পায়নি। হোলস্টারের ফিতা বন্ধ, তাই ভূপাতিত হওয়ার পরও পিস্তল খসে পড়েনি। দৃশ্যত, পরিষ্কার খুন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে অ্যারন রিচার্ডকে।

'এই যে, এখানে ট্র্যাক রয়েছে, মি. রেডলিন,' জানাল এরিক লারসেন। 'একটা গরুকে শুইয়ে ব্র্যাণ্ড করেছিল রিচার্ড। চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে মাটিতে শুইয়ে গরুটাকে বেঁধেছিল।'

'হ্যাঁ,' গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে চিহ্ন জরিপ করল

স্যাম। 'গরু বাঁধবার জন্যে পিগিং স্ট্রিংও আছে। কিন্তু এত উত্তপ্ত দিনে একটা গরুকে ব্র্যাণ্ড করবার কী কারণ থাকতে পারে?'

'উদ্দেশ্য মোটেও খারাপ ছিল না রিচার্ডের,' সাফাই গাইল লারসেন। 'বুড়োকে তুমিও ভাল করে চেনো। আমিও চিনতাম। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস, রেঞ্জে মার্কাহীন গরু পেলে ব্র্যাণ্ড বসাবে, রোদ-বৃষ্টি বা ঝড়ের থোড়াই পরোয়া করত সে।'

'মানছি। কিন্তু এখানে কেন এল ও? তারচেয়েও বড় কথা, গুলি করল কে?'

থুতনি চুলকাল লারসেন। 'সবাই কী বলবে, জানো? বলবে তুমিই খুন করেছ রিচার্ডকে। গরুর সংখ্যা ও টালি-বইয়ের হিসাব নিয়ে শহরের ওই ঘটনার পর রেঞ্জে এসে নিশ্চয়ই আবারও দেখা হয়েছে রিচার্ডের সঙ্গে এবং তর্কাতর্কির পরিণতিতে খুন করেছ ওকে—এই বলবে সবাই।'

স্থির দৃষ্টিতে বুড়োর লাশটা দেখল স্যাম। যদ্দূর মনে হচ্ছে কেউ কিছু স্পর্শ করেনি। খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবল এবার। ঠিক কোন্ দিক থেকে গুলি এসেছিল, অনুমান করল। কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেল গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি বুড়ো, কিংবা একই স্থানে পড়ে থাকেনি, বরং কয়েক গজ সরে এসেছিল মৃত্যুর আগে। চিহ্ন অস্পষ্ট হলেও পড়তে সক্ষম হলো স্যাম। পরিস্থিতি দেখে বা সবকিছু বিবেচনা করে সম্ভাব্য একটা জায়গাই মনে ধরল ওর, যেখান থেকে গুলি করা হয়েছে বুড়োকে।

পঞ্চাশ গজ দূরে, নিচু টিলার উপর থেকে গুলি করা হয়েছে। এক গুচ্ছ বোল্ডার খুনিকে যথেষ্ট আড়াল দিয়েছে।

এটা অনুমান। যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

'টেকো, র‍্যাঞ্চে গিয়ে একটা বাকবোর্ড নিয়ে এসো,' বেন ডেগনার ফিরে আসতে নির্দেশ দিল স্যাম। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। লাশটা নিয়ে যেতে হবে।'

'চারপাশে খোঁজ চালাবে না, মি. রেডলিন?' জানতে চাইল লারসেন। 'এটা পরিষ্কার খুন। জঘন্য কাজটা কে করেছে, খুঁজে বের করা উচিত তোমার। চৌহদ্দির সবাই পছন্দ করত বুড়োকে। ওর খুনের সুরাহা না-হওয়া পর্যন্ত বেসিনে অশান্তি থাকবেই।'

ঠিক, সুরাহা করতে হবে। রিচার্ডকে খুন করবার সুযোগ কার ছিল? লারসেন এবং এমেটের, যেহেতু আলাদা আলাদা ভাবে দু'জনেই ঝোপঝাড়ে রাউণ্ড-আপ করছিল এবং ওদের কাছাকাছি কেউ ছিল না। তবে চৌহদ্দির মধ্যে আরও তিন-চারজন ক্রু ছিল, যদ্দূর জানে স্যাম। তবে এদের কারোরই অ্যারন রিচার্ডকে খুন করে ফায়দা লুটবার সুযোগ নেই। বরং অন্য কেউ করেছে জঘন্য কাজটা, এবং এসবের সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে স্ল্যাশ-সেভেন ব্র্যাণ্ডের গরু সরিয়ে নেয়ার সম্পর্ক আছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে টিলার দিকে যাত্রা করল স্যাম। ঝোপ ঠেলে এগোতে হচ্ছে। বোল্ডারসারি টপকে উঠে এল টিলার চূড়ায়। এক বোল্ডারের উপর উঠে ওদের পিছনের জায়গাটা নিরীখ করল ভাল ভাবে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—অ্যারন রিচার্ডের লাশের উপর ঝুঁকে রয়েছে এরিক লারসেন। খুনিও নিশ্চয়ই এত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

বোল্ডারের পিছনে বুটের বেশ কয়েকটা ছাপ। কোথাও কোন কার্তুজ বা খোসা নেই।

লাশের কাছে ফিরে এল স্যাম।

'কিছু পেয়েছ?' জানতে চাইল লারসেন, অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ।

'কিছু ট্র্যাক। খুনি যে-ই হোক, সম্ভবত ওখান থেকে গুলি করেছিল। এ ছাড়া আর কিছু বোঝা যায়নি।'

ক্ষৌরিহীন চোয়াল চুলকাল লারসেন। 'খুব বেশি বুঝবার বা অনুমান করবার উপায় নেই, মি. রেডলিন। আমার মনে হচ্ছে

যে-ই রিচার্ডকে খুন করে থাকুক, অনুসরণ করে এ পর্যন্ত এসেছে। ঘটনাচক্রে এই ঝোপঝাড়ে কারও আসবার কথা নয় এবং এও বিশ্বাস করি না দু'-দু'জন মানুষের দৈবাৎক্রমে এই বনে-বাদাড়ে দেখা হয়েছে এবং ঝগড়া-বিবাদ করে খুন-জখম হয়েছে। অসম্ভব ব্যাপার এটা।'

'হ্যাঁ, হতে পারে,' স্বীকার করল স্যাম। হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিল ও, তারপর হ্যাট নামিয়ে সুয়েট-ব্যাণ্ড মুছল। 'যে-ই খুনি হোক, একটা নির্দিষ্ট মোটিভ ছিল তার এবং সেটাই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। খুনি নিশ্চয়ই দেখেছে গরুটাকে শুইয়ে দিয়েছিল রিচার্ড, কিছু পরখ করছিল। খুনি চায়নি তার অপকর্ম সম্পর্কে জেনে ফেলুক রিচার্ড, তাই খুন করেছে ঠাণ্ডা মাথায়।'

'কিন্তু...অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে...অপ্রিয় হলেও এটা অনুমান করা যায় যে রাসলিং করছিল রিচার্ড,' তর্ক করল লারসেন। 'নিজ চোখে দেখলেও বিশ্বাস হতো না আমার, এখনও হচ্ছে না। তবে যা পরিস্থিতি, চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে ঠিক তাই করেছিল রিচার্ড: এ খটখটে গরমের মধ্যে খোলা রেঞ্জে একটা গরুকে শুইয়েছে হাতে ব্র্যাণ্ডিং রড নিয়ে...সন্দেহজনকই বটে!'

'চামড়ার চোখে যাই দেখাক, আসল ঘটনা অন্যরকমও হতে পারে। হয়তো এমন একটা ব্র্যাণ্ড দেখছিল রিচার্ড, যেটা কাছ থেকে ও দেখুক চায়নি কেউ। এমন হতে পারে না?'

মানতে বাধ্য হলো লারসেন। 'হতে পারে। কিন্তু কোন্ ব্র্যাণ্ড হবে সেটা?'

একটা ঘোড়াকে লীড করে ঘটনাস্থলে পৌঁছল টেকো বেন ডেগনার। 'বাকবোর্ড নিয়ে এসেছি,' জানাল সে। 'র‍্যাঞ্চে দেখছি বহু লোক জমে গেছে। শেরিফও এসেছে।'

'শেরিফ? এত তাড়াতাড়ি?' শ্রাগ করল স্যাম। 'আইনের

ক্ষেত্রে বোধহয় এই হয়। যখন দরকার হবে, তখন দেরি করে পৌঁছাবে; আর যখন তুমি চাও দেরি করুক, তখন সময়ের আগেই পৌঁছে যাবে। যাক্‌গে, চলো, শেরিফের সঙ্গে আলাপ করে নিই।'

র‍্যাঞ্চের পথ ধরল স্যাম রেডলিন। পিছনে বাকবোর্ড নিয়ে অনুসরণ করছে ডেগনার। বাকবোর্ডের সঙ্গে লাগাম বাঁধা আরও দুটো ঘোড়া—ডেগনার ও রিচার্ডের। একেবারে পিছনে লারসেন। সন্দিগ্ধ ও দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে তাকে।

র‍্যাঞ্চ-ইয়ার্ডে এড ডার্বিকে দেখা গেল। কাছাকাছি রোয়েনা ক্রকেটও রয়েছে। পলকের জন্যে মেয়েটিকে দেখল স্যাম, মিস্ ক্রকেট অন্য দিকে ফিরে থাকায় তার অভিব্যক্তি দেখতে পেল না, কিংবা মেয়েটির মনোযোগ আকর্ষণও করতে পারল না।

করালের দিক থেকে এগিয়ে এল অন্যরা। মার্ক লেনিং, ডিক ওয়েবার, হামফ্রে হকিন্স ছাড়াও অপরিচিত কয়েকজন রয়েছে। লিও মার্শালকে দেখা গেল না। দৃশ্যত, হুগো ডায়াজের মতো সেও নিশ্চিত হয়েছে যে যথেষ্ট হয়েছে, এখানে আর নয়। সুবিধা মতো ভেগে গেছে তাই।

ড্যান বেণ্ডার রয়েছে। জীর্ণ একটা কনেস্টোজা ওয়্যাগনের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, চেহারা একেবারে নিস্পৃহ। কয়েক গজ দূরে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী, মাঝবয়সী এক লোকের দিকে ইশারা করল সে, স্যামকে চিনিয়ে দিল। শেরিফ। বড়সড় গোঁফ তার, মুখের কোণ হয়ে চিবুক ছাড়িয়ে নেমে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে শেরিফের সামনে দাঁড়াল ড্যান, স্যামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। 'শেরিফ কার্ল বার্টন। শেরিফ, এ হচ্ছে স্যাম রেডলিন।'

'হাউডি! কোন সমস্যা, শেরিফ?'

'শুনলাম এদিকে গোলাগুলি হয়েছে। অ্যারন রিচার্ডকে খুন করল কে?'

'একই প্রশ্ন তো আমারও,' জানাল স্যাম। 'গুলির শব্দ কানে এসেছে আমাদের। সত্যি কথা বলতে, ক্রুদের কেউ কেউ শুনতে পেয়েছে। পরে আমরা যাচাই করতে গিয়ে রিচার্ডকে মৃত দেখতে পেলাম।'

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে আঙুলের গাঁটে ঠুকে ছাই ঝাড়ল শেরিফ, ভুরু কুঁচকে আছে। 'শহরে কি তোমার সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছিল রিচার্ডের?'

'সিরিয়াস কিছু না। বহু পুরানো বন্ধু আমরা। সম্পর্ক সবসময়ই ভাল ছিল। সেদিন অবশ্য কেউ রিচার্ডের কান ভারী করেছিল, আমি নাকি বলেছি গরুর সংখ্যা নিয়ে রিচার্ড মিথ্যে বলেছে। শুনে মাথা গরম হয়ে যায় ওর। চার হাজার গরু কিনেছি আমরা, কিন্তু সব গরু জড়ো করবার পর দেখা গেল সংখ্যাটা তিন হাজারের কিছু বেশি।'

'তারপর কী ঘটল?' চিন্তিত দৃষ্টিতে স্যামকে দেখছে মার্শাল, মনে মনে হিসাব-নিকাশ কষছে।

স্থির দৃষ্টিতে মার্শালকে দেখল স্যাম, চোখে চোখ রাখল। শ্রাগ করল ও কার্ল বার্টনের প্রশ্নের জবাবে। 'প্রথমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দু'জনে বসে আলোচনা করে সামলে নিয়েছি। এরপর আর দেখা হয়নি আমাদের। কয়েক ঘণ্টা আগে ওর লাশ খুঁজে পেলাম।'

'লাশের পাশে একটা ব্র্যাণ্ডিং রড পেয়েছি আমরা,' জানাল টেকো ডেগনার। 'আগুনও জ্বালানো হয়েছিল। রিচার্ড বোধহয় কোন গরুর গায়ে মার্কা বসাতে চেয়েছিল।'

পলকের জন্যে টেকোকে দেখল বার্টন, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে সে। 'আগুন জ্বালানো বা ব্র্যাণ্ডিং রড রেখে যেতে পারে খুনি, যাতে ব্যাপারটা অন্যরকম দেখায়। কাজটা তোমারও হতে পারে, রেডলিন।'

'হ্যাঁ, যুক্তির খাতিরে বলা যায়, আমি রাখতে পারি, কিন্তু রাখিনি। কিংবা অন্য কেউও রাখতে পারে। হলফ করে বলতে পারি সারা জীবনে কখনও ভুল গরুর গায়ে মার্কা বসায়নি অ্যারন রিচার্ড। এও বলতে পারি, গরুর সংখ্যায় বিরাট ফারাক হলেও পুরোপুরি সৎ ও সাচ্চা মানুষ ছিল সে, অন্যকে ঠকানোর কথা কল্পনাও করত না।'

'টালি-বইয়ের সংখ্যা থেকে এক হাজার গরু কম পেয়েও তুমি গত রাতে রিচার্ডের সঙ্গে খোশগল্প করেছ বা বন্ধুর মতো বিদায় নিয়েছ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাদের?' যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে, তির্যক সুরে বলল এড ডার্বি। 'এ তো দেখছি মস্ত মহানুভবতা! এত ভালমানুষও দুনিয়ায় আছে, অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও আমি বাপু করতে রাজি নই!'

কয়েক মুহূর্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে লোকটাকে দেখল স্যাম, বহু কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে। তারপর শেরিফের দিকে ফিরল। 'এসবের মধ্যে ওর ভূমিকা কী, শেরিফ? মুখ দেখে নিশ্চয়ই বুঝেছ, ওর ভূগোল পাল্টে দিয়েছি আমি? যাই হোক, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এড ডার্বিকে একটুও পছন্দ করি না।'

'আমি একজন সাক্ষী,' তির্যক হেসে বলল ডার্বি। 'আমার সাক্ষ্য তো দিতেই পারি, তাই না?'

'ব্যাটাকে ওর যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই, বস্?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল ড্যান বেণ্ডার। 'কেউ কেউ আছে নিজ ওজন বা অবস্থান বুঝতে পারে না, তখন তাদেরকে সেটা জানিয়ে দেয়াই উত্তম। এ-ধরনের কাজ আমি খুব উপভোগ করি।'

'এখানে আমি বস্, মিস্টার,' শক্ত চাহনিতে ড্যানকে দেখল শেরিফ। 'আমি ঠিক করব কে রাস্তা মাপবে, বা কখন মাপবে।'

ওয়্যাগনের চাকার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ড্যান, এবার সিধে হলো। 'স্যাম রেডলিন আমার বস্, নির্দেশ নিতে হলে শুধু

ওর কাছ থেকে নিই।'

'ওদের বানানো কথাবার্তা শুনে তুমি বিশ্বাস করে ফেলেছ, বার্টন?' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল মার্ক লেনিং। 'এই রেঞ্জে একই দিনে দুটো খুন হয়েছে। জাডসনকে গুলি করে মেরেছে রেডলিন, এরপর পাহাড়ে খুন হলো রিচার্ড। ওই ড্যান বেণ্ডার হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথার পেশাদার খুনি। সেদিন স্বয়ং রেডলিনও একরকম তাই স্বীকার করেছে।'

'জাডসন খুন হয়েছে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল শেরিফ কার্ল বার্টন।

লোকটাকে পছন্দ হয়েছে স্যামের। মুরোদ যাই থাকুক, তা জানা যেহেতু এখনই সম্ভব নয়, কিন্তু বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা আছে। বোঝা যাচ্ছে চট করে কারও কথায় বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত নয়, কিংবা কারও প্ররোচনায় হঠকারী পদক্ষেপ নিতে নারাজ। সতর্ক ও সচেতন মানুষ। যা করবে, বুঝে-শুনে করবে। নিজের কাজটা সে বোঝেও।

'হ্যাঁ, গানফাইট হয়েছিল,' জানাল স্যাম। 'ডায়াজকে স্পষ্ট অভিযুক্ত করেছিলাম, রাতের বেলায় গরু সরিয়ে নিচ্ছিল ওরা। জাডসন নাক গলিয়ে বসে। ওকেও যখন একই কারণে অভিযুক্ত করলাম, ড্র করে সে। থামাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্ভব হয়নি। অগত্যা আমিও ড্র করেছি।'

'ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে, কার্ল,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল এরিক লারসেন। 'গ্রেগের পাওনা ছিল এটা। কারও কথায় হুট করে পিস্তলে হাত দিলে এই হয়। আবার এটাও ঠিক, সত্যিই রাসলিং করছিল ওরা।'

'আচ্ছা, ওই হাজার গরুর কী হলো?' ভুলে যায়নি শেরিফ, এটা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ঠিকই মনে রেখেছে। 'খুঁজে পেয়েছ তোমরা?'

'সম্ভবত,' জানাল স্যাম, এড ডার্বির উপর দৃষ্টি ওর। 'মনে হয় সব গরুই খুঁজে পেয়েছি, একটাও খোয়া যায়নি!'

এড ডার্বির চোখে হঠাৎ উজ্জ্বলতার আন্দোলন দেখতে পেয়ে স্যাম নিশ্চিত হয়ে গেল ওর অনুমানে ভুল হয়নি। স্ল্যাশ-সেভেন র‍্যাঞ্চের গরু চুরির নেপথ্যে রয়েছে ডার্বির ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। সূক্ষ্ম চাল দিয়েছে। এমন ফন্দি এঁটেছে যে বেশিরভাগ লোক রহস্যটা ধরতে পারবে না।

'রাসলাররা খুবই চালু, শেরিফ,' বলল ও। 'রাতের বেলায় ব্র্যাণ্ডহীন গরু সরিয়ে নিয়ে মিশ্র গরুর পালের সঙ্গে মিশিয়ে দিত, যেগুলোকে অন্যের গরু বলে ছেড়ে দিতাম আমরা। ডায়াজ ও জাডসন ছিল দলে। দিনে আমাদের সঙ্গে খাটলেও রাতে গোপনে গরু সরিয়ে নিত ওরা। আমার ধারণা রিচার্ড বোধহয় কিছু আঁচ করতে পেরেছিল, খোঁজ নিতে গেলে ওকে অনুসরণ করেছিল খুনি। তারপর গরুর মার্কা যখন পরখ করতে গিয়েছিল রিচার্ড, রহস্য বের করে ফেলছিল, তখন ওকে খুন করে ফেলে খুনি।'

'শেরিফ,' মৃদু স্বরে মনোযোগ আকর্ষণ করল রোয়েনা ক্রকেট। 'এর আগে এদিকে রাসলিং-এর ঘটনা ঘটেছে? নাকি ব্যাপারটা একেবারে নতুন তোমার জন্যে?'

'এ তো বহুদিনের মামলা! কোন ভাবে সমাধান করতে পারছিলাম না। সত্যি কথা বলতে, আশঙ্কাজনক হারে রাসলিং হচ্ছিল বলেই একসঙ্গে এত গরু বিক্রি করেছিল রিচার্ড।'

'মনে রাখা ভাল, রিচার্ডের মার্কা হচ্ছে স্ল্যাশ-সেভেন,' বলে গেল রোয়েনা। 'আচ্ছা, শেরিফ, এমন কোন ব্র্যাণ্ড কল্পনা করতে পারবে যেটা অনায়াসে স্ল্যাশ-সেভেন থেকে বানানো যায়?'

'এ-নিয়ে গত ছয়টা মাস বহু মাথা ঘামিয়েছি আমরা,' মৃদু স্বরে বলল শেরিফ। 'কিন্তু স্ল্যাশ-সেভেনকে পাল্টে বানানো যায় এমন ব্র্যাণ্ড নেই চৌহদ্দিতে। আদপে কয়েকশো মাইলের

মধ্যেও নেই। আর স্ল্যাশ-সেভেন থেকে অন্য মার্কায় রূপান্তর করাও খুব সহজ নয়।'

'কিন্তু একটা ব্র্যাণ্ডের কথা জানা আছে আমার,' খেই ধরল রোয়েনা, একটুও উত্তেজিত শোনাচ্ছে না কণ্ঠ, বরং ঠাণ্ডা মাথায় তথ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। 'ওটা হচ্ছে এড ডার্বির মার্কা। মাত্র ক'দিন আগে মার্কাটা নিবন্ধন করিয়েছে সে।'

ডার্বির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে স্যাম। প্রতিক্রিয়াটা হলো অভাবনীয়। যেন চাবুকের ঘা খেয়েছে, সেকেণ্ড খানেকের জন্যে কেঁপে উঠল তার দেহ। ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, চোখে নির্জলা ঘৃণা ফুটে উঠেছে। অফুরন্ত ঘৃণা। তবে ঘৃণার গভীরে কিছুটা ভয়ও রয়েছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে, একটু পর ভয় উবে গেল।

'নিবন্ধন দূরে থাক, ডার্বির মার্কা থাকলে তো!' ভুরু কুঁচকে, দৃঢ় স্বরে বাতিল করে দিল শেরিফ কার্ল বার্টন। 'যদ্দূর জানি ওর কোন ব্র্যাণ্ড নেই।'

'আছে, শেরিফ,' স্যামের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ হানল রোয়েনা ক্রকেট, তারপর শেরিফের দিকে মনোযোগ দিল। 'অস্টিনে খোঁজ নিয়েছি আমি। বক্স-ট্রায়াঙ্গল নামে একটা মার্কা নিজের জন্যে নিবন্ধন করিয়েছে মি. ডার্বি। আর স্ল্যাশ-সেভেনকে বক্স-ট্রায়াঙ্গল বানাতে একটা বাচ্চাও পারবে।

'গত সন্ধ্যায় নিজের সম্পর্কে আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছে মি. এড ডার্বি। বলেছে নিজে কখনও কাউহ্যাণ্ড না-হয়েও সমৃদ্ধ ও হৃষ্টপুষ্ট গরুতে ভরা একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবসা বাড়ানোর ইচ্ছে আছে ওর, আরও র‍্যাঞ্চ করবে। স্যামের কাছে যখন শুনলাম টালি-বইয়ের গণনা অনুযায়ী যথেষ্ট গরু নেই রেঞ্জে, অর্থাৎ রাউণ্ড-আপে ঘাটতি রয়ে গেছে, আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। অস্টিনে জানতে চাইলাম এড ডার্বির নামে কোন ব্র্যাণ্ড

নিবন্ধন করা হয়েছে কি-না।'

'তুমি আমার বিরুদ্ধে রাসলিং-এর অভিযোগ করছ?' ঝটিতি রোয়েনার দিকে ফিরল এড ডার্বি, চাহনি কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না সে, শেরিফের দিকে ফিরেছে। 'খুব সস্তা একটা গল্প ফেঁদেছে ওরা, শেরিফ, একটু যাচাই বা খোঁজ-খবর করলেই বুঝতে পারবে। অন্যের পাপের বোঝা সুকৌশলে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে ওরা। স্যাম রেডলিন দক্ষ বন্দুকবাজ, সেয়ানা লোক; ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী ড্যান বেণ্ডার আরও এক কাঠি বাড়া—একেবারে ঠাণ্ডা মাথার খুনি! সারাক্ষণ ড্র করতে মুখিয়ে থাকে। ওরা দু'জনেই মিস্ ক্রকেটের লোক। তো, বুঝতেই পারছ, দাগী মানুষগুলো কোন্ দলে। ওদের পক্ষে কি ভালমানুষের মতো হাজার ডলার খরচ করে গরু কেনা সম্ভব?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল কার্ল বার্টন। 'তোমার কোন ব্র্যাণ্ড আছে?' কর্তৃত্বের স্বরে জানতে চাইল শেরিফ, ডার্বির লেকচারে বিভ্রান্ত হয়নি।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ডার্বি। 'হ্যাঁ,' ইতস্তত করবার পর শেষে বলল সে।

'বক্স-ট্রায়াঙ্গল?'

'ইয়ে···হ্যাঁ, কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি অন্যের গরু চুরি করি।'

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল শেরিফ, তারপর ছোট্ট একটা কাঠি তুলে নিয়ে মাটির উপর স্ল্যাশ-সেভেন মার্কা আঁকল; শেষে ওটার উপর বক্স-ট্রায়াঙ্গল আঁকল। আসলে আঁকতে হলো না, স্রেফ কয়েকটা রেখাকে বাড়াতে হলো।

মুখ তুলে ডার্বির দিকে তাকাল বার্টন। 'যা-ই বলো, তোমাকে মানতে হবে যে স্ল্যাশ-সেভেনকে বক্স-ট্রায়াঙ্গল বানানো পানির মতো সহজ।' এবার উঠে দাঁড়াল সে, মুখ নিস্পৃহ দেখাচ্ছে।

'দেখো, বন্ধুরা, আইনের মারপ্যাঁচ আমি কম বুঝি, ওসবের চর্চাও করি না। তবে অ্যালিবাই নামে একটা ব্যাপার আছে। যে-কোন কেসে ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা এমন এক জিনিস যা বিবেচনা করলে জরুরি হয়ে ওঠে, আবার আমলে না-নিলে প্রয়োজনের সময় পাওয়াও যায় না।

'যা বুঝেছি, রেডলিন যদি তার সব গরু খুঁজে পেয়ে থাকে, কারও সঙ্গে সংঘর্ষ বা গোলাগুলি করবার দরকার তার পড়ে না। আর যদ্দূর জানি রিচার্ডের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল ওর। এদিকে এ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে রাসলিং চলছে, রেডলিন গরু কিনতে আসবার আগে থেকেই। আর স্ল্যাশ-সেভেন র‍্যাঞ্চই বোধহয় এর বড় শিকার। যাক্‌গে, আমার মনে হয় অন্য কিছু করবার আগে, এড ডার্বির র‍্যাঞ্চে একজন ডেপুটিকে পাঠানো যেতে পারে, গোটা ছয়েক গরু মেরে মার্কা পরখ করা যায়। কোন গরুর গায়ে, চামড়ার ভিতরের দিকে যদি স্ল্যাশ-সেভেন মার্কা পাওয়া যায়, নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে পুরানো মার্কার উপর কারসাজি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, অনায়াসে বলা যাবে কে রাসলিং করছে। একইসঙ্গে রিচার্ডের সম্ভাব্য খুনিকেও পেয়ে যাব। সন্দেহ নিরসন হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখব, মি. ডার্বি।'

'হিসাবটা বুঝলাম না, কার্ল,' এবার মুখ খুলল মার্ক লেনিং, স্পষ্ট প্রতিবাদের স্বর। 'স্রেফ এ মেয়েটা যেভাবে ভেবেছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে প্রমাণ হতে পারে না? রিচার্ডই বা সন্দিহান হয়ে উঠবে কেন? সন্দেহ হওয়াতে রেঞ্জে গেছে সে, গরুর চামড়া পরখ করতে বসেছে–আর তখনই খুন হলো–এ ধারণাটা ধোপে টেকে না।'

'হ্যাঁ, রিচার্ড জানত,' মৃদু হেসে বলল রোয়েনা। 'গত রাতে একটু অসতর্ক ও বেখেয়ালি ছিলাম আমি। ডাইনিং টেবিলে বসে একটা কাগজে স্ল্যাশ-সেভেনকে বক্স-ট্রায়াঙ্গল বানাচ্ছিলাম, কিন্তু

উঠবার সময় কাগজটা তুলে নিতে মনে ছিল না। পরে রুম থেকে যখন ওটা নিতে ফিরে এলাম, দেখি নেই। কূক জানাল ওটা পেয়ে প্রচণ্ড রেগে-মেগে বেরিয়ে গেছে অ্যারন রিচার্ড। বিড়বিড় করে কাকে যেন গাল দিচ্ছিল।'

চিকন ঘাম শুরু হয়েছে এড ডার্বির, মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না!' উত্তেজিত স্বরে ঘোষণা করল সে। 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। যা মনে হচ্ছে, সাজানো একটা নাটকের শেষে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলা হবে! আর বুধোটা আমার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি! স্রেফ অনুমান ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এভাবে কাউকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়, শেরিফ! স্ল্যাশ-সেভেন থেকে যে-কোন মার্কায় রূপান্তর করা যায় এমন পঞ্চাশটা ব্র্যাণ্ড খুঁজে পাওয়া যাবে টেক্সাসে।'

পিছিয়ে ডার্বির কাছাকাছি চলে গেছে মার্ক লেনিং, ওয়েবার তার ঘোড়ার কাছে। হামফ্রে হকিন্সের ক্ষীণ নড়াচড়ায় আকৃষ্ট হলো স্যাম রেডলিন, খেয়াল করল অন্যদের অগোচরে একটু একটু করে নিজের ঘোড়া ও রাইফেলের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে বিশালদেহী গানম্যান।

পরক্ষণে আরও একটা ব্যাপার দেখতে পেল স্যাম।

ল্যাসো ছুঁড়ে একটা বলদ ধরে ফেলেছে এমেট পেকার, প্রচণ্ড অনিচ্ছুক বলদকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। পিছনে ল্যাসোকে চাবুকের মতো ব্যবহার করে সন্ত্রস্ত গরুটার চলা ত্বরান্বিত করছে বাড ওয়েব।

সামান্য সরে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন যাতে প্রয়োজনে সমানে ডার্বি ও লেনিং, দু'জনকেই কাভার করতে পারে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে শক্তির ভারসাম্য বদলের ব্যাপারে পুরো মাত্রায় সচেতন ড্যান বেণ্ডার ও বেন ডেগনার। কেবল শেরিফ কার্ল বার্টন ও এরিক লারসেন যেন এ ব্যাপারে কিছুই খেয়াল

করেনি বা সচেতন নয়।

'তুমি বরং ভিতরে চলে যাও, রোয়েনা,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম। 'এখানে ঝামেলা হতে পারে।' কথা বললেও শেরিফের আচমকা পদক্ষেপ ঠিকই নজরে পড়ল ওর।

এড ডার্বির উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে বাধ্য হলো, দারুণ একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে! বলদের দিকে চলে গেছে সবার দৃষ্টি, ওটার গায়ের অদ্ভুতুড়ে মার্কার দিকে তাকিয়ে থাকল স্যাম, বোধগম্য হলো না কিছু প্রথমে; তারপর হঠাৎ এর তাৎপর্য ধরা পড়ল ওর মগজে।

'বার্টন,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও। 'খুনের প্রমাণ পেয়ে গেলে!'

ব্র্যাণ্ডিং রড দিয়ে বলদের গায়ে চামড়া পুড়িয়ে প্রথমে তারিখ লেখা, তার নীচে:

এড ডার্বির গুলিতে মরছি
স্ল্যাশ-সেভেন থেকে বক্স-ট্রায়াঙ্গল
বানানো হচ্ছে
এ. রিচার্ড

'অকাট্য প্রমাণ! ঝোপের ভিতর মরণাপন্ন অবস্থায় ব্র্যাণ্ডিং আয়রন দিয়ে খুনের প্রমাণ রেখে গেছে বুড়ো! সম্ভবত বলদটাকে শুইয়ে যখন ব্র্যাণ্ড পরখ করতে গিয়েছিল রিচার্ড, তখন উপস্থিত হয় এড ডার্বি, গুলি করে বুড়োকে।'

ঝটিতি দুই কদম পিছিয়ে গেল এড ডার্বি, তারপর তীব্র খিস্তি আউড়ে ছোবল মারল হোলস্টারে। পিস্তল যখন তুলছে সে, ঠিক তখন স্যাম রেডলিনের প্রথম গুলি তার হাতের বুড়ো আঙুল গুঁড়িয়ে দিল। স্বভাবতই, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা।

নেই হয়ে যাওয়া আঙুলের দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকল এড ডার্বি, বিশ্বাস করতে পারছে না; গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষত থেকে। তারপর পাশবিক একটা চিৎকার দিয়ে

ছুটল ঘোড়ার দিকে।

উদ্যত পিস্তল মার্ক লেনিং-এর দিকে ঘোরাল স্যাম, তখনই তীব্র ঝাঁকি খেল ওর দেহ। টলে উঠল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও পড়ল না। মাযল নিচু করে ধরা পিস্তলের ট্রিগার টানল স্যাম।

এদিকে হামফ্রে হকিন্সকে গুলি করেছে ড্যান, আর একের পর এক গুলি করতে করতে ড্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হকিন্স, প্রতি পদক্ষেপে একবার করে ট্রিগার টানছে।

ডিক ওয়েবারকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছে বেন ডেগনার। স্যাডল বো-র ওপাশ থেকে ওয়েবারকে গুলি করেছে টেকো কূক। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওয়েবার, পড়ন্ত অবস্থায় ওঅটর ট্রাফের কিনারা খামচে ধরল এক হাতে। তারপর কষ্টেসৃষ্টে আধ-খাড়া হলো। খিস্তি করতে করতে পিস্তলও বের করতে সক্ষম হলো। ফের গুলি করল ডেগনার। ওয়েবারের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা।

স্যামের গুলি খেয়ে বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচাল মার্ক লেনিং। তীব্র ভয়, উন্মত্ত আক্রোশ আর প্রতিহিংসায় হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল সে। বুনো হিংস্রতায় ছুটে গেল স্যামের দিকে, মুহুর্মুহু গুলি করছে পিস্তল থেকে। এক কদম পিছিয়ে গেল স্যাম, সামান্য ঝুঁকে পড়ল।

তীব্র গতিতে ছুটে এল লেনিং, আছড়ে পড়ল স্যামের উপর। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি স্যাম, কোনরকমে পাশ কাটিয়ে গেল, তবে পতন ঠেকাতে পারল না। লেনিং-এর কাঁধের ধাক্কায় পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলো ও। এক হাতের ভর রেখে উঠবে, এসময় দেখল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করছে মার্ক লেনিং। বুনো উল্লাস লোকটার চাহনিতে, কুৎসিত দেখাচ্ছে হিংস্রতায় ভরা মুখটা।

ঝটিতি গুলি করল স্যাম, পরপর তিনটা, বুড়ো আঙুল চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হ্যামার টেনেছে।

থমকে দাঁড়াল মার্ক লেনিং, তারপর বুটের ডগায় ভর করে দুলল দুই সেকেণ্ড; অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে ভয়ে পাংশু হয়ে যাওয়া মুখে। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, শেষ গুলিটা বের করে দিল পিস্তল থেকে–রিফ্লেক্সবশত ট্রিগার টেনেছে। স্যামের হাত থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে শক্ত মাটিতে বিঁধল গুলিটা।

লেনিং পতিত হচ্ছে স্যামের কোমরের উপর। লাথি মেরে পড়ন্ত দেহের গতিপথ পাল্টে দিল স্যাম, ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে পিস্তলে কার্তুজ পুরল, কিন্তু দরকার ছিল না। লড়াই তখন শেষ হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চারজন মানুষ বিদায় নিয়েছে দুনিয়া থেকে।

একটাই গুলি করেছে শেরিফ কার্ল বার্টন। পলায়নরত এড ডার্বিকে থামানোর আর কোন পথ ছিল না।

পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল স্যাম রেডলিন, পতন ঠেকাতে হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল নলকূপের হাতল। জানে গুলি খেয়েছে, বাম পাশ অবশ লাগছে। মাথা কাজ করছে না, চিন্তা শ্লথ হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু চোখ দুটো প্রাণবন্ত ও সচেতন।

লারসেনও পড়ে গেছে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডান পায়ে, হাঁটুর নীচে লালচে হয়ে উঠছে ট্রাউজার।

আশ্চর্য ব্যাপার, সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় থাকলেও একটা টোকাও লাগেনি শেরিফ বার্টনের গায়ে।

স্যামের কাছে ছুটে এল রোয়েনা। 'ওহ্, স্যাম! গুলি খেয়েছ তুমি!'

রোয়েনার কাঁধে হাত রেখে ভারসাম্য ধরে রাখল স্যাম, হেসে আশ্বস্ত করতে চাইল। 'তেমন কিছু না,' বলল ও। 'ড্যানের কী

খবর?'

'অক্ষত আছি!' জানাল টাম্বলিং-সি সেগুণ্ডো। 'টেকোর কানে একটা আঁচড় লেগেছে, সঙ্গে ওর চুল যা ছিল, তা থেকে কয়েক গাছি তুলে নিয়ে গেছে!'

এমেট বা ওয়েব গুলি করতে পারেনি। দু'জনে ছুটে এল এবার, ধরাধরি করে স্যামকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। পরীক্ষার পর দেখা গেল বাম কোমরে ঢুকেছে বুলেট, মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। হাড়ে স্পর্শ লাগেনি। বেশ রক্ত ঝরেছে বটে, তবে আঘাত মারাত্মক নয়।

'দুটো দিন লাগবে খাড়া হতে,' রোয়েনাকে বলল স্যাম। 'এর বেশি এখানে এক মুহূর্তও নয়। এ জায়গাটাকে অভিশপ্ত মনে হচ্ছে আমার!'

হেসে উঠল রোয়েনা, পরক্ষণে রক্তিম হয়ে উঠল মুখ। 'ফিরে যাওয়ার তাড়া আমিও বোধ করছি, স্যাম। নাকি আমাদের আরও অপেক্ষা করা উচিত?'

'না,' স্মিত হাসল স্যাম। 'শুনেছি চেয়ানি নাকি বিয়ে করবার জন্যে আদর্শ শহর! ওখানেই শুভ কাজ সেরে ফেলব!'

***